পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 194 Sunday, 15 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৯৪ সংখ্যা ✱ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার, ১৫ জুন, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃ দেশজুড়ে ফের করোনার চোখরাঙানি। দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। জানা গেছে, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,৪০০ জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২৬৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৯ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সতর্ক রয়েছে। মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৪০০ জন হয়েছে। বিগত বেশ কয়েকদিনে ১১,৯৬৭ জন রোগী এই সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছেন। কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২১০৯। এরপর রয়েছে গুজরাট। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে, সেখানে ১৪৩৭ জন করোনা আক্রান্ত।

কোনও দপ্তরই সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করতে পারবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও দফতর আর ইচ্ছে মতো কোনও সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করতে পারবে না। এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত দপ্তর ও জেলা অধিকরণ গুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারকে অন্ধকারে রেখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে বলে সম্প্রতি পরিবহণ দফতরের একাধিক চুক্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ড তারপরই মুখ্যসচিবের দফতর থেকে রাজ্যের সমস্ত দফতরকে এই মর্মে বার্তা পাঠানো হয়েছে।- কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে চাইলে আগে সেই প্রস্তাব মুখ্যসচিবের দফতরে পাঠাতে হবে বলে নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির বিষয়বস্তু কী, তার সম্ভাব্য প্রভাব, আর্থিক দিক এবং বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সীমা তাতে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ধানের টাকা মেটাচ্ছে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ এফ সি আই ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্যে ধান কিনলেও কেন্দ্রীয় সরকার তার টাকা মেটাচ্ছে না বলে রাজ্য সরকার অভিযোগ করেছে। এই খাতে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছন। এইদিকে খাদ্য দপ্তর আজ পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ৫৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৮১ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। উল্লেখ্য চলতি মরসুমে ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

মহেশতলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকুন! স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ সাংসদ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ মহেশতলা অশান্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, অভিষেক বলেন, সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও বাড়িমালিককে সবরকম সাহায্য করতে হবে। সাংসদের নির্দেশে স্থানীয় দলীয় কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছেন বলেই খবর মিলেছে।

গত ১১ জুন, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় মহেশতলায়। ওইদিন সকালে আক্রা সন্তোষপুর এলাকায় ফলের দোকান বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। প্রথমে বচসা। পরে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। একাধিক বাড়ির ছাদের উপর থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ-সহ পুলিশের শীর্ষকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। উন্মত্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। শুরু হয় পাথরবৃষ্টি। রবীন্দ্রনগর থানা লাগোয়া এলাকায় একটি বাইকেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়া হয়। মৃদু লাঠিচার্জও হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন। আবার এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহেশতলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চলছে চর্চাও শুরু হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় বিজেপি। আবার তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে, পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আবার এদিন রাজ্য পুলিশে রদবদল হয়েছে। রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মুকুল মিঞাকে সরিয়ে দার্জিলিংয়ে পাঠানো হয়েছে। রবীন্দ্রনগর থানার নতুন আইসি হচ্ছেন রতুয়ার সার্কেল ইন্সপেক্টর সুজন কুমার রায়। মহেশতলার বর্তমান এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লাকে এসিপি থার্ড ব্যাটেলিয়ানে বদলি করা হয়েছে। এসডিপিও হচ্ছেন রবীন্দ্রনগরের প্রাক্তন আইসি রেজাউল কবির। বদলির নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখছে রাজনৈতিক মহল বলে জানতে পারা গিয়েছে। যদিও পুলিসের তরফে জানা গিয়েএছ এটা রুটিন বদলি।

রিপোর্টের জন্য বিজে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে মৃতের পরিজনরা

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন ঃ ঘটনার পরে পার হয়ে গিয়েছে প্রায় ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময়। অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে প্রিয়জনদের। কেউ হারিয়েছেন সন্তানকে। কেউ তাঁর স্ত্রীকে। কেউ আবার স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে একেবারেই নিঃস্ব। স্বজনহারানোর বেদনা যে কি তা তাঁরাই জানেন। আহমেদাবাদের বিজে হাসপাতালের সামনে তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছে বডি পাবার জন্য। এখনও দেহ পাননি তাঁরা। ডিএনএ পরীক্ষা সাহায্যে দেহ শনাক্তের জন্য দিচ্ছেন নমুনা। কিন্তু রিপোর্ট আসতে ৭২ ঘণ্টা সময় নিচ্ছে। তাই তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, কেন এত দেরি ও হাসপাতালের ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন মৃতদের আত্মীয়-পরিজনরা। বিমান দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হারিয়েছেন মুম্বইয়ের বাসিন্দা জাভেদ। তাঁর স্ত্রীর দেহ শনাক্তের জন্য নমুনা দিয়েছেন স্ত্রীর কাকা। নেওয়া হয়েছে রক্ত ও অন্যান্য নমুনা। তাঁকে জানানো

হয়েছে, ৭২ ঘণ্টার পর সেই রিপোর্ট দেওয়া হবে। তারপর মৃতের আত্মীয়দের একে একে ফোন করে জানানো হবে। বিভিন্ন নিয়ম মানার পর দেহ হাতে পাবেন তাঁরা। কেন এতটা সময় লাগবে, প্রশ্ন সেখানেই। সেই সঙ্গে তাঁদের অভিযোগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও সহযোগিতা করছেন না। জানা যাচ্ছে, মৃতদের আত্মীয়র থেকে নমুনা সংগ্রহের পর তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে গান্ধীনগরের গবেষণাগারে। সেখান থেকে ৭২ ঘণ্টা পরে রিপোর্ট এসে পৌঁছবে বিজে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। সেখান থেকে তা পৌঁছবে সিভিল হাসপাতালের কাসৌটি ভবনে। সেখান থেকে একে একে ফোন করে জানানো হবে মৃতের আত্মীয়দের। আর এই দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা নিয়েই ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন মৃতের আত্মীয়রা। এছাড়া তাঁদের প্রশ্ন কী করে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারের মতো নিরাপদ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। যান্ত্রিক সমস্যা থাকলে আগে কেন ধরা পড়ে নি। দ্রুত দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানাচ্ছেন সকলেই.

এদিকে ঘটনাস্থলে এখনও উদ্ধারকার্য চলছে। আজ, শনিবার ধ্বংসস্তূপ থেকে একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও দেহ উদ্ধার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি তদন্তের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছেড় তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা।

শুরু তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের প্রচার, নেত্রীর ছবি-সহ প্রকাশ্যে পোস্টার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ সোশাল মিডিয়ায় ২১ জুলাইয়ের প্রচার শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের। বদলে গেল দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের কভার ফটো। মনে করা হচ্ছে এই পোস্টারটিই শহিদ দিবসের পোস্টার ও ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২১ জুলাইয়ে শহিদ স্মরণসভার প্রস্তুতি নিয়ে আজ, শনিবার ভবানীপুরে বৈঠকে বসে তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দলের সমস্ত জেলার সভাপতি, জেলা চেয়ারম্যান ও বীরভূম এবং উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে নতুন ছবিটি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। সেখানে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে। পিছনে সেই অভিশপ্ত দিনের ছবি। সঙ্গে তৃণমূলের লোগো লাগানো পতাকা। পাশে ‘ধর্মতলা চলো’র ডাক। এদিকে ভবানীপুরে আজ ২১ জুলাই নিয়ে বৈঠকে বসছেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দলের সমস্ত জেলার সভাপতি, জেলা চেয়ারম্যান ও বীরভূম এবং উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। ডাকা হয়েছে দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রীকেও। রাজ্য তৃণমূল সভাপতি সুব্রত বক্সি আজ, শনিবার ভবানীপুরে দলের প্রস্তুতি বৈঠকে নেত্রীর দেওয়া গাইডলাইন স্পষ্ট জানিয়ে দেন বলে সূত্রের খবর। বিশেষ করে বীরভূম জেলায় দলীয় স্তরে একাধিক ইস্যুতে যে বিতর্ক চলছে তা নিয়েও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মনোভাব জানিয়ে দেন সভাপতি। এছাড়াও ২১ জুলাই প্রতিটি জেলাতেই নেত্রীকে সামনে রেখে এবং রাজ্য সরকারের সাফল্য তুলে ধরে ব্লকে ব্লকে যে প্রচার করতে হবে তার গাইডলাইনও প্রস্তুতি বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এবারের ধর্মতলা চলো কর্মসূচিতে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বসুদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। আগেরবারের মতোই সল্টলেক স্টেডিয়াম, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নেতাজি ইন্ডোর ছা।াও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ধর্মশালা ও একাধিক কমিউনিটি হলেও দু’দিন আগে থেকে জেলার কর্মীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিবারের মতো এবারও পৃথক কাউন্টার খুলে সেখান থেকে কর্মীদের বিভিন্ন অস্থায়ী কেন্দ্রে পাঠানো হবে।ইতিমধ্যে দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গত কয়েক বছরের মতো এবারও রাজ্য কমিটির তরফে দেওয়া সিডি মেনেই পোস্টার ও ব্যানার করতে হবে। দলীয় কমিটির নামেই ওই ব্যানার হবে। কোনও ব্যক্তির নাম দিয়ে ব্যানার বা পোস্টার করা যাবে না। সেক্ষেত্রে নতুন এই ছবিটি ব্যবহার করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যান্য বারের মতোই সল্টলেক স্টেডিয়াম, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নেতাজি ইন্ডোর ছাড়াও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ধর্মশালা ও একাধিক কমিউনিটি হলেও দু’দিন আগে থেকে জেলার কর্মীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিবারের মতো এবারও পৃথক কাউন্টার খুলে সেখান থেকে কর্মীদের বিভিন্ন অস্থায়ী কেন্দ্রে পাঠানো হবে। ২১ জুলাই সমাবেশের দিন ধর্মতলাকে ঘিরে হেলথ ইউনিট এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যে বাহিনী নামানো হবে তা নিয়েও আজ প্রস্তুতি বৈঠকে জানিয়ে দেন রাজ্য সভাপতি।জানা যাচ্ছে, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের গাইডলাইন বেঁধে দেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ এবারের শহিদ দিবস থেকেই দলের নির্বাচনী প্রচারের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাজারের মধ্যেই মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামীকে মারধর করা হয়, পুলিশের জালে ৪ বিজেপি কর্মী

দুরন্ত বার্তা, খাতড়া, ১৪ জুন ঃ ভরা বাজারে খোদ মন্ত্রীর স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। আর সেই অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার খাতড়া শহরে শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডিকে খাতড়া শহরের দাসের মোড় এলাকায় মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেই স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও পুলিশ গিয়ে তুহিন মান্ডিকে উদ্ধার করেন। পরে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে তাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। রাতেই তুহিন মান্ডি পুলিশের কাছে স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ চারজন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে। রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোস্না মান্ডি বলেন, অন্যান্য দিনের মতোই আমার স্বামী শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ খাতড়ার করালি মোড় দাসের মোড় এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময়েই তার উপরে স্থানীয় বিজেপি

নেতা শান্তনু সিংহের নেতৃত্বে ১৫-১৬ জন অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে। তাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। আমার স্বামী রাজনীতি করেন না। উনি একজন সরকারি কর্মী। তারপরেও বিজেপির দুস্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে আমাকে টার্গেট করেই আমার স্বামীর উপর এই ঘৃণ্য হামলা চালিয়েছে। মন্ত্রীর অভিযোগ, শান্ত শহর খাতড়াকে অশান্ত করার জন্যই বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার স্বামীর উপরে এই হামলার মূল পান্ডা হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ। শান্তনূর নেতৃত্বে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। খাতড়া মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তুহিন মান্ডির একটি হাতে চোট লেগেছে। লাঠির ঘায়ে পিঠেও আঘাত লেগেছে। এক্সরে হয়েছে। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মন্ত্রীর স্বামীর আচরণে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। সামান্য বছর থেকেই এই গন্ডগোল হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে আমাদের দলের স্থানীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এটা সত্যি। কিন্তু তারা কেউ মারধর করেনি। মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর জন্যই আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় রাতেই চারজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরার চেষ্টা চলছে।

২১ জুলাই তারিখেই লোকসভার অধিবেশন নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ ২১ জুলাই তারিখেই লোকসভার অধিবেশন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল।‘২৬-র বিধানসভা ভোটের আগে মেগা সমাবেশ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী মাসের ২১শে জুলাইয়ের বার্ষিক সমাবেশ ঘিরেও প্রস্তুতি বৈঠক করেছে রাজ্যের শাসক দল। জেলা সভাপতি, জেলা চেয়ারম্যান ও কোর কমিটির সদস্যদের নিয়ে করা

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের একাধিক শীর্ষ নেতা। বৈঠকের তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ‘রাজ্যের মানুষ সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত’। বৈঠক শেষে তৃণমূল নেতা সুদীপ জানালেন, ‘রাজ্যের মানুষ সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়া হবে। নানা কৌশলে নানা পদক্ষেপ নিয়ে বানচাল করতে চাইছে কেন্দ্র। আমাদের লক্ষ্য হল ২০২৬। আমরাও এবার আগে থেকে কৌশল সাজিয়ে রাস্তায় নামছি।’’২১ জুলাই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা জানান, ‘ আমরা বৃহত্তম দলের মধ্যে অন্যতম। এবার ২১শে জুলাই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। আমাদের সব সাংসদ ২১শে জুলাইয়ে থাকবে। আমাদের এটা প্রাধান্য দিতে হবে। লোকসভার অধিবেশন ডাকা উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়েছিলেন। সেই ডাককে গুরুত্ব দেবে না বলে, ৪৭ দিন আগে বর্ষাকালীন অধিবেশন ডেকে বসে। ওদের বাংলা নিয়ে একই লক্ষ্য বঞ্চনা করে নিশ্চিহ্ন করা। আমাদের লক্ষ্য ওদের সরানো। সব রেকর্ড এবার ভেঙে দেব। সর্বোচ্চ আসন আনা হবে।’’২১ জুলাইয়ের পোস্টারে মুখ রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি নেই। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে কেন নেই তৃণমূলের সেনাপতির ছবি? এ বিষয়ে খোলসা করলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংবাদমাধ্যমে জানালেন, ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি ২১ জুলাই যখন হয়েছিল তখন ছিলেন না। পোস্টারে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি থাকবে। অভিষেকের অফিস সেই কাজ করছে। এই সঙ্গে সুদীপ বলেন, বীরভূম নিয়ে কোন্দলের কথা প্রচারিত হয়। যাদের নিয়ে আলোচনা হয়, সেই দুই জনকে নিয়ে আলোচনা হয়। তাদের সমস্যা মিটে যাবে।’’

গঙ্গা পদ্মারভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ গঙ্গা পদ্মার ভাঙন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের বিষয়ে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং সেচ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, ভাগীরথী, পদ্মা, ফুলহার নদীর ভাঙ্গনে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ বিপর্যয়ের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ ব্যাপারে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও প্রতিকার মেলেনি। তাই প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে এই যৌথ প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে। তারা রাজি হলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এই অন্তর্বর্তী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। যার অর্থমূল্য আনুমানিক ৬১০ কোটি টাকা। তিনি জানান, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন কাটাহা দিয়ারা ও ভুতনি দিয়ারা অঞ্চলের মানুষজন। এই দুই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই গঙ্গার ভাঙণ প্রবল আকার নিয়েছে।

মন্ত্রীর স্বামীর প্রহৃত হওয়া নিয়ে অভিযোগ অস্বীকার বিজেপি-র

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ জুন ঃ রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডির প্রহৃত হওয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মন্ত্রীর স্বামীর আচরণে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। সামান্য ব্যাপার

থেকেই এই গন্ডগোল হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে আমাদের দলের স্থানীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এটা সত্যি। কিন্তু তারা কেউ মারধর করেনি। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্যই আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে মন্ত্রী জ্যোস্নার অভিযোগ, শান্ত শহর খাতড়াকে অশান্ত করার জন্যই বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার স্বামীর উপরে এই হামলার মূল পান্ডা হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ। শান্তনূর নেতৃত্বে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে খাতড়া মহকুমায় হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তুহিন মান্ডির একটি হাতে চোট লেগেছে। লাঠির ঘায়ে পিঠেও আঘাত লেগেছে। এক্সরে হয়েছে। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। পুলিশ জানিযেছে, এই ঘটনায় রাতেই চারজনকে আটক করা হযেছে। বাকিদের ধরার চেষ্টা চলছে।

টাটার পর এয়ার ইন্ডিয়া, নিহতদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার পিছু এবার ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করল এয়ার ইন্ডিয়া। এর আগে টাটা গোষ্ঠী নিহতদের পাশে দাড়িয়ে পরিবার পিছু ১ কোটি টাকা আর্থিক সহায্যের ঘোষণা করেছিল। শনিবার এয়ার ইন্ডিয়া তাদের এক্স হ্যান্ডেলে লেখে, ‘ কঠিন সময়ে নিহত যাত্রীদের পরিবারের পাশে আমরা আছি। তাদের সবরকম সহায়তা করবে বিমানসংস্থাটি। বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি, এই দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তিকেও একই পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা হবে।’ এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল

উইলসন একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, অত্যন্ত ভয়াবহ একটি ঘটনা। গোটা বিমানটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আহমেদাবাদে ১০০ জন পরিচর্যাকারী এবং ৪০ জন ইঞ্জিনিয়ারকে মোতায়েন করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার টেক অফের খানিকক্ষণের মধ্যেই আহমেদাবাদ বিমানবঃদরের কাছে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান। লন্ডনগামী উড়ানের দুর্ঘটনায় অন্তত ২৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জীবিত অবস্থায় ১জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিমানের যাত্রীতালিকা প্রকাশ করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। জানা গিয়েছে, যাত্রীদের মধ্যে ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ, ৭ জন পর্তুগিজ এবং একজন কানাডিয়ান ছিলেন।

ইজরায়েলের আয়রন ডোম ভেদ করে ইরানের মিসাইল, বিপদের মুখে নেতানিয়াহুরের দেশ

আভিভ, ১৪ জুন ঃ আশঙ্কা সত্যি হল। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে তেল আভিভে প্রত্যাঘাত করল ইরান। ইজরায়েলের ‘ আয়রন ডোম ভেদ করে সে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে আছড়ে পড়েছে তেহরানের মিসাইল। এর ফলে এবার বড়সড় বিপদের মুখে পড়তে পারে নেতানিয়াহুর দেশ। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে (যদিও ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করা হয় নি)। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইজরায়েলের আয়রন ডোম ভেদ করে মধ্য তেল আভিভের কিরিয়া অঞ্চলে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ে ইরানের একটি মিসাইল। আর এখানেই অবস্থিত সেদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর। ইরানের এই হামলায় সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ইরানে হামলা করেছিল ইজরায়েল। সেই সময় থেকেই প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। একদিন পর সেই আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে পাল্টা হামলা চালাল ইরান। ৬৫ মিনিটে ২০০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে তেহরান। এমনটাই দাবি, সংবাদমাধ্যমের। যদিও ইরানের এই হামলার পরই পাল্টা জবাব দিয়েছে ইজরায়েল। ইরান তেল আভিভে এই অপারেশনের নাম রেখেছে ‘অপারেশন ট্রু প্রমিস ৩’। তেহরান দাবি করছে, তাদের মূল লক্ষ্য ইজরায়েলের

সেনাঘাঁটিগুলিই। এদিনের অপারেশনে এখনও পর্যন্ত ১ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। আহত ৩৪। এদিকে ইজরায়েল শুক্রবার ইরানের ৩৩০টিরও বেশি জায়গায় ‘অপারেশন রাইজিং সান’ চালিয়েছে। শনিবার ফের ইরানকে পাল্টা দিল তারা। সব মিলিয়ে তাদের এই হামলায় অন্তত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৩২০। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি, ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডার এবং দুই শীর্ষ সেনা আধিকারিকের। প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও পারমাণবিক গবেষণাকারী অন্তত ৬ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। বহু সেনাকর্মী এবং আধিকারিকেরও মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলি হামলায়। ইরান এবং ইরাক নিজেদের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বিমান পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ। একাধিক উড়ান সংস্থা নিজেদের বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ফের পরস্পরের উপরে ইরান ও ইজরায়েলের হামলা চালানোর ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনাঃবিমানের পেছনদিক থেকে বিমানসেবিকার দেহ উদ্ধার, ৪ মেডিকেল পড়ুয়ার মৃত্যু

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন ঃ দুর্ঘটনার তৃতীয় দিন শনিবার সকালে বিধ্বস্ত বিমানের পেছন অংশ থেকে এক বিমানসেবিকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় হোস্টেলে উপস্থিত ৪ এমবিবিএস ছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের মৃতদেহ শনাক্তকরণের পর তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ডিএনএ নমুনা নেওয়ার কাজ আরও দ্রুত করা হয়েছে।বিমান দুর্ঘটনাস্থলে তৃতীয় দিনেও ত্রাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এজন্য বিপুল সংখ্যক উদ্ধারকর্মী ঘটনাস্থলে উদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে, শনিবার সকালে আহমেদাবাদ দমকল বাহিনীর একটি দল উদ্ধার সরঞ্জামের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত বিমানের পেছনের ধ্বংসাবশেষ কেটে এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে, তাকে একজন বিমানসেবিকা বলে মনে করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিমানের অংশ হোস্টেলের ছাদে পড়ে যাওয়ার কারণে সেই সময় সেখানে উপস্থিত ৪ জন মেডিকেল পড়ুয়ার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের মৃতদেহ শনাক্তকরণ এবং তাদের স্বজনদের হাতে মৃতদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ২৭০ জনের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ৮ জনের মৃতদেহ শনাক্ত করার পর তাদের পরিবারের কাছে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শববাহী যান, অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে। হাসপাতালে ১৯২টি অ্যাম্বুলেন্স এবং শববাহী যান প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনূসকে ফের কটাক্ষ তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে ফের কটাক্ষ করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।শুক্রবার রাতে তসলিমা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর সবাই বলছে জীবন খুব ছোট, জীবন খুব ছোট। ইউনূস সাহেবকে দেখলে তো মনে হয় না জীবন খুব ছোট। মনে হচ্ছে তিনি হাজার বছর ধরে বেঁচে আছেন। এত বেঁচে থাকার দরকার নেই, তারপরও বেঁচে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ৩৫ থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে যাননি। মহানন্দে বেঁচে ছিলেন। বেঁচে থেকে আজকাল শুধু পুরস্কারই নিচ্ছেন। কী কারণে নিচ্ছেন, তিনি নিজেও জানেন বলে মনে হয় না। ভুল করে একটা বা পুরস্কার পেয়ে গিয়েছিলেন, সে কারণে অসংখ্য ছোট পুরস্কার তার দুয়ারে ভিড়ছে, সবগুলোকেই লুফে নিচ্ছেন। হাবিজাবি পুরস্কারও ছাড়ছেন না। কেউ কেউ বলে তাঁর মস্তিষ্কে ফাংগাস পড়ে গেছে। ওই ফাংগাস আক্রান্ত মস্তিস্ক থেকে শুভ কিছু আর বেরোচ্ছে না, বেরোনোর কোনও সম্ভাবনাও নেই।

সদ্যনির্বাচিত সাংসদ কণাদকে নিয়ে নজিরবিহীন উচ্ছ্বাস উধারবন্দে

উধারবন্দ (অসম), ১৪ জুনঃ সদ্যনির্বাচিত সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থকে নিয়ে এক নজিরবিহীন উচ্ছ্বাস ও আবেগের সাক্ষী হয়েছে উধারবন্দ। উধারবন্দের ' অসম বিজেপির প্রধান স্থপতি তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ উধারবন্দ থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং পরে বিজেপির কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। ' পলিটিশিয়ান' হিসেবে অজাতশত্রু ভাবমূর্তি রয়েছে কবীন্দ্রবাবুর। এখন তাঁর পুত্র কণাদও দায়িত্বশীলভাবে নিজের সমান্তরাল সুস্থ রাজনৈতিক জীবনের পুরস্কার হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় উধারবন্দবাসীর যেন খুশির সীমা নেই।মানুষ এক ভিন্ন উচ্ছ্বাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেতে উঠলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থকে কাছে পেয়ে। শনিবার কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দরে কণাদকে স্বাগত জানাতে ছুটে গিয়েছিল বিশাল গাড়ির কনভয়। বেলা দেড়টায় বিমানবন্দর থেকে সাংসদকে নিয়ে কনভয় শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে শালগঙ্গা, পানগ্রাম সহ বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর পর দুটো নাগাদ উধারবন্দ উত্তরপাড়ায় কণাদকে বাজাবে সংবর্ধিত করেন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা জগন্নাথ রায়, সমাজকর্মী বিপ্লব চক্রবর্তী, উধারবন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে নেপাল সিংহ, সুধাংশু দাস, রাজেন সিংহ, বিজেপি নেত্রী প্রতিমা ভট্টাচার্য, গ্রুপ মেম্বার স্বরূপ দাস, বিজেপির রাহুল দাস, মনোজ মজুমদার, রজনী চৌধুরী, রাহুল বর্মণ, সায়ন পুরকায়স্থ, শ্যামল দেব, প্রবাল চন্দ, রাজু চক্রবর্তী, মন্টু পাল, মান্না চৌধুরী, সুমিত পাল সহ অনেকে। উধারবন্দ রূপসী বাড়ি, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি স্থানেও সংবর্ধনা জানানো হয় সাংসদকে।এদিকে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কণাদ বলেন, উধারবন্দের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। সে হিসেবে তিনি নয়া গুরুদায়িত্ব পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছেন এবং আগামীতে উধারবন্দের জন্য বিশেষ কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে। পাশাপাশি বরাকের যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণেও তিনি নিজেকে উজাড় করে দিতে চান বলে জানান। যেহেতু কণাদ নিজে একজন সংস্কৃতিকর্মী, সুতরাং আগামীতে সর্বভারতীয় স্তরে সংস্কৃতি বিভাগের গুরুদায়িত্ব নিতে চান কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে কণাদ সবিনয়ে বলেন, দলীয় নেতৃত্বই এক্ষেত্রে শেষ কথা বলবেন।সাংসদ এদিন উধারবন্দের ঐতিহ্যমণ্ডিত কাচাকান্তি মন্দিরে গিয়ে দেবীকে প্রণাম নিবেদন করেন। সাংসদের সঙ্গে এদিন বিশিষ্ট বিজেপি নেতা বাসুদেব শর্মা, পুলক দেব, নীলাভ মজুমদার সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মধুরাপুর জিরো পয়েন্ট থেকে বিশাল বাইকর্যা লির মাধ্যমে সাংসদকে শিলচর নিয়ে যাওয়া হয় বলে অনেকেই মনেকরে।

বিমান দুর্ঘটনায় গাছের নিচে শুয়ে থাকা এক বালকের মৃত্যু

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন ঃ এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় গাছের নিচে শুয়ে থাকা এক বালকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।বালকটির নাম আকাশ পটনি। ওদের একটি চায়ের স্টল আছে বিজে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবনের কাছে। দুর্ঘটনার সময় ও শুয়ে ছিল স্টলের কাছে একটি গাছের নিচে। হঠাৎ, মস্ত বড় একটা ইস্পাতের চাই এসে পড়ে ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। ক্ষণিকের মধ্যে ওর মা সীতাবেন ছেলেকে বাঁচাতে ছুটে যান। ধোঁয়ার মধ্যে থেকে ওকে বার করে আনার। কিন্তু পারেননি। উল্টে অগ্নিদগ্ধ হন। সীতাবেন এখন হাসপাতালে। আকাশের আত্মীয়া চান্দাবেনকে দেখা যায় হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করতে আকাশের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য বলে মনে করা হয়।

বিমান দুর্ঘটনায় শোক জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সঞ্জয়, ৭ ঘন্টা বাদে নিজেও প্রয়াত

মুম্বই, ১৪ জুন ঃ আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবারের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডলে টুইট করেছিলেন তিনি। দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। তার কিছুক্ষণ বাদেই খবর এল তিনি, মানে সঞ্জয় নেই। বিমান দুর্ঘটনার উত্তাল খবরে সঞ্জয় কপুরের মৃত্যুর মাত্রা কিছুটা কমে গেলেও বলিউডের একাংশ বেশ মুষড়ে পড়ে।২০০৩ সালে করিশ্মার সঙ্গে বিয়ের পর দুই সন্তানের জনক হন। প্রায় ১১ বছর হল আইনি বিচ্ছেদ হয় সঞ্জয়ের। ২০১৬ সালে মডেল প্রিয়া সচদেবকে বিয়ে করেন তিনি। বৃহস্পতিবার সঞ্জয় দিব্যি পোলো খেলছিলেন। হঠাৎ একটা মৌমাছি গলায় ঢুকে যায় তাঁর। চেষ্টা করে সেটা বার করতে না পারায় ঘাবড়ে যান, বিচলিত হয়ে যান। মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পানে তিনি। চিকিৎসা করার কোনও সুযোগ দেননি সঞ্জয়।চিকিৎসকদের কথায়, বিষক্রিয়ার কারণেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন সঞ্জয় কাপুর। তারপরই চোখের নিমিষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।বৃহস্পতিবার রাত থেকেই করিশ্মার বাড়ির সামনে ছবি-শিকারিদের ভিড়। কাঁদো কাঁদো মুখে গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঢুকে গেলেন করিনা কপুর। থমথমে মুখ নিয়ে করিশ্মার বাড়িতে ঢোকেন মালাইকা আরোরা, সইফ আলি খানেরা। তারকাদের ভিড় সামলাতে রাত থেকেই করিশ্মার বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরা।বিচ্ছেদ হলেও, দেখা সাক্ষাৎ ছিল দুজনের। প্রাক্তন স্বামীর এমন মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে ভেঙে পড়েছেন করিশ্মা। অবাঞ্ছিত ঘটনা রুখতে শুক্রবারও বেশ কিছু পুলিশকর্মীকে পাহারা দিতে দেখা যায়। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেননি করিশ্মা, এমনকি কোনও বিবৃতিও দেননি।

বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড় তারকা স্টেফিগ্রাফের জন্মদিন

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ স্টেফি গ্রাফ। বিশ্বের এই মহিলা টেনিস খেলোয়াড় জন্মেছিলেন আজকের দিনে (১৪ জুন, ১৯৬৯) পশ্চিম জার্মানির বাডেন-ভুর্টেমবার্গের মানহেইমে। একসময় তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ও সেরা টেনিস খেলোয়াড়ের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ১৯৮০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত মহিলাদের টেনিসে একচেটিয়া প্রাধান্য দেখিয়েছেন। তিনি সর্বমোট ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম এককের শিরোপা জয় করেন। ১৯৮৮ সালে টেনিস ইতিহাসে মহিলা-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড়রূপে এক ক্যালেন্ডার বছরে চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম এককের শিরোপাসহ অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ের বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।ওম্যান'স টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউটিএ) পক্ষ থেকে প্রদত্ত র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি এপ্রিল, ১৯৮৭ থেকে মার্চ, ১৯৯১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১৮৬ সপ্তাহ বিশ্বের ১ নম্বর স্থানের অধিকারী ছিলেন স্টেফি, যা আজ পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে আছে। এছাড়া তিনি বছর শেষে শীর্ষস্থানে ছিলেন আটবার। তিনি ১০৭ বার এককে শিরোপা জিতে তৃতীয় স্থানে আছেন। কেবলমাত্র ডব্লিউটিএ'র সর্বকালের সেরাদের তালিকায় তার সামনে আছেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (১৬৭ শিরোপা) ও ক্রিস এভার্ট (১৫৭ শিরোপা)। ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক টেনিসের হল অব ফেমে প্রবেশ করেন স্টেফিগ্রাফ।১৯৯৯ সালের উইম্বলডন ফাইনালে পরাজয়ের পর বিশ্বের ৩ নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে টেনিস জীবন থেকে অবসর নেন স্টেফি গ্রাফ।

কুলতলিতে বাঘের পায়ের ছাপ, আতঙ্ক

কুলতলি, ১৪ জুন ঃ ফের বাঘের পায়ের ছাপে আতঙ্ক ছড়াল কুলতলিতে। শনিবার সকালে কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রামের কাছে নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান বলে এলাকার বাসিন্দারা। রাতে এলাকায় বাঘ এসেছিল বলেই দাবি তাঁদের। খবর পেয়ে তল্লাশি শুরু করেছেন বনকর্মীরা। এর আগেও ২৯ মার্চ কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি গ্রামে বাঘের আতঙ্ক দেখা দেয়। শনিবার রাতে মাতলা ও মাকড়ি নদীর সংযোগস্থল পেরিয়ে বাঘটি গ্রামে ঢুকে পড়েছিল বলে জানা যায়। বাঘটিকে প্রথমে দেউলবাড়ি গ্রামের এক মসজিদী দেখতে পান। সেটি ধানক্ষেতে ঘোরাঘুরি করছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। বাঘের পায়ের ছাপও মিলেছে বলে মনে হয়।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়িতে ভাঙচুর, তীব্র নিন্দা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ-র

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ নৈরাজ্যের বাংলাদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত তাঁর পৈতৃক ভিটে ' কাছারিবাড়িতে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভারত ও বাংলাদেশে। সেই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়।এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ। সংগঠনের সভাপতি ডঃ সরূপ প্রসাদ ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত-র তরফে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, যাঁর রচিত গান এখনও দুই প্রতিবেশী দেশের জাতীয় সঙ্গীত, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশের পৈতৃক বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা।একদল উন্মত্ত জনতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে । আমরা এই জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি । এই হিংসাত্মক হামলা তাঁর স্মৃতির প্রতি অবমাননা। নোবেল জয়ী সাহিত্যিকের সর্বজনীন দর্শন, শিক্ষা, বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর শাহজাদপুরের জমিদারি ১৯৪০ সালে কিনে নিলে ওই বাড়িটি ঠাকুর পরিবারের হাতে আসে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রায়শই সেখানে গিয়ে উঠতেন। সেই বাড়িতে হামলার ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। এই ঘটনার আঁচ এসে পড়েছে সীমান্তের এপারেও। 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ' এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত এই কাছারি বাড়ি বর্তমান বাংলাদেশ তথা অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র। ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত দোতলা বাড়িটি দেখতে প্রতিদিন বহু মানুষ হাজির হন। সেই ঐতিহ্যবাহী কাছারি বাড়িতে হামলা করার অর্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার পরিবারের সমস্ত গুণী মানুষ এবং আপামর বাঙালিকে চূড়ান্ত অপমান করা।এরইসঙ্গে অবিলম্বে দোষীদের সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য বাংলাদেশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করে 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ'। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কাছারি বাড়ি দ্রুত মেরামত করার এবং সেখানে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্যও আবেদন করেছে সংস্কার ভারতী।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে রক্তদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৪ জুন ঃ শনিবার বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। প্রতি বছর ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস পালিত হয়। রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করা এবং রক্তদান সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপনের অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে রক্তদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব জানান, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস অনুপ্রাণিত করে যে, রক্তদান মহান দান, এটি জীবনদান... রক্তদান মূল্যবান জীবনের জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে আমি সমস্ত রক্তদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানবতার জন্য অতুলনীয় সেবা করছেন বলে মনে করেন অনেকেই।

বর্ধমান-খানা সেকশনে দুটি ট্রেন রবি ও সোম বন্ধ

কলকাতা, ১৪ জুনঃহাওড়া ডিভিশনে বর্ধমান-খানা সেকশনে খানা স্টেশনে যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণের (নন ইন্টারলকিং প্রোগ্রাম) জন্য দুটি ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হবে।পূর্ব রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়ে লেখা হয়েছে, ৬৩৫০৫ বর্ধমান - আসানসোল মেমু এবং ৬৩৫১২ আসানসোল - বর্ধমান মেমু উভয়ই রবি এবং সোমবার বাতিল থাকবে বলে মনে করা হয়।

রায়নায় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন, জখম ৪

রায়না, ১৪ জুন ঃ শনিবার সকালে রায়নার সেহেরাবাজারে একটি দোকানে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করে আগুন। সেই অগ্নিকাণ্ডে ৪ জন জখম হন। বর্ধমান মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন তাঁরা।জানা গেছে, খবর পেয়ে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। এলাকাবাসী এবং পুলিশ একসঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তারাই আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে মনে করা হয়েছে আজই।

ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন, চিকিৎসক শান্তনু সেনকে নোটিশ জারি মেডিকেল কাউন্সিলের

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ লেটারহেডে এফআরসিপি (গ্লাসগো) ডিগ্রি ব্যবহারের কারণ দর্শানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ তথা চিকিৎসক ডঃ শান্তনু সেনকে নোটিশ জারি করেছে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল। শুক্রবার রাতে প্রকাশিত এই নোটিশে কাউন্সিল অভিযোগ করেছে, এই ডিগ্রি ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলে নিবন্ধিত নয় এবং তা সত্ত্বেও, ডাঃ সেন তাঁর নামের সঙ্গে এই ডিগ্রি ব্যবহার করছেন, যা রোগী এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে।মেডিকেল কাউন্সিলের নোটিশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল আইনের ধারা ২৬ এর অধীনে যেকোনও মেডিকেল ডিগ্রির নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। নোটিশ অনুসারে, ডাঃ সেন তাঁর লেটারহেডে এফআরসিপি(গ্লাসগো) ডিগ্রি উল্লেখ করলেও তিনি স্পষ্ট করেননি যে এই ডিগ্রি কেবলমাত্র একটি 'ডিপ্লোমা অফ ফেলোশিপ'। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কাউন্সিল ২১ দিনের মধ্যে ডাঃ সেনের কাছ থেকে লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে। প্রয়োজনে তাঁকে কাউন্সিলের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়েছে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত জবাব না পাওয়া যায় বা উপস্থিত না হন, তাহলে কাউন্সিল একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।যদিও ডাঃ শান্তনু সেন এই মামলার সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং শত্রুতার' ফল বলে তিনি অভিহিত করেন। শনিবার তিনি বলেন, আমি কোনও ভুল করিনি। আমার বিরুদ্ধে নেওয়া এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ অনৈতিক। আমি ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে সবকিছু স্পষ্ট করেছি। ২১ দিনের সময়সীমার আগে আমি প্রমাণ করব যে এই অভিযোগ কেবল ব্যক্তিগত শত্রুতার ফলাফল।

খাতড়ায় মন্ত্রীর স্বামীকে ' বেধড়ক মার', শান্তনু সিংহ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, গ্রেফতার ৫

বাঁকুড়া, ১৪ জুন ঃ ভরা বাজারে খোদ মন্ত্রীর স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার খাতড়া শহরে শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।শুক্রবার রাতে খাতড়ার কাছে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডি। ঘটনার পরেই স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও পুলিশ গিয়ে তুহিন মান্ডিকে উদ্ধার করেন। পরে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে তাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।রাতেই তুহিন মান্ডি পুলিশের কাছে স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ৫ জন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে।জ্যোৎস্না মান্ডি বলেন, অন্যান্য দিনের মতোই আমার স্বামী শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ খাতড়ার কারালি মোড়। দাসের মোড় এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময়েই তার উপরে স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহের নেতৃত্বে ১৫-১৬ জন আতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করে।তাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। আমার স্বামী রাজনীতি করেন না।উনি একজন সরকারি কর্মী। তারপরেও বিজেপির দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে আমাকে টার্গেট করেই আমার স্বামীর উপর এই ঘৃণ্য হামলা চালিয়েছে।

অনলাইনে পুরোনো গাড়ি কিনতে গিয়ে ৫.৯০ লক্ষ টাকার প্রতারণা

শিমলা, ১৪ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশে অনলাইনে পুরোনো গাড়ি কেনার সময় প্রতারণার অভিযোগ। জানা গেছে, শিমলার মহসু গ্রামের বাসিন্দা শিবলাল অনলাইনে একটি পুরোনো গাড়ি কেনার জন্য ৫,৯০,৬০৯ টাকা প্রবীন কুমার নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেন। কিন্তু অভিযোগ, টাকা পাওয়ার পর অভিযুক্ত গাড়ি না পাঠিয়ে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করে।শিবলাল মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে পুলিশ অভিযুক্তের

রাশিফল

মেষঃ প্রেম জীবন উত্তেজনায় ভরা থাকবে, আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনি আনন্দে ভরা সন্ধ্যা কাটাবেন। আনন্দে ভরপুর কোনও ব্যক্তি আপনার প্রিয়তমের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে, এমনকি আপনি আজ অনেক টাকা রোজগার করবেন।

বৃষঃ ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে । গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে।

মিথুনঃভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।

কর্কটঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে। দিনের পরের দিকে ফাটকা জাতীয় কাজকর্ম করলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। সংক্ষেপে বললে, আর্থিক দিক আপনার ভালো যেতে পারে।

সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে।

কন্যাঃকোনও সামাজিক জমায়েতে আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু মজার মুহূর্ত কাটাতে পারেন।

তুলাঃসম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজাড় করে দিতে চাইবেন।

বৃশ্চিকঃ ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। জটিল পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

ধনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।

মকরঃএই রাশির জাতকদের আজ সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা প্রেমের সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না । সম্পর্ক মজবুতীকরণের জন্য আপনি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন । আজ আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো নয় । জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে ।

কুম্ভঃ আজ আপনি অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য চিন্তিত থাকবেন । কিন্তু কাজ করলে তবেই ফল পাবেন, চিন্তা করে নয় এটা মাথায় রেখে কাজের দিকে মন দিন । আজকে দলগত কার্যকলাপের জন্য আদর্শ দিন । আপনার বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাকুল আগ্রহ অফিসে প্রশংসিত হবে । যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে সেগুলি হয়ত আপনি এড়িয়ে চলবেন ।

মীনঃ আজকে একটি আবেগঘন দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আপনার মেজাজ ভালো রাখার জন্য আপনার প্রিয়তম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন । আর্থিক পরিস্থিতি ভালো করার জন্য পদোন্নতি বা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবনা চিন্তা করার এটি ভালো সময় । ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করবেন, যাতে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারেন । ইন্টারভিউয়ের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে জারি অস্বস্তিকর আবহাওয়া। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। মঙ্গলবার ও বুধবার এই বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি থাকবে। আবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলি যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। যদিও, বর্ষা প্রবেশ করে গেলেও প্রবল বৃষ্টি নেই উত্তরে। যার জেরে কিছুটা হলেও দিনের বেলা তাপমাত্রার পারদ উর্দ্ধমুখী। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

কালীপুজোর রাতে দু'জনকে চপার দিয়ে কোপ, অভিযুক্ত এখনও অধরা

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক ঃ কালীপুজোর রাতে হাওড়ার ঘুসুড়িতে দু'জনকে চপার দিয়ে কোপ মারার ঘটনায় অভিযুক্ত এখনও অধরা, প্রশ্ন আক্রান্তদের পরিবারের। হাওড়ার ঘুসুড়ির এইচআইটি পার্ক এলাকায় কালীপুজোর রাতে ওই ঘটনা ঘটে। দু'জনকে চপার দিয়ে কোপ মারার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, প্রায় এক সপ্তাহ পরেও অভিযুক্তের খোঁজ মেলেনি। উত্তর হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানার ঘুসুড়ি এইচআইটি পার্ক এলাকায় গত সপ্তাহে ছিল ওই কালীপুজো। সেই উপলক্ষে ওইদিন খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়েছিল। তখনই জ্যোতির্ময় নামের এক যুবকের সঙ্গে এলাকার যুবকদের বচসা বাধে। অভিযোগ, তখনই রাহুল সিং ও আকাশ সরকার নামের দুই যুবককে চপার দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায় জ্যোতির্ময়। দু'জনেই গুরুতর জখম হন। কিন্তু ঘটনার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পুলিশ অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মারামারির ঘটনা ঘটেছে। দু'পক্ষের বিরুদ্ধেই অভিযোগ হয়েছে। কেস পাল্টা কেস হয়েছে। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কাজের প্রলোভন দেখিয়ে যুবককে অপহরণের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, সিঙ্গুর হুগলি ঃ শেখ মাফুজ (২৪) নিখোঁজ হওয়ার পরে তাঁর মা সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার মাফুজকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় চার অভিযুক্তকে। তবে আরও দুজন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। পুলিশ তাদের খুঁজছে। সোনার দোকানে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে যুবককে অপহরণের অভিযোগ। চাওয়া হয় মুক্তিপণও। ঘটনাটি হুগলির সিঙ্গুরের কামারকুণ্ডু হোসেনপুর এলাকার। হুগলি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কৃষাণু রায় জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা শেখ মাফুজের পূর্ব পরিচিত। সোনার দোকানে কাজ দেওয়ার নাম করে তাঁকে হরিপালের গজারমোর এলাকায় ডাকা হয়েছিল। এর পরে তাঁকে অপহরণ করে হরিপালের কামরাজপুর এলাকায় নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। সেখানেই তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এর পরে তাঁর মা সাহেনারা বেগমের কাছে ৮ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সাহেনারা। অভিযোগ পেয়ে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। যে মোবাইল নম্বর থেকে সাহেনারা বেগমের কাছে মুক্তিপণের দাবি করে ফোন এসেছিল, পুলিশ সেটি ট্র্যাক করা শুরু করে। হরিপাল থানায় সেই মোবাইলের লোকেশন মেলে। এর পরে হরিপাল থানার সহযোগিতায় সেখানকার কামরাজপুর এলাকায় পৌঁছয় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। একটি মাঠের ধারে নির্জন জায়গা থেকে শেখ মাফুজকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, এর পরেই সেখান থেকে শেখ শরিফ, শেখ নঈম, শেখ জাহাঙ্গীর ও শেখ হালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রত্যেকেরই বাড়ি হরিপাল থানা এলাকায়। পুলিশ সেখান থেকে একটি বাইকও উদ্ধার করেছে। অভিযুক্তদের এর আগে কোনও ক্রাইম রেকর্ড রয়েছে কি না সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। শুক্রবার এই চারজনকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে চন্দননগর মহকুমা আদালত।

কাজের প্রলোভন দেখিয়ে যুবককে অপহরণের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, ভাটপাড়া ঃ ভাটপাড়া পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত জগদ্দল এর অকল্যান্ড জুট মিল হঠাৎ বন্ধ করে দিল মালিক কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে বেশ কিছুদিন ধরে ওই মিলে মালিকপক্ষের সাথে গন্ডগোল হচ্ছিল শ্রমিকদের একাংশের। জানা গেছে আজ সকালে আচমকা ওইমিলের কর্তৃপক্ষ শংকর তরফদার কে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের একাংশের বিরুদ্ধে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেলা গরাতেই কাজে যোগ দেওয়া শ্রমিকদের মিল থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেই শ্রমিকরা বলেন, শুনেছি মিলে মারপিট হয়েছে তার যেই সম্ভবত কর্তৃপক্ষ মিল বন্ধ করে দিয়েছে। এর বাইরে আর কিছু বলতে পারব না। অন্যদিকে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং বলেন, জুট শিল্প পুরোপুরি শেষ করে দিতে চাইছে এই সরকার। তাই প্রত্যেকটা মিলে জুলুমবাজি চালাচ্ছে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই মিলের সাহেবকে আজ মারধর করা হয়েছে। এলাকার কাউন্সিলরের ছেলে তার দলবল নিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসে ঢুকিয়ে ওই সাহেবকে মারধর করেছে। পুলিশ কোন কাজ করছে না।

ঝাড়গ্রামে অনাথ আশ্রমে হাতির হানা, আতঙ্কে শিশু-কিশোররা

দুরন্তবার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ জুন ঃ ঝাড়গ্রামের লালগড় সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত একটি অনাথআশ্রমে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হঠাৎ করে হাতির দল হানা দেয়। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা চিৎকার আর হইচইয়ে ভেঙে পড়ে মুহূর্তেই। বিশালাকৃতি বন্য হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশ্রমের শিশু-কিশোরদের মধ্যে। ঘুম ভেঙে যায় অনেকের। বহু শিশু চিৎকার করে কান্না শুরু করে দেয়। ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মানসিকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আশ্রমের শিশুরা। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার অন্তর্গত ধামশোল গ্রামের এক অনাথ আশ্রমে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই অনাথআশ্রমে প্রায় চল্লিশ জন শিশু ও কিশোর থাকে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই অনাথ, আবার কারও বাবা-মা ছেড়ে গিয়েছেন বা নিরুদ্দেশ। বহু বছর ধরে ওই আশ্রমটি পরিচালিত হয়ে আসছে এলাকারই এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তত্ত্বাবধানে। বৃহস্পতিবার রাতে আশ্রমের বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পর আনুমানিক রাত দু'টো নাগাদ আশ্রম চত্বরে হঠাৎ একাধিক হাতি ঢুকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মোট তিনটি হাতি আশ্রম চত্বরে ঢোকে। প্রথমে তারা আশ্রমের রান্নাঘরের দিক থেকে ঢুকে পড়ে। তখন আশ্রমের বেশিরভাগ শিশু ঘুমিয়ে থাকলেও রান্নাঘরের পাশের ঘর থেকে কয়েকজন বাচ্চা শব্দ পেয়ে উঠে বসে। হাতিগুলি খাবারের গন্ধ পেয়ে আশ্রমের রান্নাঘরে রাখা চাল, আলু, পেঁয়াজ, বিস্কুটের প্যাকেট, এমনকি শুকনো খাবার লুঠ করে। এক হাতি আশ্রমের ভাঙা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বাকি দুটি ভেতরে ঢুকে বেশ কিছু সময় তাণ্ডব চালায়। হাতিদের তাণ্ডবের ফলে রান্নাঘরের সামনের টিনের চালা ভেঙে পড়ে। একটি কাঠের আলমারি উলটে যায়। দেয়াল ও দরজার একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিশুদের ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় তারা রক্ষা পেয়েছে, তবে অনেকেই আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করে। তৎক্ষণাৎ আশ্রমের দুই কর্মী বাইরে এসে হাতিগুলিকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু হাতির সামনে কিছুই করার ছিল না তাঁদের পক্ষে। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা লাঠি, জ্বলন্ত টর্চ ও ধোঁয়া দিয়ে হাতিগুলিকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন। ঘটনার পরেই খবর দেওয়া হয় বনদফতরে। বনকর্মীরা রাত তিনটে নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, ওই অঞ্চল সংলগ্ন জঙ্গলে সম্প্রতি হাতির চলাফেরা বেড়ে গিয়েছে। খরা এবং খাদ্যাভাবের কারণে জঙ্গলের হাতির দল এখন প্রায়শই লোকালয়ে চলে আসছে। আশ্রমের আশেপাশে খাদ্য মজুত ছিল বলে হাতির দল সেখানে ঢুকে পড়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। বন দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই বছর বর্ষা দেরিতে শুরু হওয়ায় জঙ্গলের বহু অংশে এখনও ঘাস ও ফল-পাতার ঘাটতি রয়েছে। হাতিরা তাই লোকালয় লক্ষ্য করছে খাদ্যের সন্ধানে। ধামশোল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি জঙ্গল ঘেঁষা হওয়ায় প্রায়ই হাতির দল নেমে আসে। তবে কোনও অনাথআশ্রমে এমন হামলার ঘটনা বিরল এবং তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। তাঁরা আশ্রম কর্তৃপক্ষকে জানান, সামনে আরও কয়েকদিন সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ওই দলটি আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। ঘটনার পর আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানান, শিশুদের অনেকেই আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কয়েকজনের জ্বর এসেছে। মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্ত। আশ্রমের এক শিক্ষিকা জানান, 'হঠাৎ রাতের অন্ধকারে এমন কাণ্ড ঘটবে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এখনও পর্যন্ত কেউ আহত না হলেও শিশুরা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। আমরা ওদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছি।' স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং বন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। আশ্রমের শিশুদের খাবার ও প্রাথমিক ওষুধপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন আশ্রমের ক্ষয়ক্ষতির নিরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, আশেপাশে হাতির চলাচলের রাস্তায় নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, হাতির দলটিকে জঙ্গলের আরও গভীরে ফেরত পাঠানোর জন্য বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, এই সময়ে হাতিরা অত্যন্ত চঞ্চল ও আক্রমণাত্মক হয়, তাই কোনওরকম উসকানি না দিতে এলাকাবাসীকে অনুরোধ করা হয়েছে। বনদপ্তর রাতের দিকে টহল ও নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে, বিশেষত শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে। প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রাম জেলায় গত কয়েক বছর ধরে হাতির আক্রমণ একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফসল নষ্ট, বাড়িঘর ভাঙচুর এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। যদিও বন দপ্তর একাধিকবার হাতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে, বাস্তবে তা কার্যকর কতটা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই অনাথআশ্রমের ঘটনা আরও একবার সেই বিতর্ককে সামনে এনে দিয়েছে। জেলাবাসীর একাংশ মনে করছেন, শুধু বন দপ্তরের উপর দায় চাপিয়ে ছাড়লে চলবে না, বরং জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে সচেতনতা, দ্রুত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ও বিকল্প খাদ্য সংস্থান ছাড়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় মানুষজন যথেষ্ট চিন্তিত। তারা চাইছেন, দ্রুত এমন ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। আশ্রমের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের কাজ চলছে। বনদপ্তর আশ্রম প্রাঙ্গণে রাত জাগা প্রহরার ব্যবস্থা করেছে এবং হাতির চলাচলের সম্ভাব্য রাস্তায় নজর রাখছে। তবে আতঙ্ক কাটেনি এখনও। শিশুরা এখনও রাত্রি হলে চমকে উঠছে, ভয় পাচ্ছে। এই ঘটনা শুধুমাত্র একটি বন্যপ্রাণীর হানার নয়, বরং শিশুদের মনে এক গভীর মানসিক দাগ ফেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

উঃ ২৪ পরগনায় হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে কৃতিদের সংবর্ধনা

দুরন্তবার্তা, বিরাটী ঃ বিরাটী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় নিমতা ডাক্তার বাগান মিলন নগর দ্বিতীয় বাই লেনে দলীয় কার্যালয়ে এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হিন্দি প্রকোষ্ঠের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চেয়ারম্যান অশোক শর্মা, দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অমিত গুপ্তা, বারাসত জেলার হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি পুষ্পিতা শর্মা, উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস, জেলা মহাসচিব রবি শর্মা, সহ সভাপতি নির্মলা রায়, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ওয়েলফেয়ার কমিটির কনভেনার প্রদীপ আঢ্য সহ হিন্দি প্রকোষ্ঠের জেলা নেতৃত্বরা। কৃতি পড়ুয়াদের একটি গোলাপ ফুল, কলম এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয় এদিন। এদিন প্রায় তিন শতাধিক ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করা হয়। পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস কৃতি পড়ুয়াদের আগামীর ভবিষ্যত কামনা করে বলেন তোমরা আরও বড় হয়ে দেশের ও বাংলার মুখ উজ্জ্বল কর। কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনার পাশাপাশি তাদের রত্নগর্ভা মায়েদের সম্মানিত করবার জন্য প্রস্তাব রাখেন সংগঠনের কাছে।

বিশ্ব রক্তদান দিবসে জয়নগর ও কুলতলিতে রক্তদান শিবির

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ শনিবার ছিলো বিশ্ব রক্তদান দিবস।আর এই দিনটিকে সামনে রেখে গরমে রক্তের সংকট মেটাতে এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের শরৎ দও রোডে গোলাবাটি জনকল্যাণ সংঘের উদোগে এক রক্তদান উৎসব হয়ে গেল।যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, তৃনমূল জয়হিন্দ বাহিনীর জেলার সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কাউন্সিলার নবগোপাল গাঙ্গুলি,উওর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি লস্কর,উপপ্রধান সাহারুল গাজী, উওর দুর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ ব্যানার্জী, অঞ্চল যুব সভাপতি রুপম লস্কর, শামসুল লস্কর সহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্যগন।বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় এদিন দুই শতাধিক মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসেন।তবে তীব্র তাপদহের মাঝেই এদিনের এই শিবিরে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন।অন্যদিকে এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের মনিরতট সীমানা বাজারে মনিরতট অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল। যার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল সহ আরো অনেকে।

দমদমে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে পানশালা ম্যানেজার

দুরন্তবার্তা, দমদম, ১৪ জুন ঃ পানশালায় মদ্যপান নিয়ে বচসা, তার জেরেই পানশালার ম্যানেজারকে গুলি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রুদ্র নামে পানশালার ম্যানেজার। সূত্রের খবর, গতকাল মধ্যরাতে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে এক পানশালায় মদ্যপান করছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বিটু দাস নামে এক দুষ্কৃতি। সেই সময় পানশালার ম্যানেজারের সাথে তার বচসা বাধে। এরপরেই তাকে পানশালা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপরেই বিটু আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে এবং সেই মূহুর্তে পানশালার ম্যানেজার রুদ্র পানশালা থেকে বেরিয়ে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আসতেই তাকে লক্ষ্য করে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে রুদ্র নামে ওই দুষ্কৃতি। এরপরেই চম্পট দেয় সেখান থেকে সে। ঘটনার খবর পেয়েই পৌছায় দমদম থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি পুলিশ পানশালার ম্যানেজারকে আশঙ্কাজনক উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর, ঘটনায় ২ থেকে ৩ রাউণ্ড গুলি চলে। এই ঘটনায় বিটুর এক আত্মীয় সহযোগীকে আটক করেছে দমদম থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে। তাকে হেফাজতে নিয়ে বিটুর সন্ধান চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তীব্র দাবদাহে ডাব ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি

দুরন্তবার্তা, উত্তরবঙ্গ, ১৪ জুন ঃ পানশালায় মদ্যপান নিয়ে বচসা, তার জেরেই পানশালার ম্যানেজারকে গুলি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রুদ্র নামে পানশালার ম্যানেজার। সূত্রের খবর, গতকাল মধ্যরাতে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে এক পানশালায় মদ্যপান করছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বিটু দাস নামে এক দুষ্কৃতি। সেই সময় পানশালার ম্যানেজারের সাথে তার বচসা বাধে। এরপরেই তাকে পানশালা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপরেই বিটু আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে এবং সেই মূহুর্তে পানশালার ম্যানেজার রুদ্র পানশালা থেকে বেরিয়ে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আসতেই তাকে লক্ষ্য করে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে রুদ্র নামে ওই দুষ্কৃতি। এরপরেই চম্পট দেয় সেখান থেকে সে। ঘটনার খবর পেয়েই পৌছায় দমদম থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি পুলিশ পানশালার ম্যানেজারকে আশঙ্কাজনক উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর, ঘটনায় ২ থেকে ৩ রাউণ্ড গুলি চলে। এই ঘটনায় বিটুর এক আত্মীয় সহযোগীকে আটক করেছে দমদম থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে। তাকে হেফাজতে নিয়ে বিটুর সন্ধান চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ভোটের দিন পুলিশ নামবে, কিভাবে ঠান্ডা করতে হয় দেখিয়ে দেবো ঃ হুংকার শুভেন্দুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নদীয়াঃ আগামী ১৯ শে জুন নদীয়ার কালিগঞ্জ বিধান সভায় উপনির্বাচন, আর শুক্রবার নদীয়ার কালিগঞ্জে একাধিক নির্বাচনী কর্মসূচীতে যোগ দিতে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিকেলে দেবোগ্রাম গো-হাট এলাকায় নির্বাচনী কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের সাথে প্রথমে আলোচনা সভা য় যোগ দেয়। পরবর্তীতে বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে দুর্গাদাস সরলাবালা উচ্চ বিদ্যালয়ে জনসভায় যোগ দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি সভায় বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারন মানুষের কাছে আবেদন করেন সিপিএম কংগ্রেস জোটকে ভোট দিয়ে নষ্ট না করে তৃণমূলকে হারাতে গেলে বিজেপিকে ভোট দিন। পাশাপাশি তৃণমূলের প্রার্থী আলিফা আহমেদ আহমেদ ও তার প্রয়াত বাবা বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ কৃষ্ণনগরে ওয়াকাপের জমি চুরি করেছে। এদিন শুভেন্দু জানান আমাদের লড়াই, দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের ব্যাবহার করছে, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন ভোটের দিন পুলিশ নামবে, ওদের,পুলিশ ছাড়া উপায় নেই। ভোটের দিন যদি আটকায় আমাকে জানাবেন, উত্তর প্রদেশের মতো কিভাবে ঠান্ডা করতে হয়, আমরা দেখিয়ে দেবোদ এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন নোংরা মানুষ বলেও কটাক্ষ করতে শোনা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। এদিনের নির্বাচনী সভায় শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পার্থসারথী চ্যাটার্জি, জেলা সভাপতি, অর্জুন বিশ্বাস, বিজেপি প্রার্থী সহ অনেকে।

তৃণমূল শীর্ষ কর্তদের নির্দেশে বোলপুরে জোরদার হচ্ছে সংগঠন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর ঃ বীরভূমের তৃণমূল রাজনীতিতে এক সময়কার অত্যন্ত পরিচিত নাম আনুব্রত মণ্ডল। গরু পাচার মামলায় গ্রেফতারির পর দীর্ঘদিন ধরে তিনি কার্যত রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর জামিন পাওয়ার পর ফের বীরভূমের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই জোরদার হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। এই পরিস্থিতিতে দলীয় উচ্চ নেতৃত্ব এবার নির্দেশ দিল; বোলপুরে তৃণমূলের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে আনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখ একসঙ্গে কাজ করবেন। দুই নেতার সমন্বয়ে যেন দলের ভিত মজবুত হয়, সেদিকেই জোর দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, সম্প্রতি দলের অভ্যন্তরীণ একটি বৈঠকে বীরভূম জেলা তৃণমূলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক রাজ্যস্তরের নেতা, যাঁরা বোলপুর, সাঁইথিয়া, লাভপুর, ইলামবাজার, নানুর প্রভৃতি এলাকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। সেই বৈঠকে ঠিক হয়, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বীরভূমে দলীয় সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে হবে। এই লক্ষ্যে আনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখ;এই দুই নেতার মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উল্লেখ্য, কাজল শেখ বর্তমানে বোলপুরে তৃণমূলের অন্যতম মুখ। তাঁর প্রভাবশালী অবস্থান এবং আনুব্রতের পূর্বতন সংগঠনিক দক্ষতা এই দুইকে মিলিয়ে দল যে আবার শক্তভাবে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, তা স্পষ্ট। যদিও কিছুদিন আগেও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছিল যে, কাজল শেখ ও আনুব্রত মণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ ভালো নয়। কিন্তু এবার দলীয় স্তর থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগত মতানৈক্য ভুলে দলীয় স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দলের এক সিনিয়র নেতা বলেন, 'বীরভূমে আনুব্রত মণ্ডল একসময় সংগঠনের স্তম্ভ ছিলেন। এখন তিনি বাইরে এসেছেন। আর কাজল শেখ গত কয়েক বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই দুই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। যাঁরা দলকে ভালোবাসেন, তাঁরা নিজেদের স্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থকে বড় করে দেখবেন, সেটাই প্রত্যাশা।' বীরভূম জেলা তৃণমূলের বর্তমান সভাপতি ক্যানভাসে অবশ্য কোনও পরিবর্তনের কথা এখনও স্পষ্ট হয়নি, তবে আনুব্রতের সক্রিয়তা যে বাড়ছে, তা ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন সভা ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে। জামিনে মুক্তির পর তিনি প্রথমেই নিজের পুরনো ঘাঁটি বোলপুরে যান এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দেন, 'দল যেটা বলবে, সেটাই করব। আমি এখনও তৃণমূলেই আছি এবং থাকব।' তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল, তবে কি আনুব্রত ফের পুরনো ভূমিকায় ফিরছেন? এদিকে কাজল শেখও সংবাদমাধ্যমে জানান, তিনি দলীয় নির্দেশ মেনে চলেন এবং সকলের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য একটাই; বীরভূমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করা। এখানে কারও ব্যক্তিগত মতামত বড় নয়। আনুব্রতদা দলের পুরনো নেতা। আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে কোনও আপত্তি দেখি না।' এই বক্তব্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে দলের নির্দেশ অনুযায়ী দুই নেতা মিলে নতুন পথচলা শুরু করতে রাজি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সমঝোতা তৃণমূলের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বীরভূম একসময় তৃণমূলের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা ভাঁটা পড়েছে সংগঠনে, বিশেষত আনুব্রতের অনুপস্থিতির সময়ে বিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি শক্তি বাড়াতে শুরু করে। সেই জায়গা পূরণ করতেই হয়তো তৃণমূল চাইছে আনুব্রতকে আবার সামনে নিয়ে আসতে। একই সঙ্গে কাজলের সাংগঠনিক দাপট এবং নতুন প্রজন্মের সংযোগ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দলীয় মাটিকে আরও পোক্ত করা হচ্ছে। তবে এই সমন্বয়ের পথে চ্যালেঞ্জও কম নয়। একদিকে আনুব্রতের বিরুদ্ধে এখনও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চলছে, অন্যদিকে দলের অন্দরে একাংশ তাঁর সক্রিয়তা নিয়ে দ্বিধাবোধ করছে। তা সত্ত্বেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে তাঁর সঙ্গে কাজ করার কথা বলেছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে চাইছেন পুরনো নেতাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করতে। এছাড়াও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকে সংগঠনকে পুনর্গঠনের কাজও শুরু হয়েছে। গ্রামসভা, বুথ কমিটি এবং পাড়াভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে আবার মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। এই উদ্যোগে আনুব্রত এবং কাজল শেখ উভয়েই উপস্থিত থাকছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। স্থানীয় স্তরের তৃণমূল কর্মীরাও এই সমঝোতায় আশাবাদী। তাঁদের মতে, দুই নেতার মধ্যে সমন্বয় হলে বীরভূমে আবার তৃণমূলের জয়যাত্রা শুরু হতে পারে। একজন পুরনো সংগঠক আর অন্যজন বর্তমানের তরুণ মুখ; এই যুগলবন্দিই ভবিষ্যতে তৃণমূলের সংগঠনের দিকনির্দেশ ঠিক করবে বলে মনে করছেন তাঁরা। জেলা রাজনীতির এই নবপরিকল্পিত সমীকরণ কীভাবে বাস্তবায়িত হয়, তা দেখার জন্য আপাতত নজর থাকবে দলের ঘরোয়া কর্মসূচি ও সংগঠনিক কার্যকলাপেরদিকে।তবেএটাস্পষ্টযে তৃণমূল নেতৃত্ব কোনওরকম বিভাজনের জায়গা রাখতে নারাজ। বরং সব স্তরে ঐক্য গড়ে তুলে আগামী নির্বাচনে শক্ত ভিত তৈরি করাই এখন দলের মুখ্য লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই আনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের যুগ্ম নেতৃত্বে বীরভূমে নতুন রাজনৈতিক কৌশলের সূচনা করল তৃণমূল কংগ্রেস।

নোংরা পার্টি নোংরা কাজই করবে — নদীয়ায় তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ শুক্রবার নদীয়ার কালিগঞ্জ বিধান সভা উপনির্বাচন উপলক্ষে সন্ধ্যায় জুরানপুর এলাকায় এক জনসভার ডাক দেয় বিজেপি। সেইমতো সভাস্থলে যাবার গোটা রাস্তা জুরে সকাল থেকেই বিজেপির তরফে দলীয় পতাকা সহ প্রার্থীর,প্রচারের ব্যানার, শুভেন্দু অধিকারীর কাটআউট দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। সেখানেই একাধিক জায়গায় দেখা যায় কোথাও শুভেন্দু অধিকারীর কাটআউটে তৃণমূলের পতাকা লাগানো, আবার কোথাও দেখা যায় বিজেপির প্রার্থীর প্রচারের ব্যানারে থাকা প্রাধান মন্ত্রীর মুখ তৃণমূলের পাতাকা দিয়ে ঢাকা, আর এই প্রশঙ্গে প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলকে নিশানা করে বলে নোংরা পার্টি নোংরা কাজই করবে, ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক পার্থ সারথি চ্যাটার্জি বলেন এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এখানে সভা হচ্ছে বলে শুভু নয়, ঢেখানে বিরোধীদের পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন থাকে সেখানেই তৃণমূল এই কাজ করে।

কুলতলির দেউলবাড়িতে আবার পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি ঃ আবার সুন্দরবনের কুলতলিতে বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে এবার আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হলো। লোকালয়ে আবার বাঘের আতঙ্কে গ্রামবাসীরা।শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুর পঞ্চায়েতের দেউলবাড়ি গ্রামে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামে বাঘ ঢুকেছে সন্দেহ করে তাঁরা খবর দেন কুলতলি থানায় এবং চিতুরি বিট অফিসে। খবর পেয়ে দেউলবাড়ি গ্রামে যায় চিতুরি বিট অফিসের কর্মীরা এবং কুইক টাইগার রেসকিউ টিমের কর্মীরা। বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বনকর্মীরা নিশ্চিত হন, ঝোপের মধ্যেই বাঘটি লুকিয়ে রয়েছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন,সাধারণত বছরের এই সময়ে বাঘ লোকালয়ে ঢোকে না। বনকর্মীদের অনুমান,সম্ভবত নদী পেরিয়ে বাঘটি ভুল করে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। এদিকে বাঘের উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশে পাশের এলাকা থেকে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য কুলতলি থানার পুলিশ এলাকা ঘিরে রেখেছে।বনদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে,বাঘটি যাতে লোকালয়ের ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে, তার জন্য এলাকার চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হচছে।কুলতলি থানার পুলিশ এদিন মাইকে স্থানীয় মানুষদের সতর্ক করেন। বিশেষত ঝোপ বা নির্জন এলাকায় না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।এখনো এলাকায় টহল আছেন বনকর্মী ও পুলিশ কর্মীরা।বাঘটিকে

নিরাপদে জঙ্গলে পাঠাতে তৎপর হয়েছে বনদপ্তর।তবে বারবার বাঘ লোকালয়ে আসছে কেন তা নিয়েই সন্দিহান বন দফতর।

বর্ষা আগেই রাজ্যে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

দুরন্তবার্তা, ১৪ জুন ঃ বর্ষার আগমনের ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে আবারও অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কপালে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির জন্য চাতক পাখির মতো চেয়ে রয়েছে কৃষক সমাজ, অন্যদিকে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে; বর্ষা পুরোপুরি প্রবেশ করার আগেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখীর দাপট দেখা যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ, দুই অঞ্চলেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এই অবস্থায়, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও রাজ্যবাসীকে সর্তক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও মাঝেমধ্যে মেঘ জমে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়ার এই আচমকা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এটি রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করছে এবং তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বজ্রঘাতের সম্ভাবনা। এদিকে, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পং এলাকাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত মিলেছে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ধসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সতর্কবার্তা জারি করেছে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ, জল নিষ্কাশন এবং রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়া ইত্যাদি সমস্যা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। আবহাওয়ার এই হঠাৎ রূপ বদলের ফলে কৃষিকাজেও প্রভাব পড়ছে। যেসব চাষিরা আমন ধানের চারা রোপণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন আশঙ্কিত;অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে থাকলে চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার, এখনই যদি প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, তাহলে ইতিমধ্যে চাষ করা গ্রীষ্মকালীন শস্য যেমন পাট বা গ্রীষ্মকালীন সবজি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। এক কৃষক বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম বর্ষা এসে যাবে, তাই মাঠে কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখন আবার ঝড়-বৃষ্টির কথা বলছে। বৃষ্টির দরকার আছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে যদি ঝড় ওঠে, তাহলে ফসলের ক্ষতি হবে।'কলকাতা ও শহরতলির বাসিন্দারাও প্রবল গরমের পর এই বৃষ্টির পূর্বাভাসে কিছুটা স্বস্তি পেলেও, অনেকেই উদ্বিগ্ন ঝড়ের দাপট নিয়ে। গত কয়েক দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, যা জনজীবনকে অস্থির করে তোলে। এই অবস্থায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শহরবাসীর কাছে স্বস্তি এনে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হাওয়ার পূর্বাভাসে অনেকে বাইরে বেরোতে ইতস্তত করছেন। অফিসপাড়া এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ঝড়ের সময় বাইরে বেরোনো কতটা নিরাপদ হবে, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়েছেন। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন এমনই আবহাওয়া চলবে। এরপর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করতে পারে। সাধারণত, ১০ জুনের আশেপাশেই বর্ষা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু এবছর একটু দেরিতে বর্ষা আসছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার আগে এই ধরনের প্রাক-বর্ষা ঝড়বৃষ্টি নতুন কিছু নয়, তবে অতিরিক্ত ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কা থাকায় সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর থেকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঝড়ের সময় যেন অপ্রয়োজনীয়ভাবে কেউ বাইরের খোলা তার বা বিদ্যুৎ সংযোগের কাছাকাছি না যায়। অনেক জায়গায় পুরনো গাছ বা বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ ঝড়ের সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তাই সেসব স্থান এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভা জানিয়েছে, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং কোথাও জল জমলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি দপ্তরগুলিও উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, যেহেতু বজ্রপাতের ঘটনা বেড়ে যেতে পারে, তাই জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। এছাড়াও, নদী বা জলাশয়ের ধারে ঘোরাঘুরি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের। স্কুলগুলোতেও ঝড়ের দিনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছে শিক্ষা দপ্তর। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষকেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঝড়ের সময় ঘরের ভিতরে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ, দরজা-জানালা বন্ধ রাখা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা এবং ফোনে কথা না বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠ বা বড় গাছের নিচে না দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সব মিলিয়ে বর্ষা পূর্ববর্তী সময়ে আবহাওয়ার এই রূপ পরিবর্তন একদিকে যেমন স্বস্তির বাতাস বয়ে আনছে, অন্যদিকে বাড়াচ্ছে চিন্তার ভাঁজ। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এই সময় ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাতের প্রকোপে প্রতি বছরই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তাই এবার রাজ্য প্রশাসন আগেভাগেই সক্রিয় হয়ে সর্তকবার্তা জারি করেছে এবং সমস্ত মহলে প্রস্তুতির কথা বলেছে। এখন দেখার, আগামী দিনগুলোতে প্রকৃতি কতটা অনুকূল হয়। ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ না বাড়লে বর্ষার পথ সুগম হবে, নচেৎ দুর্যোগ ও ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যাবে। আপাতত রাজ্যবাসীর একটাই প্রার্থনা; ঝড় আসুক ঠিকই, কিন্তু তা যেন না হয় প্রাণঘাতী। বর্ষা যেন এবার শান্তিপূর্ণভাবেই আসে, তবেই শান্তি মিলবে কৃষক থেকে শহরবাসী, সকলের।

৫০০ কোটির বরাদ্দের পর শুরু হল ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ, স্বস্তিতে এলাকার মানুষ

দুরন্তবার্তা, ঘাটাল ঃ বহু বছর ধরে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আটকে থাকা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ অবশেষে শুরু হল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ৫০০ কোটির বেশি অর্থ বরাদ্দের পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় বহুল প্রতীক্ষিত এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে বলে মনে করছেন জেলার সাধারণ মানুষ। ঘাটাল সহ আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতি বছর বর্ষার সময় জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়, জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতেই মাস্টারপ্ল্যান বহু বছর আগে গ্রহণ করা হলেও নানা জটিলতায় তা বারবার থমকে গিয়েছিল। সূত্রের খবর, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের প্রথম ধাপের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে মাটি পরীক্ষা, খাল সংস্কার, বাঁধ নির্মাণ, জলপ্রবাহের দিক নির্ধারণ এবং রাস্তা উন্নয়নের কাজ একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, কেশপুর, দাসপুর, পিংলা এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটি এলাকা প্রতিবছরই জলবন্দি হয়ে পড়ে। এসব অঞ্চলের নদী, বিশেষ করে শিলাবতী এবং কংসাবতী নদীর জলধারণ ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। এই মাস্টারপ্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য হল নদী এবং তার সংলগ্ন নালাগুলিকে সংস্কার করে অতিরিক্ত জল দ্রুত নদীর মূল ধারায় ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে কৃষিজমি ও বসতবাড়ি আর জলের তলায় না যায়। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পটি প্রথম প্রস্তাবিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। এরপর বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতারা এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কোনো কাজ শুরু হয়নি। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর ৫০০ কোটির বেশি অর্থ বরাদ্দ করে এই প্রকল্পের জন্য। অবশেষে সেই অর্থ ছাড় হওয়ার পর রাজ্য প্রশাসন কাজ শুরু করে দেয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম দফায় ঘাটাল শহরের আশেপাশের এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুরনো খালগুলি সংস্কার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুরসভা এলাকায় কিছু স্থানে খাল খননের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নদীর পাড় মজবুতকরণ এবং পাকা ড্রেন তৈরির কাজ শুরু হবে। একই সঙ্গে এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সচেতন করতে চালু করা হয়েছে বিশেষ প্রচারাভিযান। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে পুরসভা এবং ব্লক অফিস পর্যন্ত যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ তদারকি করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি শুনেছেন, কিন্তু কাজের কোনও অগ্রগতি চোখে পড়েনি। এখন প্রকৃত অর্থে খাল কাটা এবং মাটি পরিবহনের কাজ শুরু হয়েছে দেখে অনেকেই আশার আলো দেখছেন। ঘাটালের দাসপুর এলাকার বাসিন্দা সুভাষ পাত্র বলেন, 'প্রতিবছর আমাদের বাড়ি পাঁচ থেকে ছয় দিন জলের নিচে ডুবে থাকে। বহুবার সরকারি দফতরে গিয়ে দরবার করেছি। এবার যদি সত্যিই কাজ শেষ হয়, তাহলে আমাদের প্রজন্মের মানুষরা অন্তত একটু শান্তি পাবে।' বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাওয়ায় অনেক জায়গায় কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। যেখানে খাল খনন হচ্ছে, সেই জায়গায় জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এইসব সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। প্রয়োজনে জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বহু জায়গায় স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় কাজ এগোচ্ছে। জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের দাবি, পুরো মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন হলে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হবে। কৃষিকাজে জল জমে থাকার কারণে যে বিপুল ক্ষতি হয়, তা অনেকটাই কমে যাবে। পাশাপাশি, ঘাটাল শহরের ভিতরে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পুরসভার অন্তর্গত রাস্তাঘাট ও এলাকায় জল জমে থাকার সমস্যা দূর হবে। প্রকল্পটির কাজ তদারকি করছে রাজ্য সেচ দপ্তর ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে। সেচ দপ্তরের আধিকারিক জানান, 'কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। বর্ষাকালে কিছু অসুবিধা হলেও বর্ষার পর পূর্ণ মাত্রায় কাজ শুরু হবে। আমরা চেষ্টা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের মূল অংশ শেষ করতে।' ইতিমধ্যেই প্রকল্পের কাজের মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে বিশেষ পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও এই প্রকল্প ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর চাপ সৃষ্টি ও একাধিক চিঠির ফলেই এই অর্থ বরাদ্দ সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের সদিচ্ছার ফলেই ঘাটালবাসীর বহু বছরের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। শেষমেশ বলা যায়, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান শুধুই একটি প্রকল্প নয়, বরং এটি একটি এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বহু প্রতীক্ষার পর প্রকল্পের বাস্তব কাজ শুরু হওয়ায় যেমন প্রশাসনিক স্তরে জবাবদিহি বাড়ছে, তেমনই এলাকাবাসীর মধ্যে ফিরে আসছে হারিয়ে যাওয়া ভরসা। এখন দেখার, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করে সত্যিই ঘাটালকে জলবন্দি দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে কি না রাজ্য সরকার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৪ সংখ্যা, রবিবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বিমান দুর্ঘটনায় অবহেলার শাস্তি নিশ্চিত করুক কেন্দ্রীয় সরকার

সম্প্রতি একটি মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা সমগ্র দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমানের দুর্ঘটনায় দুই পাইলটের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কী কারণে এই বিপর্যয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে;এই দুর্ঘটনা কি শুধুই একটি দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে রয়েছে অবহেলা, গাফিলতি বা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা? সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত কঠোর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। প্রশিক্ষণের সময় যে কোনও অসাবধানতা কিংবা প্রযুক্তিগত ত্রুটি প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। এই দুর্ঘটনা কেবল দুই প্রতিশ্রুতিমান পাইলটের জীবন কেড়ে নেয়নি, তা একটি গোটা ব্যবস্থার উপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। যে ব্যবস্থার উপর দেশের প্রতিরক্ষা নির্ভর করে, সেই ব্যবস্থায় এমন ত্রুটি কীভাবে রয়ে গেল? আমরা কি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম? বিমানটিতে কোন যান্ত্রিক সমস্যা ছিল কি? তার রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে হচ্ছিল কি? প্রশিক্ষণের সময় সঠিক মানদণ্ড মেনে চলা হচ্ছিল কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এখন সময়ের দাবি। এই ঘটনার সঙ্গে যদি কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা মেরামতির ক্ষেত্রে গাফিলতির বিষয় জড়িত থাকে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ এটি বোঝায় যে, জীবনমরণ প্রশ্নে কোনও এক পর্যায়ে দায়িত্বহীনতা দেখা দিয়েছে। আরও বড় আশঙ্কার বিষয় হলো;এ ধরনের গাফিলতি যদি এতটা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তবে আগামী দিনে আরও কত প্রাণ বিপন্ন হতে পারে! অতএব তদন্ত শুধুমাত্র প্রথার খাতিরে নয়, সত্যিকারের দায় নির্ধারণ করার জন্য হওয়া উচিত। তদন্ত যেন কোনওভাবেই ঢাকাপেটা না হয়, বরং স্বচ্ছভাবে সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে আনা হোক। এই দুর্ঘটনার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিক্রিয়া এসেছে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে। তাঁরা এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন, নিহত পাইলটদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তবে শুধু শোকপ্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। মানুষ আশা করে, এর পিছনে যাঁদের অবহেলা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। প্রতিরক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার বহু অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, ট্রেনার জেট, রাডার;সব কিছুতেই আধুনিকীকরণ হচ্ছে বলে দাবি করা হয়। তা হলে একটি প্রশিক্ষণ বিমান কীভাবে ভেঙে পড়ে? শুধুই 'অ্যাক্সিডেন্ট' বলে কি এই ধরণের দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়? না কি এর পেছনে রয়েছে মেরামত ও তদারকির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের দুর্বলতা? যদি এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে কোনও ঠিকাদার সংস্থার অবহেলা, দুর্নীতি, অথবা নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার যুক্ত থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হোক, প্রয়োজনে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার পদক্ষেপ নেওয়া হোক। কারণ জাতীয় নিরাপত্তা এবং সেনাবাহিনীর জীবন রক্ষায় কোনও আপস করা যায় না। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যদি কোনও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বা ত্রুটি প্রমাণিত হয়, তবে তাও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য, বিশেষত পাইলটদের জীবনের মূল্য অপরিসীম। তাঁদের প্রশিক্ষণে সময়, অর্থ ও দেশের ভবিষ্যতের বিনিয়োগ থাকে। যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁদের জীবন যেন অবহেলা বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে অকালে ঝরে না যায়। এই নীতিগত অবস্থান থেকেই সরকারকে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। এই দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে;এই ধরনের ঘটনা কি ভবিষ্যতে ঘটতে পারে? সাধারণ মানুষের মনে যদি এই অবিশ্বাস জন্ম নেয়, তবে তা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থার সংকট তৈরি করবে। তাই এই মুহূর্তে জরুরি হল জনগণকে সঠিক তথ্য দেওয়া, এবং বোঝানো যে সরকার কোনও ভাবেই এই ঘটনাকে হালকাভাবে নিচ্ছে না। তদন্তের অগ্রগতি যেন নিয়মিত জানানো হয়, এবং সব রকম দায় নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখানে আরেকটি বিষয় অনিবার্যভাবে উঠে আসে, তা হলো; প্রতিরক্ষা খাতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থার সংস্কার। অনেক সময় দেখা যায়, উচ্চস্তরে কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকলেও নিচের স্তরে নিয়মিত তদারকি হয় না। বিমানের প্রতিটি যন্ত্রাংশ, প্রতিটি প্রযুক্তি নিয়মিতভাবে যাচাই-বাছাই হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের সময় প্রতিটি নিরাপত্তা মান বজায় রাখা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরুরি। সবচেয়ে বড় কথা, যে কোনও মানুষের প্রাণের থেকে বড় কিছু নয়। আর যখন সেই প্রাণ দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হয়, তখন বিষয়টি আরও গভীর গুরুত্বের দাবি রাখে। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এখনই একটি উদাহরণ সৃষ্টি করা। যে উদাহরণ দেখে ভবিষ্যতে কেউ অবহেলার সাহস না পায়। শুধু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই নয়, এই ঘটনার শিক্ষা থেকে প্রতিরক্ষা খাতে একটি সর্বাত্মক সংস্কারের সূচনা হোক। আমরা আশা করি, কেন্দ্র সরকার এবার সত্যিকারের অর্থে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে অবহেলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। যেন আগামী দিনে কোনও পাইলটকে আর অকালে প্রাণ হারাতে না হয়, কোনও পরিবারের কাছে আবার এমন দুঃস্বপ্ন ফিরে না আসে। এবং সর্বোপরি, দেশের জনগণ যেন আবারও সেনাবাহিনী ও সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন;এই দুর্ঘটনার দায় কেউ এড়াতে পারবে না, এবং প্রকৃত অপরাধীরা আইনের চরম শাস্তি পাবে। এই প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসেই ভারত এগিয়ে যাক।

ট্রাম্পল্যান্ডে অসন্তোষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক মেরুকরণ বিস্তৃত হচ্ছে

আধুনিক আমেরিকান রাজনীতির ভূদৃশ্য জুড়ে, দেশটির আদর্শিক ভূখণ্ডকে যে তীব্রতর মেরুকরণের রূপ দিয়েছে, তার মতো খুব কম ঘটনাই এত তীব্র এবং বিস্তৃত হয়েছে। ট্রাম্পল্যান্ডশব্দ শব্দটি একটি নিছক প্রচারণার স্লোগান থেকে বিবর্তিত হয়ে গভীর জাতীয় ভাঙনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়কে ছিন্ন করে এমন গভীর বিভাজনের সংক্ষিপ্ত রূপ। রাজনৈতিক বর্ণালী যতই তার চরম সীমায় প্রসারিত হয়েছে, ঐক্যের প্রতিশ্রুতি ক্রমশ দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে। অসন্তোষ এবং আদর্শিক আধিপত্যের শক্তি সংস্থে, শত্রুতা এবং গভীর যুদ্ধের একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যা নতুন নির্বাচনী চক্র এগিয়ে আসার সাথে সাথেও প্রশমিত হওয়ার খুব কম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক খ্যাতিতে উত্থান এই মেরুকরণের সূচনা ছিল না, বরং এটি একটি শক্তিশালী ত্বরান্বিতকারী হিসেবে কাজ করেছিল। তীব্র বাগ্মীতা এবং জনপ্রিয়তার প্রতি অকপট আলিঙ্গন দ্বারা চিহ্নিত তার রাষ্ট্রপতিত্ব লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের জন্য রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে পুনর্নির্ধারিত করেছিল। তার সমর্থকদের জন্য, ট্রাম্প রাজনৈতিক সঠিকতা এবং প্রতিষ্ঠিত অভিজাততন্ত্রের প্রত্যাখ্যানকে মূর্ত করেছিলেন। তার বিরোধীদের জন্য, তিনি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং নাগরিক আলোচনার একটি বিপজ্জনক ক্ষয়কে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার রাষ্ট্রপতিত্বের পরবর্তী ঘটনাগুলি এই উত্তেজনাগুলিকে প্রশমিত করতে পারেনি। পরিবর্তে, তারা প্রায় উপজাতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উঠেছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং কেবল নিউজ নেটওয়ার্কগুলি সংঘর্ষের বর্ণনার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তবতার সাথে লড়াই করছে। আমেরিকার একটি সংস্করণে, নির্বাচন চুরি হয়, বিশেষজ্ঞদের প্রতি সন্দেহ করা হয় এবং মিডিয়া বিশ্বাস করা হয় না। অন্য সংস্করণে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঝুঁকিপূর্ণ এবং সত্যকে বিকৃত করা হচ্ছে। এই বিভাজন কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং পরিচয়ের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে, যা সম্পর্ক, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধুত্ব ভেঙে গেছে এবং আদর্শিক দ্বন্দ্বের ফলে পারিবারিক সমাবেশ টানা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিরা এখন রাজনৈতিক সখ্যতার উপর ভিত্তি করে তাদের সামাজিক বৃত্ত এবং এমনকি আবাসিক সম্প্রদায়গুলিকে স্ব-নির্বাচন করে। তারা তাদের নিজস্ব ধারণা, যা বিদ্যমান বিশ্বাসগুলিকে শক্তিশালী করে, আদর্শিক বিশুদ্ধতার পরীক্ষা এবং প্রাথমিক নির্বাচনী হুমকির যুগে ক্রমশ প্রভাবিত হয়ে উঠেছে। এই অসন্তোষের আরও জটিল রূপ তুলেছে এই ব্যাপক ধারণা যে সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলি আর সাধারণ মানুষের প্রতি সাড়া দেয় না। যদিও অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং জলবায়ু পরিবর্তন এখনও উদ্বেগজনক বিষয়, কংগ্রেস, সুপ্রিম কোর্ট এবং রাষ্ট্রপতির পদ জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পেয়েছে। অচলাবস্থা, দলীয় শুনানি এবং নীতিগত অচলাবস্থার দৃশ্যপট এক ব্যাপক নিন্দার অনুভূতিতে অবদান রেখেছে। সরকারকে অগ্রগতির এবং আশার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখার পরিবর্তে, অনেক আমেরিকান এখন এটিকে কার্যহীনতার একটি থিয়েটার হিসেবে দেখেন - এমন একটি জায়গা যেখানে আদর্শিক যুদ্ধ শাসনব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যায়। গণমাধ্যমও একটি রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। একসময় তথ্যের নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে দেখা হলেও, এখন এটি প্রায়শই দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। বিকল্প মিডিয়া ইকোসিস্টেমের উত্থান প্রতিধ্বনি কক্ষ তৈরি করেছে যেখানে বর্ণনাগুলি তথ্য দেওয়ার জন্য নয় বরং নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই পরিবেশে ভুল তথ্য এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি বিকশিত হয়, যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জনসাধারণের বোধগম্যতাকে আরও বিকৃত করে। ফলাফল হল একটি খণ্ডিত তথ্য ভূদৃশ্য যেখানে ঐক্যমত্য অর্জন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বর্তমান মুহূর্তটিকে বিশেষভাবে অস্থির করে তোলে কারণ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাজনৈতিক অসন্তোষের প্রকাশ ঘটছে। সামনের পথ জটিলতায় ভরা। আসন্ন নির্বাচনগুলি বিদ্যমান বিভাজনগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে, কারণ প্রার্থীরা ঐক্যমত্য খোঁজার পরিবর্তে তাদের ভিত্তির কাছে ক্রমবর্ধমানভাবে আবেদন করছেন। আমেরিকার জন্য চ্যালেঞ্জ কেবল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া নয়, বরং সেই মূল্যবোধগুলিকে পুনরায় আবিষ্কার করা যা একসময় তার গণতন্ত্রকে স্থিত করেছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, নাগরিক আলোচনা এবং সাধারণ কল্যাণের প্রতি অঙ্গীকার।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

চরিত্র

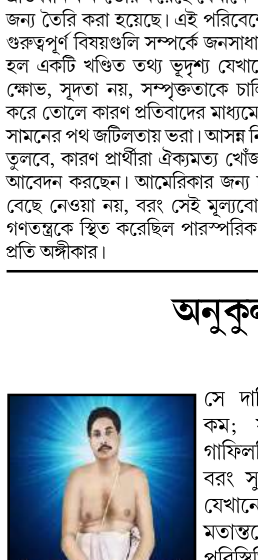

সে দায়িত্বশীল তো নয়ই, করার আবেগ যাদের কম; সমস্যা-ধাঁধা তা'দের তত বেশী, হুকুমের গাফিলতি-দোহাই যেখানে অন্তরায়িত, বরং সুবিধাবাদী। তত নিরলস ও রসাল। অনুগতি যেখানে কপট, তামিল-বুদ্ধিও সেখানে ফাঁকিবাজ, আর, মতান্তরের সহিত মনান্তরও সেখানে উচ্ছল। পরিস্থিতির খতিয়ান বা খবরে যে যত বরিষ্ঠ, ধরে নিও, সহানুভূতি বা সহযোগিতাবোধে সে তত অক্ষম, মহত্তায়ই তত খাটো। যা'রা করার বেলায় কুঁচকে যায়, - ভণ্ডুল-কর্ম্মা ও খরচার মোসাহেব ব'লেই তা'দিগকে সন্দেহ করতে পার; অন্ততঃ প্রামাণ্যতঃ। হিসাব চাইলেই যা'রা অপমানিত হয় অবিশ্বাস করা হ'চ্ছে ব'লে মনে করে- আমায় অকৃতজ্ঞতা তা'দের অন্তরের নিবিড় স্থানে ব'সে ধুমপান করছে, একটু এগুলিই বুঝতে পারবে।

ইউপিআই লেনদেন চার্জ? সরকার যদি এমডিআর চাপায়, ডিজিটাল ভারত প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়বে

বর্তমান সময়ে ডিজিটাল লেনদেন ভারতীয় অর্থনীতির এক অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআই ব্যবস্থার প্রসার যেভাবে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে গেছে, তা ভারতীয় জনজীবনে এক প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটিয়েছে। বিনা খরচে অর্থ স্থানান্তরের সহজতর এই মাধ্যম জনসাধারণ থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ী, সব শ্রেণির মানুষকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে একীভূত করেছে। অথচ, এই পরিস্থিতিতে এক বিস্ময়কর ও উদ্বেগজনক তথ্য সামনে এসেছে;সরকার নাকি ইউপিআই লেনদেনের উপর এমডিআর বা মারচেন্ট ডিসকাউন্ট রেট আরোপ করার কথা ভাবছে, এমনটাই দাবি করেছে বিভিন্ন রিপোর্ট। যদি এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, অর্থাৎ তিন হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে চার্জ বসানো হয়, তবে তা ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার উপর এক বড় ধাক্কা হতে পারে। এখনও পর্যন্ত ইউপিআই-এর মূল আকর্ষণই ছিল তার 'জিরো চার্জ' বৈশিষ্ট্য। ক্যাশলেস ট্রান্সাকশনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরকার নিজেই এই চার্জ প্রত্যাহার করেছিল। সেই নীতি থেকে সরে আসা মানে শুধু নীতি পরিবর্তন নয়, জনস্বার্থ বিরুদ্ধ এক আর্থিক বোঝাও চাপিয়ে দেওয়া। মারচেন্ট ডিসকাউন্ট রেট মূলত এক ধরনের ফি, যা গ্রাহকের ব্যাঙ্ক বা পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার কোন ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণকারী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেয়। এখন পর্যন্ত সরকার এই খরচ নিজে বহন করেছে, যাতে সাধারণ মানুষ ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহিত হয়। কিন্তু আগামী দিনে যদি সরকার ভর্তুকি বন্ধ করে দেয় ও এমডিআর-এর ভার গ্রাহক ও ব্যবসায়ীর ঘাড়ে ফেলে দেয়, তবে তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ পুনরায় নগদ লেনদেনের পথে ফিরে যেতে পারে। এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার একাধিক যুক্তি আছে। প্রথমত, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এখনও অনেক মানুষ ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল নয়। বহু মানুষ প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে, কিংবা এখনও নগদ ব্যবস্থার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ। এই পরিস্থিতিতে ইউপিআই লেনদেনে অতিরিক্ত ফি আরোপ করার অর্থ হবে, মানুষকে আরও অনাস্থাশীল করে তোলা। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যে রূপরেখা তৈরি হয়েছিল, তার মূল ভিত্তিই ছিল 'সহজ, নিরাপদ ও নিখরচায় লেনদেন'। সেই ভিত্তিই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সরকার নিজেই তার সাফল্যকে বিপন্ন করবে। দ্বিতীয়ত, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যাঁরা প্রতিদিন অসংখ্য ইউপিআই লেনদেনের উপর নির্ভর করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এমডিআর চাপিয়ে দেওয়া মানে লাভের হার কমিয়ে দেওয়া। অনেক ব্যবসায়ী নিজের পণ্য বা পরিষেবার মূল্যে এই চার্জ সংযোজন করতে পারেন, যার ফল গ্রাহকদের উপর পড়বে। এতে করে আবারও নগদ লেনদেনের চাহিদা বাড়বে, যা দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক স্বচ্ছতার পরিপন্থী। তৃতীয়ত, ভারত সরকারের নিজস্ব বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে, ইউপিআই এখন দেশের ৭৫ শতাংশ ডিজিটাল লেনদেন সামলে নেয়। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে ফি চাপানো হলে তা শুধু লেনদেন কমাবে না, বরং 'ফিনটেক রেভলিউশন'-এর গতি শ্লথ করে দেবে। যেখানে ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় ডিজিটাল লেনদেনে অনেকটাই এগিয়ে, সেখানে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থনৈতিক আত্মঘাতের শামিল হতে পারে। তবে সরকার পক্ষের যুক্তি যে একেবারেই গুরুত্বহীন, তাও নয়। যেহেতু এই পরিষেবা প্রদানে একাধিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক জড়িত, যাঁদের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে খরচ হয়, তাই দীর্ঘমেয়াদে এমডিআর পুনরায় চালু না করলে, সেই খরচের ভার সরকারি কোষাগারে বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই সঙ্গে পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির অভিযোগ; তাঁরা কোনও মুনাফা পাচ্ছেন না, যা তাদের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে ব্যাহত করছে। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এক ধরনের সীমিত ও যুক্তিসঙ্গত চার্জ আরোপ করলেও হতে পারে, যাতে গ্রাহক না ক্ষতিগ্রস্ত হন, আবার সিস্টেমও টিকে থাকে। তবে এর বাস্তবায়নে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। প্রথমত, ৩ হাজার টাকার উপরে লেনদেনে চার্জ আরোপের প্রস্তাব দিলেও দেখতে হবে;কে সেই চার্জ বহন করবে, গ্রাহক না বিক্রেতা? দ্বিতীয়ত, এমডিআর-এর হার কত হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। খুব কম হারে ও শুধু বড় ব্যবসায়িক লেনদেনে চার্জ আরোপ করলে হয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা কমবে। কিন্তু যদি এই চার্জ সাধারণ গ্রাহকের উপর চাপানো হয়, তবে তার বিরূপ প্রভাব ভয়ঙ্কর হতে পারে। এই প্রসঙ্গে সরকারকে অবশ্যই সর্বসমক্ষে বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে। কারণ এই মুহূর্তে ভাসমানভাবে সংবাদমাধ্যমে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। সরকার যদি সত্যিই ইউপিআই-এ চার্জ বসানোর পরিকল্পনায় এগোচ্ছে, তবে তা নিয়ে জনপরামর্শ, বিশেষজ্ঞ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনও গোপনীয়তা বা হঠাৎ ঘোষণা যেন না হয়, যাতে করে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সবশেষে বলতে হয়, ডিজিটাল অর্থনীতি এমন এক পরিকাঠামো, যার উপর আগামী ভারতের আর্থিক স্বপ্ন অনেকটাই নির্ভর করছে। এই পরিকাঠামোকে অস্থির করে তুললে, তা শুধু সরকারের নয়, গোটা দেশের ক্ষতি। ইউপিআই শুধু একটি প্রযুক্তি নয়, এটি একটি আর্থিক সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যা ভারতের কোটি কোটি মানুষকে ক্যাশলেস সমাজের পথে এগিয়ে দিয়েছে। তাই সরকার যদি সত্যিই ডিজিটাল ভারত গড়ার প্রতিশ্রুতিতে স্থিত থাকে, তবে ইউপিআই-এ কোনও ধরনের এমডিআর আরোপ করা থেকে বিরত থাকা এখনই সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ হবে। কারণ ডিজিটাল ভারত যেন কোনওদিন 'ব্যয়বহুল ভারত'-এ পরিণত না হয়।

অপারেশন সিন্দূর পাকিস্তান ও বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিল ভারতীয় সেনা

সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি সাহসী ও কৌশলগত অভিযানের নাম 'অপারেশন সিন্দূর' সারা দেশের মনোযোগ কেড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে চালানো এই অভিযান কেবলমাত্র একটি জঙ্গি দমন অভিযান ছিল না, বরং এর মধ্য দিয়ে ভারত বিশ্ব ও বিশেষ করে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এই বার্তাগুলি শুধু সীমান্তে সংঘর্ষের জবাব নয়, বরং ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির বদলে যাওয়া মনোভাব, কৌশলগত আত্মবিশ্বাস এবং সুরক্ষা নীতির কঠোর অবস্থানকেই তুলে ধরে। অপারেশন সিন্দূর ছিল কুপওয়ারায় লাইন অব কন্ট্রোল (এলওসি)-এর কাছে তিনজন পাক-প্রশিক্ষিত জঙ্গিকে নিকেশ করার এক সফল অভিযান। সেনাবাহিনীর প্যারা স্পেশাল ফোর্স অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে এই অভিযান চালিয়ে সফলতা লাভ করে। এই অভিযানে যে দক্ষতা, সময়জ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা গেছে, তা ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। বিশেষত, এটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারত এখন আর প্রতিরক্ষাতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং আক্রমণাত্মক কৌশলের মাধ্যমে আগেভাগেই শত্রুর ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। এই অভিযানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এর সময় ও প্রেক্ষাপট। সম্প্রতি কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি গতিবিধি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বিশেষত, পাকিস্তান থেকে চালান হয়ে আসা সন্ত্রাসীরা নতুন করে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে। এর মধ্যেই কুপওয়ারায় এই অপারেশন কার্যত শত্রুপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এটি ভারতের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতা এবং প্রতিক্রিয়ার গতি সম্পর্কে এক নির্ভরযোগ্য বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে এই অপারেশনের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রতিবেশী দেশটি দীর্ঘদিন ধরে 'অপ্রক্সি ওয়ার' বা ছায়া-যুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে আসছে। বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা পাকিস্তান চালিয়ে এসেছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' বা 'ব্যালেন্সড রেসপন্স' নীতি বেশ কয়েক বছর ধরেই বলবৎ রয়েছে। অপারেশন সিন্দূর সেই নীতিরই সর্বশেষ উদাহরণ। ভারত এই বার্তা দিতে চায় যে, সীমান্তের ওপার থেকে যদি সন্ত্রাস রপ্তানি হয়, তবে জবাবও হবে সময়মতো এবং উপযুক্ত। এই ধরনের অভিযানের আরেকটি বড় তাৎপর্য হলো আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থানের দৃঢ়তা তুলে ধরা। বারবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত বলে এসেছে যে, পাকিস্তান একটি 'টেরর হাব' বা সন্ত্রাসের ঘাঁটি। এই অভিযোগ অনেক সময়ই কূটনৈতিক আলোচনার বাইরে চাপা পড়ে যায়, কারণ পশ্চিমি শক্তিগুলি অনেক সময় পাকিস্তানকে তাদের কৌশলগত মিত্র হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু যখন ভারত মাটিতে তার শক্তি এবং জবাবদিহির ধরন দেখাতে পারে, তখন আন্তর্জাতিক মহলেও ভারতের অবস্থান আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এই অভিযানে একটি সাংকেতিক গুরুত্বও রয়েছে। 'সিন্দূর' শব্দটি একদিকে যেমন সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের প্রতীক, তেমনই এটি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ের লাল রঙকেও প্রতিফলিত করে। এই নামটি শুধু একটি সামরিক মিশনকে বোঝায় না, এটি একটি প্রতিজ্ঞার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে;ভারতের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস হবে না, এবং প্রত্যাঘাত হবে নিঃসংশয়ে। অপারেশন সিন্দূর এও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভারতের সশস্ত্র বাহিনীগুলি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই দক্ষ নয়, বরং তারা তথ্যপ্রযুক্তি, রাত্রিকালীন অভিযান, ভূগোল ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা; সবকিছুই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। সেনাবাহিনী এই অভিযানে ড্রোন প্রযুক্তি, ইনফ্রারেড সেন্সর, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সহ আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করেছে, যা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কতটা দ্রুত হয়েছে, তার একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে, এই ধরনের অভিযান ঘরের ভিতরেও একটি বার্তা বহন করে। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা বহুদিন ধরেই কাশ্মীর ও সীমান্তের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাঁদের মধ্যে এই অভিযানে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। সরকার ও সেনাবাহিনীর সমন্বিত অবস্থান যে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে রক্ষা করতে সক্ষম, তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। এই অভিযান মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও আস্থার পরিবেশও তৈরি করছে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত আরও শক্তিশালী করে। তবে এটাও ঠিক যে, কেবলমাত্র সামরিক অভিযানই সন্ত্রাসবাদের স্থায়ী সমাধান নয়। পাশাপাশি কূটনৈতিক চাপ, আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয়তা এবং সন্ত্রাসে মদত দেওয়া রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার দাবিও তোলা জরুরি। ভারত যদি তার সামরিক কৌশলের পাশাপাশি কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক পদক্ষেপ নেয়, তবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনেকাংশেই দমন সম্ভব। অপারেশন সিন্দূর নিঃসন্দেহে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। এটি প্রমাণ করে দিয়েছে, ভারত এখন শুধু প্রতিরক্ষার পেছনে নয়, বরং কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে আগেভাগে আঘাত হানতে সক্ষম। এই শক্তি কেবল অস্ত্রের নয়, এটি তথ্য, সঠিক সময়জ্ঞান এবং অপর পক্ষের দুর্বলতা সনাক্ত করার কৌশলের ওপর নির্ভর করে। এই সমন্বয়ই ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও নিখুঁত করে তুলছে। সবশেষে বলা যায়, অপারেশন সিন্দূর একটি সামরিক অভিযান হিসেবে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি তা এক কৌশলগত বার্তা। এই বার্তাটি পাকিস্তানকে যেমন সরাসরি হুঁশিয়ারি দেয়, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও জানিয়ে দেয়;ভারত এখন আর নীরব দর্শক নয়, বরং সক্রিয় প্রতিরোধকারী, প্রয়োজন হলে আক্রমণকারীও। এটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা নীতির এক পরিবর্তিত দর্শন, যেখানে শত্রুর আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি প্রয়োগে কোনও দ্বিধা নেই। এই মনোভাবই ভারতকে আরও নিরাপদ, এবং ভবিষ্যতের যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত রাখবে।

স্থিতিস্থাপক ভূত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে

১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন মধ্যরাতের পর থেকে প্রায় পাঁচ দশক পেরিয়ে গেছে, তবুও জরুরি অবস্থার ছায়া ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার উপর এখনও ঘনিয়ে আসছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষিত জরুরি অবস্থা নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করে, সংবাদমাধ্যমের মুখ বন্ধ করে দেয়, রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রেপ্তার করে এবং বিচার বিভাগকে বাঁকিয়ে দেয়। এটি ২১ মাস স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু ভারত প্রজাতন্ত্রের উপর এটি যে মানসিক ছাপ রেখে গিয়েছিল তা এখনও টিকে আছে; জটিল, অস্বস্তিকর এবং পুনর্বিবেচনা করা অপরিহার্য। জরুরি অবস্থা কেবল একটি রাজনৈতিক অধ্যায়ের চেয়েও বেশি ছিল; এটি ছিল সংবিধানের ভঙ্গুরতার পরীক্ষা এবং গণতন্ত্রের সতর্কতার দাবির স্মারক। অস্বীকার্য যে জরুরি অবস্থার আগের সময়কাল ছিল অশান্ত। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং ব্যাপক বিক্ষোভ অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করেছিল। তবুও এর পরে যা ঘটেছিল তা হল ক্ষমতার আকস্মিক এবং তীব্র একীকরণ;গণতান্ত্রিক অধিকারের এক অভূতপূর্ব দমন, সাংবিধানিক উপকরণের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করা কিন্তু প্রতিটি স্তরে নৈতিক ও নীতিগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। জরুরি অবস্থাকে যা ভয়ঙ্কর এবং শিক্ষণীয় করে তোলে তা হল এর বৈধতা; এটি একটি অসাংবিধানিক অভ্যুত্থান ছিল না বরং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি পরিকল্পিত হেরফের ছিল। সেই বৈধতা কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে বৈধতার আবরণে ঢেকে রেখেছিল। প্রথাগতভাবে গণতন্ত্রের প্রহরী সংবাদ মাধ্যমই প্রথম শিকার হয়েছিল। সেন্সরশিপের আদেশ দ্রুত জারি করা হয়েছিল, এবং সম্পাদকীয় অফিসগুলিতে অভিযান চালানো হয়েছিল অথবা হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি হয় নীরব হয়ে গিয়েছিল অথবা রাষ্ট্রীয় প্রচারণার মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। কিছু সম্পাদক সূদভাবে সত্যকে লাইনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে প্রতিরোধ করতে বেছে নিয়েছিলেন, আবার অন্যরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ভয় স্পষ্ট ছিল, কিন্তু যারা প্রশ্ন করার সাহস করেছিলেন, এমনকি ফিসফিসানিতেও তাদের সাহসও ছিল। এটি ভারতীয় সাংবাদিকতার জন্য গণনার একটি মুহূর্ত ছিল - রক্ত এবং কালিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল্য জাল করে এমন একটি ক্রুসিবল। রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের গণহারে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। বিরোধী নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরের কর্মী পর্যন্ত, হাজার হাজার মানুষ প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে বিচার ছাড়াই কারাগারে আটকে পড়েছিলেন। কারাগারগুলি বৌদ্ধিক প্রতিরোধের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, যেখানে বন্দী মন সংহতির শক্তি খুঁজে পায়। বিরোধীদের উপর এই দমন কেবল শাস্তিমূলক ছিল না; এটি কৌশলগত ছিল। রাজনৈতিক বিকল্পগুলিকে অক্ষম করে, শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের ক্ষোভকে নিরপেক্ষ করার এবং জাতীয় আখ্যানকে পুনর্নির্মাণের আশা করেছিল। কিন্তু কারাগারের কক্ষেও, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভারতের ধারণা মরতে রাজি হয়নি। জরুরি অবস্থার সবচেয়ে বিরক্তিকর উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে একটি হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধানে জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ অভিযান চালানো। বিশেষ করে উত্তর ভারতে নির্মম দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত এই নীতিটি শারীরিক স্বায়ত্তশাসন লঙ্ঘন করেছিল এবং জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়েছিল। পদ্ধতিতে বাধ্য করা ব্যক্তিদের মানসিক আঘাত, রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের ফলে ব্যাহত পরিবারের ক্রোধ এবং শাসনব্যবস্থায় এর দ্বারা বপন করা গভীর অবিশ্বাস সেই সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে গেঁথে আছে। তবুও, জরুরি অবস্থা আরেকটি ভারতকেও প্রকাশ করেছিল; স্থিতিস্থাপক, বিদ্রোহী এবং অস্থির। সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে প্রচারিত ভূগর্ভস্থ সংবাদপত্র। ছাত্র নেতারা গোপন সভা এবং প্রতিরোধ গোষ্ঠীর আয়োজন করেছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবারগুলি একে অপরকে সমর্থন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল, প্রায়শই বর্ণ ও ধর্মের ঊর্ধ্বে সংহতির নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল। এই নীরব সমাবেশ এবং ফিসফিসিয়ে বলা কথোপকথনের মধ্যেই গণতন্ত্র ঝিকিমিকি করে - ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু কখনও নিভে যায় না। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন এই দমন করা চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। একটি নাটকীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে, ভারতের জনগণ ইন্দিরা গান্ধী সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ভোট দিয়েছিল। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক পরাজয়ের চেয়েও বেশি কিছু ছিল; এটি ছিল একটি নৈতিক নিন্দা। গণতন্ত্র দোদুল্যমান ছিল কিন্তু পতন হয়নি। এরপর শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক ক্ষমতা হস্তান্তর ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিগত শক্তি এবং এটি রক্ষা করার জন্য এর নাগরিকদের ইচ্ছাকে পুনর্ব্যক্ত করে। তবে, বছরের পর বছর ধরে, জরুরি অবস্থার স্মৃতি বেছে বেছে উত্থাপিত হয়েছে - প্রায়শই ঐতিহাসিক সতর্কীকরণের পরিবর্তে রাজনৈতিক রূপে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী সরকারগুলি, তাদের আদর্শিক অভিমুখ নির্বিশেষে, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা, জননৈতিকতা বা অর্থনৈতিক তাগিদের আহ্বান জানিয়ে অতিরিক্ত প্রচারণা চালিয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ব্যবহার, ডিজিটাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা, গণ নজরদারি এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের কণ্ঠস্বর দমন - যদিও মাত্রায় একই রকম নয় - এই ২১ মাসে ব্যবহৃত ব্যবস্থার সাথে উদ্বেগজনক সাদৃশ্য রয়েছে। জরুরি অবস্থার আসল শিক্ষা এর স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে নিহিত। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্রের যন্ত্রপাতি, যতই সুপরিকল্পিত হোক না কেন, তার আদর্শের প্রতি জনগণের অঙ্গীকারের মতোই শক্তিশালী। এটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে তীব্রভাবে স্বাধীন থাকার, গণমাধ্যমকে সত্যের সন্ধানে অবিচল থাকার এবং নাগরিক সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও জাগ্রত থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। সর্বোপরি, স্বাধীনতা কেবল উচ্চস্বরে, বিপর্যয়কর মুহূর্তগুলিতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না - প্রায়শই এটি নীরবতায়, আমলাতান্ত্রিক সূদ অক্ষরে, সংখ্যাগরিষ্ঠের উদাসীনতায় মারা যায়। যখন তরুণ প্রজন্ম ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে জড়িত হয়, যাদের অনেকেই জরুরি অবস্থার স্মৃতি থেকে বঞ্চিত, তখন কেবল একটি অন্ধকার পর্ব হিসাবে নয়, বরং একটি আয়না হিসাবে সেই সময়কালকে পুনর্বিবেচনা করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এটি আমাদের দেখায় যে গণতান্ত্রিক সুরক্ষাগুলিকে অসুবিধা হিসাবে বিবেচনা করা হলে, যখন নেতাদের তদন্তের বাইরে উন্নীত করা হয় এবং যখন ভয় সংলাপের পরিবর্তে আসে তখন কী ঘটে। জরুরি অবস্থা কোনও বন্ধ অধ্যায় নয় - এটি সংবিধানের প্রান্তে খোদাই করা একটি সতর্কতা। ভারত আজ এমন একটি মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আবারও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এটি কোনও একক নেতা বা দলের ভূত নয় যা গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলে, বরং সম্মিলিত আত্মতুষ্টি যা ধরে নেয় যে এটি অটল। জরুরি অবস্থা যদি আমাদের কিছু শেখায়, তা হলো গণতন্ত্র টিকে থাকে ঘোষণাপত্রে নয়, প্রতিবাদে নয়, আচার-অনুষ্ঠানে নয়, প্রতিরোধে। এর টিকে থাকা নির্ভর করে কেবল নেতাদের উপর নয়, বরং সেইসব নাগরিকদের উপর যারা ভুলে যেতে চান না, যারা মনে রাখতে চান।

ইরানকে ঘিরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার বিপজ্জনক ছায়া

ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনীতিতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক কূটনীতির পরিসরেও এক নতুন উত্তেজনার আবহ ছড়িয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, যিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে জোরালো প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি ফের ইরানকে কেন্দ্র করে হুমকির সুর চড়িয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসলে তিনি ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে সামরিকভাবে দমন করতে প্রস্তুত। এই হুমকি শুধু মার্কিন-ইরান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে না, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ এবং মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কাও বাড়িয়ে তুলছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল চরম উত্তপ্ত। ২০১৮ সালে ট্রাম্প ইরান নিউক্লিয়ার চুক্তি, অর্থাৎ জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন (জ্বাঙ্খঞ্চঞ্জঙ) থেকে একতরফা সরে যান, যা ওবামা প্রশাসনের সময় স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখতে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিল এবং ইরানও কিছুদিনের জন্য সেই চুক্তি মেনে চলেছিল। কিন্তু ট্রাম্পের হঠাৎ প্রত্যাহার এবং 'সর্বোচ্চ চাপ' নীতির মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ইরান পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবার পরমাণু কর্মসূচি চালু করে, এবং ধাপে ধাপে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বাড়িয়ে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুমকি একটি গভীর কৌশলগত সংকটের দিকেই ইঙ্গিত করে। তিনি বলেছেন, তাঁর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেবে, যা ইরান 'কল্পনাও করতে পারবে না'। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ট্রাম্প আবারও একপাক্ষিক আক্রমণাত্মক নীতিতে ফিরে যেতে পারেন, যেখানে কূটনীতি নয়, বরং শক্তি প্রদর্শনই হবে অগ্রাধিকার। অথচ কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, ইরানের মতো একটি অভ্যন্তরীণভাবে জটিল রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তি দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়, বরং এতে পুরো অঞ্চল আরও অস্থির হবে। এই পরিস্থিতি শুধু ইরান বা যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার ওপরই সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। ইরানের সঙ্গে একদিকে যেমন লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী, এবং ইরাকের মিলিশিয়ারা জড়িত, অন্যদিকে মার্কিন মিত্র সৌদি আরব, ইজরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি আছে একটি স্পষ্ট বিরোধীপক্ষ হিসেবে। ট্রাম্প যদি সত্যিই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, তাহলে ওই অঞ্চলে প্রক্সি যুদ্ধ নতুন মাত্রা পাবে, যা আন্তর্জাতিক সংঘাতেও পরিণত হতে পারে। এই উত্তেজনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইজরায়েল। বর্তমানে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েল যুদ্ধ চালাচ্ছে, যার ফলে গোটা অঞ্চলেই উত্তেজনা চরমে। ইরান ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং ইজরায়েলও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। এমন অবস্থায় ট্রাম্পের হুমকি ইজরায়েলকে উসকে দিতে পারে আরও আগ্রাসী অবস্থানে যেতে, যার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। এমনকি, এ ধরনের সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বও হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। বিশ্ব রাজনীতির আরেকটি জটিল দিক হলো, ট্রাম্পের এই অবস্থান আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের বিরুদ্ধে যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকার আছে, এবং কোনও দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী পদক্ষেপ বা হুমকি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে। তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে রিপাবলিকান নেতৃত্বে থাকা ট্রাম্প প্রশাসন, অতীতে বহুবার এই আইন উপেক্ষা করেছে। ইরাক যুদ্ধ থেকে শুরু করে সিরিয়া ও লিবিয়ার ওপর বোমাবর্ষণ;সবই আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের পরিপন্থী ছিল। ট্রাম্প আবারও সেই ভুল পথে হাঁটার সংকেত দিচ্ছেন। তবে এই হুমকির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও অবজ্ঞা করার নয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে ট্রাম্পের এই কঠোর অবস্থান তাঁর রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আবেগ জাগিয়ে তোলে। আমেরিকানদের একাংশ মনে করেন, ইরান একটি 'অবিশ্বস্ত' রাষ্ট্র এবং তাদের দমন করা উচিত। ট্রাম্প এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজের নির্বাচনী ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতে বিশ্বের একাংশ ঝুঁকিতে পড়বে, সেটি তাঁর নীতির আলোচনায় নেই বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ আছে। বর্তমান বাইডেন প্রশাসন এখনও কূটনৈতিক চুক্তির পক্ষে কথা বলছে, এবং ইরানের সঙ্গে সীমিত কিছু আলোচনাও হয়েছে। যদিও চুক্তি পুনরায় কার্যকর হয়নি, তবুও কূটনীতি একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে। এর বিপরীতে ট্রাম্পের হুমকি পথ খুলে দেয় সামরিক সংঘাতের, যা নিরীহ মানুষ, শিশু ও নারীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। যুদ্ধ মানেই মানবিক বিপর্যয়, উদ্বাস্তু সংকট, এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উপর চাপ। এই অবস্থায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত ট্রাম্পের এই হুমকিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং সময় থাকতে নিন্দা করা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি, বিশেষ করে জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদ, উচিত ট্রাম্পের আগ্রাসী হুমকির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ইরান একটি জটিল রাষ্ট্র;অর্থনৈতিকভাবে চাপের মধ্যে, রাজনৈতিকভাবে দ্বিধান্বিত, এবং ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল। সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ মানে গোটা অঞ্চলের বিস্ফোরণ। ট্রাম্পের হুমকি সেই বিস্ফোরণকে ঘনীভূত করছে। এই হুমকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কৌশল নয়, এটি এক আন্তর্জাতিক বিপদের ডাকে সাড়া দেওয়া। বিশ্বকে এখনই সজাগ হতে হবে। মধ্যপ্রাচ্য যে কোনো সময় বারুদের স্তূপে পরিণত হতে পারে, আর এই হুমকি সেই আগুনে ঘি ঢালার মতোই কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, নেতৃত্ব, এবং আন্তর্জাতিক সমাজকে এই অন্ধ প্রতিহিংসার বিপক্ষে গলা তুলতেই হবে; কারণ ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, যুদ্ধের পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, শুধু মৃত্যু ও ধ্বংসের ছায়া।

২১ জুলাই নিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু কোচবিহারে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৪ জুন ঃ আগামী মাসে একুশে জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের শহীদ দিবস। সময় শনিবার একুশে জুলাই কে সামনে রেখে দেওয়াল লিখন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য

প্রতিবছর কোচবিহার থেকে প্রচুর কর্মী সমর্থক মহিলা যুব ছাত্ররা রওনা দেন একুশে জুলাই সফল করার উদ্দেশ্যে। উত্তরবঙ্গ জুড়ে তীব্র দাবদাহ যখন চলছে ঠিক সেই সহ-সভাপতি তথা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ পার্থ প্রতিম রায় ও অন্যান্যরা। প্রতিবছরই কোচবিহার জেলা থেকে প্রচুর কর্মী সমর্থক ও রওনা দেন কলকাতার উদ্দেশ্যে এই একুশে জুলাই কে সফল করতে। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে কোচবিহারে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন দল আজও থামার নাম নেই। কে কার আগে কোন কাজ করতে পারবেন তাই নিয়ে আজও চলছে লড়াই। একদিকে দীর্ঘদিন পর জোড়া লাগা কাকা ভাইপো জুটি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পার্থপ্রতিম রায় অন্যদিকে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ গোষ্ঠী। তৃণমূলের এই ছবি এখন সকলের কাছে জানা। এমতাবস্থায় শনিবার ২১ জুলাই কে সামনে রেখে জেলার প্রথম দেওয়াল লিখন করলেন পার্থ প্রতিম রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন - ১৯৯৩ সালে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন যুবনেত্রী ছিলেন সেই সময় নো আইডেন্টিটি নো ভোট এই দাবিকে সামনে রেখে আমরা রাইটার বিল্ডিং অভিযানের সামিল হয়েছিলাম সেই সময় তৎকালীন সরকারের পুলিশ কর্মী সমর্থকদের উপর গুলি চালায়। ১৩ জন যুবকর্মী শহীদ হন প্রচুর কর্মী সমর্থক আহত হন। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই একুশে জুলাই প্রতিবছর পালন করা হয়ে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এ বছরও তার ব্যাতিক্রম নয় তাই একমাস আগে থেকেই আমরা তার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। এবারও কোচবিহার থেকে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এই একুশে জুলাই কলকাতায় জমায়েত হবে। তিনি আরো বলেন একুশে জুলাই মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের বক্তব্যর পরেই আগামী ২৬ বিধানসভা ভোটকে পাখির যোগ করে সমস্ত স্তরের তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা ভোটের কর্মযজ্ঞ আরো বেশি উদ্যমে শুরু করবে। আমাদের মূল লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক বিজেপি মুক্ত বাংলা তৈরি করা। এই প্রসঙ্গে পার্থ প্রতিম রায় বলেন - ইতিমধ্যে কলকাতায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে মিটিং চলছে। আমরাও প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম দেওয়ার লিখনের মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহবানে ধর্মতলা চলো। প্রতিবছর এই দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সাথে পালন করি এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না কোচবিহার থেকে প্রচুর মানুষ কর্মী সমর্থকেরা রওনা দেবেন একুশে জুলাই কে সফল করতে। তিনি বলেন আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আরো একবার পরাস্ত করবে।

হাতির হামলা রুখতে ৭২ কিমি বনাঞ্চলে বসবে ব্যাটারিচালিত ফেন্সিং

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জুন ঃ হাতির পাল ঘুরছে বিভিন্ন এলাকায়। গত বেশ কয়েক মাসে হাতির হানায় একাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। মাঠের ফসল নষ্ট হচ্ছে হাতির হানায়। ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। বুনো হাতির হামলা ঠেকাতে জঙ্গল সংলগ্ন ৭২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ব্যাটারিচালিত ফেন্সিং বসানোর উদ্যোগ বন দপ্তরের। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল এস কে মোলে বলেন, ফেন্সিং বসানো ছাড়াও জঙ্গলে খাদ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ একাধিক জেলায় হাতির তাণ্ডব বেড়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে বিঘার পর বিঘা ফসল, ঘরবাড়ি, স্কুল, দোকান নষ্ট হচ্ছে। ইতিমধ্যে হাতির হানা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে বন দপ্তর। তিস্তার চর এবং জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ভুট্টা চাষ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভুট্টা উঠে গেলেও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির হানা কমছে না। সম্প্রতি হাতির হামলা বেশি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলায়। এখানে বুনোদের হামলা প্রতিরোধের দাবিও উঠেছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল এস কে মোলে আরও বলেন, সাধারণ মানুষের দাবি মেনে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় বনাঞ্চল সংলগ্ন ৭২ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাটারিচালিত ফেন্সিং বসানো হবে। ইতিমধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। কাজ দ্রুত শুরু হবে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ওই বেড়া বসাতে জন্য প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, যেখানে আগের বেড়া বিকল হয়েছে সেখানে নতুন বেড়া বসানো হবে। সেই হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি রেঞ্জে ১০ কিলোমিটার করে ব্যাটারিচালিত বেড়া বসবে।

পাতার তৈরি বাঁশি, মনের সুখে বাজান শিল্পী! মুগ্ধ সকলে

অভিষেক দাস, মালদা, ১৪ জুন ঃ পাতার তৈরি বাঁশি, মনের সুখে বাজান শিল্পী। দেশাত্মবোধক হোক বা ভাওয়াইয়া, গাছের পাতা ঠোঁটের উপর চেপে সুর তুলছেন গ্রামের এক শিল্পী। পাতার তৈরি বাঁশির সুরে মুগ্ধ সকলেই। এমনই মন জুড়ে যাওয়া সুরের সন্ধান পেলাম আমারা। শখ করে শিখেছিলেন বাঁশি বাজানো। প্রথাগত বিদ্যা তাঁর নেই। তবুও তিনি এক শিল্পী। অন্যান্য প্রতিভা তাঁর। গাছের পাতার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন সুর। বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে বাঁশি বানিয়ে অনায়াসে মন মোহিত করেন। তিনি আর কেউ নন তিনি মালদার চাঁচল ২ নং ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হবিনাগর গ্রামের বাসিন্দা মহব্বুল হক। চাঁচল ২ ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের

তৃণমূলের সদস্য তিনি। পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই হবিনগরের বাসিন্দা তিনি। তার দেশাত্মবোধক সূরে ভিড় এলাকার শিশুরা। কখনও লেবুপাতা ও আবার কখনও আম,জাম ও কাঠালের পাতায় সুরের সন্ধান পান মহবুবল। মুখে পাতা দিলেই বেজে উঠে জাতীয় সঙ্গীত সহ বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধক সুর। বাড়ির বাগানেই একাধিক গাছের চারা রোপন করেছেন তিনি। তবে ছোটবেলা থেকে গানবাজনার প্রতি আকর্ষণ বা টান থাকলেও সেটাকে পাথের করেননি মহবুবল। মাঝমাঝে গাছের পাতা দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে মন ভালো করেন তিনি। মহবুবল জানান, ছোটবেলা এলাকায় মাদুর শিল্পীদের আনাগোনা ছিল। সেই মাদুর শিল্পীকে দেখতাম,পাতা ছিঁড়ে বাঁশি বাজাতে। সেই মাদুর শিল্পীদের কাছ থেকেই শেখা।তাদের কাছ থেকে পাতা দিয়ে বাঁশি বাজানো শিখেছিলাম। তারপর থেকে এলাকার ক্লাবে প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবসের দিন এখনও এভাবে পাতা দিয়ে দেশাত্মবোধক সুরে বাঁশি বাজাই।

কামাখ্যা এবং গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৪ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার আওতাধীন রেলওয়ের জমিতে অননুমোদিত দখল অপসারণের জন্য সক্রিয়ভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। রেলওয়ের জমিতে অননুমোদিত দখল অপসারণের এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সম্প্রতি কামাখ্যা এবং গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে সফলভাবে একটি যৌথ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযান রেলওয়ে কিলোমিটার নং. ৮০ থেকে ১০০ -এর মধ্যে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত চালানো হয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো রেলওয়ে পরিকাঠামোর সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচালনাগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য অবৈধভাবে দখলকৃত জমি দখলমুক্ত করা। উচ্ছেদ অভিযান একাধিক বিভাগ এবং নিরাপত্তা সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতায় করা হয়। এই অভিযানে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মোট ১০ জন কর্মী, গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের ৭ জন কর্মী, পানবাজার ও ফ্যান্সি বাজার পুলিশ স্টেশনের ৬ জন পুলিশ কর্মী এবং এসএসইপি.ওয়ে বিভাগের ২০ জন কর্মচারী ছিলেন। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় রেলওয়ের সম্পত্তি দখল করে থাকা ২৯টি অননুমোদিত কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়। পুরো অভিযানটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে চালানো হয় এবং অভিযান চলাকালীন সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত অংশগ্রহণকারী দলের তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পদক্ষেপের প্রশংসা করে এবং রেলের জমি রক্ষা, যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের পরিকাঠামোগত বিকাশকে সুবিধাজনক করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সচেতনতামূলক অভিযান, নজরদারি টহল এবং কঠোর আইন প্রয়োগমূলক পদক্ষেপগুলি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং এর সুরক্ষা ইউনিট দ্বারা আরও অননুমোদিত দখল রোধ করতে ব্যবহৃত কৌশলগত পদক্ষেপের অংশ।

আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের কোটি কোটি টাকা লুট, ক্ষোভে ফুঁসছে ডুয়ার্স

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৪ জুন ঃ আদিবাসী চা বাগান শ্রমিকদের কোটি কোটি টাকা লুট, অভিযোগের তীর পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ মন্ত্রীর দূরের আত্মীয়ের বিরুদ্ধেই, ক্ষোভে ফুঁসছে ডুয়ার্স। অতীতে কমবেশি সমগ্র রাজ্যেবাসী চিট ফান্ডের কবলে পরে লুট হবার পর এবার আদিবাসী মহিলা চা শ্রমিকদের প্রায় দু কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রাজ্যেরই অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ মন্ত্রীর দুর সম্পর্কের আত্মীযর বিরুদ্ধে, ক্ষোভে ফুঁসছে ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজ । মালবাজার মহকুমার একাধিক চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি কর হয় গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীর নাম করে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি থেকে ঋণ তুলে প্রতারণা করার অভিযোগ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নাগেশ্বরী চা বাগানের বাসিন্দা জয়চিক বড়াইক এবং নেওড়া চা বাগানের বাসিন্দা, প্রেম চাঁদ মাহালি র বিরুদ্ধে। প্রতারিত মহিলাদের অভিযোগ জয়চিক বড়াইক সম্পর্কে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক এর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মালবাজার মহাকুমার মেটেলি ব্লকের আইভিল, নাগেশ্বর, চুলসা সহ বিভিন্ন চা বাগানের শতাধিক মহিলাকে নিয়ে ২০০ থেকে ২৫০টি গোষ্ঠী তৈরি করে প্রায় দু কোটি লুট করেছে বলেই অভিযোগ। তারিত মহিলারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা এবং মেটালির ব্লক সভাপতি স্নমিতা কালান্দির দ্বারস্থ হয়। চলতি মাসে চা বাগানের কয়েকশো মহিলা শ্রমিক কে সাথে নিয়ে মালবাজার শহরের বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির পক্ষ থেকে মালবাজার মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা কৃষ্টান খেরীয়া বলেন, আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এই আদিবাসী অধ্যুষিত ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির নামে কয়েক কোটি টাকার ঘোটালা হয়েছে, যার মূল শিকার হয়েছেন চা বাগানের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকেরা। প্রতারিত মহিলারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা এবং মেটালির ব্লক সভাপতি স্নমিতা কালান্দির দ্বারস্থ হয়। চলতি মাসে চা বাগানের কয়েকশো মহিলা শ্রমিক কে সাথে নিয়ে মালবাজার শহরের বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনশাসক দল তৃণমুল কংগ্রেস চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের নেতা জোসেফ মুন্ডা। প্রতারিত মহিলাদের অভিযোগ, রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম কে অমান্য করেই একের পর এক এক ঋণ দিয়েই চলছে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো। ঋণ পরিশোধ করবার জন্য দিনে রাতে তাদের বাড়িতে হানা দিচ্ছেন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির এজেন্ট । অবিলম্বে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নাগেশ্বরী চা বাগানের এক মহিলা শ্রমিক জানান জয় চিক বাড়াইক জয়লক্ষ্মী অ্যাগ্রো ফার্ম নামে একটি সংস্থা তৈরি করে চা বাগানের কয়েকশো মহিলাকে উপার্জনের পথ দেখানোর নাম করে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এজন্য বিভিন্ন মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি থেকে প্রতারকরা কয়েক কোটি টাকা ঋণ নেয়। শ্রমিক নেতা জোসেফ মুন্ডা বলেন চারজন করে গোষ্ঠী তৈরি করে, এক এক জনের নামে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন তোলা হয়েছে বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির থেকে । সাধারণ গরিব মূলত আদিবাসী চা বাগানের শ্রমিকেরা যদিও অন্যান্য রাও এই প্রতারনার শিকার হয়েছেন কখনোই পারবে না এই বিরাট অংকের লনের কিস্তি পরিশোধ করতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে প্রতারণা করার অভিযোগে মেটেলি থানার পুলিশ নেওড়া চা বাগানের প্রেমচাঁদ মাহালি এবং ইয়ংটং চা বাগানের বাসিন্দা সঞ্জয় মাহালিকে গ্রেপ্তার করেছে। । তবে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মন্ত্রীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় নাগেশ্বরী চা বাগানের বাসিন্দা জয় চিক বড়াইক এখনও অধরা। এই বিষয়ে মন্ত্রী পুত্র তথা রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রোহিত চিক বড়াইক কে টেলিফোন করা হলে তিনি জানান অভিযুক্ত জয় চিক বড়াইকের সাথে আমাদের কোন পারিবারিক সম্পর্ক নেই। যদিও মেটেলি অঞ্চলের বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী তথা পঞ্চায়েত সদস্যা আনি চিক বরাইক এই প্রসঙ্গে জানান, বিষয়টি খুবই গম্ভীর ,চা বাগানে কাজ করা সরল সাদাসিধে আদিবাসী মহিলাদের অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে একটি সংস্থা খুলে এই কাজ করা হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে,এটাও কানে আসছে, রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুল চিক বরাইকের দুর সম্পর্কের আত্মীয় এই জয় চিক বরাইক, আমরা ইতিমধ্যেই প্রতারিত আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছি। পরবর্তীতে এমন ভয়ানক আর্থিক প্রতারণার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে।

পুলিশের উপর আক্রমণ ও গাড়ী ভাঙচুরের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৪ জুন ঃ মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন একাধিক পুলিশ কর্মী। ভাঙচুর করা হয়েছিল পুলিশের গাড়ি। সেই ঘটনায় একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ একটি সুয়োমোটো মামলা রুজু করে। সেই মামলায় তদন্তে নেমে শনিবার সকালে পলাতক দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, ধৃতদের নাম খোকন মন্ডল ও সাজ্জাক মন্ডল। তাদের বাড়ি বাহিরচড়া উত্তরপাড়া ভেজালে পাড়া এলাকায়। শনিবার দুপুরে ধৃত দুজনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে পুলিশ । পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হলে,বিচারক পাঁচ দিনের মঞ্জুর করেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বাহিরচড়া সাহেবনগর এলাকায় দু'দিনব্যাপী একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বেশ কিছু যুবক। গত সোমবার ফাইনালে স্থানীয় বাহিরচড়া ভেজালে পাড়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় স্যাঙ্গালে পাড়া। ওইদিন সন্ধ্যায় তারস্বরে বক্স বা মাইক বাজিয়ে টুর্নামেন্ট জেতার আনন্দ করছিল স্যাঙ্গালে পাড়ার বেশ কিছু যুবক। অতিরিক্ত গরমের কারণে ওইসব যুবকদের মাইক বাজাতে নিষেধ করেন কিছু গ্রামবাসী। এই নিয়ে শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি। পরবর্তীতে দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মারমুখি হয়ে ওঠে। ইট পাটকেল নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই পক্ষ। অন্যদিকে খবর পেয়ে সংঘর্ষ থামাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্থানীয় জনতা, এবার পুলিশকে লক্ষ্য করে দুই পক্ষই ইট ছুটতে থাকে। ইঁটের আঘাতে কমবেশি আহত হন একাধিক পুলিশ কর্মী। অভিযোগ ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ার পাশাপাশি পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর চলায়। রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) এর নেতৃত্বে নবদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরই রনেভঙ্গ দিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুই পক্ষ। বেশি রাতে একটি সুয়োমোটো মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তিওয়ারী জানান, পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় শনিবার সকালে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজতে নিয়ে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে অভিযান চালানো হবে।

এখনই পালিয়ে যান সময় আছে - অবৈধ বাংলাদেশীদের নিয়ে মন্তব্য প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জুন ঃ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ইতিমধ্যে রাজ্যের শাসক দল ভোট ময়দানে নেমে পড়েছেন। যদিও পিছিয়ে নেই বিরোধীরা তবে

কিছুটা হলেও পিছনে ভারতীয় জনতা পার্টি। বিভিন্ন জেলায় নতুন সভাপতি তৈরি হলেও এখনো তৈরি হয়নি রাজ্য সভাপতি হলেন আগামী নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি করতে এখনো জেলা কমিটিগুলি সাজাতে পারেননি তারা। এবার তো অবস্থায় নির্বাচনের আগে তাই তাদের পদক্ষেপগুলি কি হবে তা নিয়ে চিন্তিত নেতৃত্ব থেকে কর্মী সকলেই। গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারের আসনটি হাতছাড়া হয় বিজেপির। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক পরাজিত হন তৃণমূলের কাছে। এরপর বেশকিছু সাংগঠনিক কর্মসূচি হলেও তাতে দেখতে পাওয়া যায়নি প্রাক্তন মন্ত্রীকে। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ১১ বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন যোজনা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন এই সাংবাদিক বৈঠকে। কোচবিহার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ৫৫০ কিলোমিটার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে এখনো বেশ কিছু সীমান্তে কাঁটাতার নেই যদিও রাজ্য কেন্দ্র জমিজট অবশেষে মিটেছে রাজ্য জমি দেওয়ায়। তবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ পিছু ছাড়ছে না কোচবিহারে। এমত অবস্থায় সাংবাদিক বৈঠকের শেষে তাকে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন - নিশ্চিত ভাবে বাংলাদেশিদের সাহায্য করার লোক এখানে রয়েছে। তিনি বলেন সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশী অবৈধভাবে প্রবেশ করে কেউ কাজ করছেন কেউবা অস কাজ করছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পর তারা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। রীতিমতো হুমকির সুরে তিনি বলেন, এখন সঠিক সময় যাদের কাছে সঠিক ভারতীয় নথি নেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছেন তারা এখনই পালিয়ে যান সময় আছে না হলে বড় বিপদ সামনে কিন্তু খুব দ্রুত আসছে। আপনাদেরকে যেতেই হবে যে কোন ভাবে। বেআইনিভাবে যারা ভারতে বসবাস করবে ভারত সরকার কোনোভাবেই তা বরদাস্ত করবে না। আর এই কারণেই প্রচুর মানুষ বুঝতে পেরে পালিয়ে যাচ্ছেন পালিয়ে যাবার সময় তারা যে পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ যেখানে তারা সুবিধে পান সেখান দিয়েই যাচ্ছেন সরাসরি ভাবে তিনি বলেন এই অবৈধ বাংলাদেশিদের সুযোগ সুবিধা করে দেয় শাসকদল। তিনি আরো বলেন যারা যারা এভাবে পালিয়ে যেতে চাইছেন তারা কোন কোন তৃণমূল নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ভাবে তদন্ত করব। পুশ ব্যাক প্রসঙ্গে তিনি সরাসরি উত্তর দিয়ে বলেন - বাংলাদেশের বিমানবন্দর গুলির দিকে নজর রাখুন আপনারা আপনাদের উত্তর পেয়ে যাবেন। দীর্ঘদিন বাদে অনুপ্রবেশ নিয়ে কিন্তু সরাসরি ভাবে শাসকদলের দলের কথাই আরো একবার তুলে ধরলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। আগামী ২৬ এর নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন কর্মীরা তৈরি রয়েছে সময়মতো সবাই মাঠে নামবে মানুষ বিজেপির সাথে আছে অপেক্ষা করুন সব উত্তর সামনে পাবেন। দীর্ঘদিন বাদে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে শাসক বিরোধী মন্তব্য করতে দেখা গেল। যদিও তার শনিবারের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির বেশ কিছু কর্মী সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যঙ্গ করে পোস্ট করেছেন তবে তা নিয়ে কোন উত্তর দেননি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। যদিও এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। গিরিন বাবু বলেন - আন্তর্জাতিক সীমান্তের দাযিত্ব বিএসএফের হাতে যা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। কিভাবে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে প্রবেশ করল। এর সাথে বিজেপি যুক্ত থাকতে পারে তৃণমূল নয়। পাশাপাশি তিনি বলেন নিশীথ প্রামানিক দ্বিচারিতা করেছেন সেই জন্যই মানুষ তার সঠিক জবাব দিয়েছে আগামী দিনেও মানুষ সঠিক জবাব দেবে। এখনো ২৬ এর নির্বাচনের আগে বেশ কিছুটা সময় বাকি তার আগে আরো একবার শাসক ও শাসক বিরোধী বক্তব্যে সরগরম কোচবিহারের রাজনীতি।

চিকিৎসার গাফিলতির জেরে সদ্যজাত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ জুন ঃ ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু। অভিযোগ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকের গাফলতির জেরেই ওই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের লোকজন ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের সুপার ও ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জামবনী থানার গিধনি এলাকার বাসিন্দা নীলাঞ্জনা সেতুয়ার প্রসব যন্ত্রনা নিয়ে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হোন। দিনভর প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করেন ওই প্রসূতি। প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ প্রসূতি হাসপাতালে যন্ত্রণায় ছটফট করলেও চিকিৎসক ও নার্সরা কোনো গুরুত্ব দেননি। এমন কি পেটের মধ্যে থাকা বাচ্চাটি ১৫ মিনিট আগে সুস্থ ছিল বলে জানার চিকিৎসকরা। চিকিৎসার গাফিলাতির জেরে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি তোলেন পরিবারের সদস্যরা।

দিঘায় উঠবে রেকর্ড পরিমানে ইলিশ! আশাবাদী মৎস্য ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুন ঃ ব্র্যান পিরিয়ড শেষে মৎস্য অভিযান শুরু। ১৪ জুন শেষ হচ্ছে ব্যান পিরিযড়। মৎস্য আহরণে বেরোচ্ছে ট্রলার। পরপর দু'বছর সেভাবে ইলিশ দেখা যায়নি দিঘা সমুদ্রে। তবে চলতি বছর ইলিশ নিয়ে আশাবাদী মৎস্যজীবীরা। ভোজন রসিক বাঙালিদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তার সবচেয়ে প্রিয় মাছ কি? তাহলে উত্তর আসবে ইলিশ! ইলিশ মাছ বাঙালিদের মনে আলাদা নস্টালজিয়া তৈরি করে। ইলিশ মাছের পদ সহকারে মধ্যাহ্নভোজ রসনা তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলায়। প্রতি মাছ ধরার মরশুমে ইলিশের খোঁজে পাড়ি দেয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২ হাজার মাছ ধরার ট্রলার, লঞ্চ ও যন্ত্র চালিত নৌকো। ১৪ জুন ব্যান পিরিয়ড কাটিয়ে ইলিশের খোঁজে সমুদ্র পাড়ি দেবে, মাছ ধরার ট্রলার লঞ্চ সহ নৌকো। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার আগে চলতি মরশুমে ইলিশ ভালো মিলবে বলে আশাবাদী মৎস্যজীবীরা।

বাইক রাইডে গিয়ে অঘটন, ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু ২ ভাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৪ জুন ঃ ঘুরতে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণে গেল একই বাড়ির দুই কিশোরের। তাঁরা সম্পর্কে তুতো ভাই। শুক্রবার গভীর রাতে রামপুরহাট-দুমকা রাজ্য সড়কে ঝাড়খণ্ডের শিকারীপাড়া থানার মস্তান মোড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করেছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই কিশোরের নাম কুন্দন আনসারি (১৭) ও মুজাহিদ আনসারি (১৬)। দু'জনই রামপুরহাট শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিতপুর এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে কুন্দন ও মুজাহিদ বাইকে করে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া ম্যাসাঞ্জোর বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে বাড়ির লোকের সঙ্গে ফোনে কথাও বলে। সন্ধ্যায় ফিরে আসার কথা ছিল তাদের। সেই মতোই সেখান থেকে বাড়িতে আসার জন্য রওনা হয় তারা। ফেরার সময় রামপুরহাট-দুমকা সশকের ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন সুড়চুিয়া এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের বাইক। মস্তান মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারে ধাক্কা মারে তারা। তাতেই রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুই ভাই। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাদের। প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা জানায় দুই ভাইয়ের বাইক প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারটিকে দেখতে পায়নি তারা। তাতেই দুর্ঘটনা ও মৃত্যু। ঝাড়খণ্ড পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুমকা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। দুই ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে নিশ্চিতপুর এলাকায়।

পাখিদের জল খাওয়ার জন্য মাটির ভাঁড়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ওআরএস রাখা হল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৪ জুন ঃ তীব্র দাবদাহে পরিবেশে থাকা পাখিদের কথা চিন্তা করে, সামাজিক সংগঠন এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে নদীয়ার শান্তিপুরে প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তায় লাগানো হলো পাখিদের জল খাওয়ার জন্য মাটির ভাঁড়ে দেওয়া হল ওআরএস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল। একদিকে প্রখর দাবদাহ বৃষ্টির দেখা নেই, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি সকলেরই জীবন ওষ্ঠাগত। তাই এবার পাখিদের কথা চিন্তা করে মাটির ভারে ওআরএস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ রাস্তার পাশে এবং বিভিন্ন জায়গার গাছে পাখিদের জল খাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা এবং স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা। শান্তিপুরের বন্ধু সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি এলাকার একাধিক ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে পাখিদের জল খাওয়ার ব্যবস্থাপনার এই কর্মকাণ্ডে। বর্তমানে প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তায় পাশে থাকা গাছে পাখিদের জল খাওয়ার জন্য মাটির ভার বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ওআরএস দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন সকালে এই সমস্ত ভারে জল দেবেন সংগঠনের সদস্যরা। যাতে করে পাখিরা ঠিকঠাকভাবে থাকতে পারে এবং তাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় সেই কারণেই তাদের এই উদ্যোগ বলে জানান সংগঠনের সদস্য জয়ন্ত পাল।

ইলেকট্রিক স্কুটি তৈরির কারখানায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত হাটপুকুর এলাকায় শনিবার রাতে একটি ইলেকট্রিক স্কুটি তৈরি কারখানায় হঠাৎ আগুন লাগে। এলাকার মানুষ দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি মেমারি থানায় ও দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন কাজ করলেও পরবর্তীতে আরো তিনটি ইঞ্জিন ঘটনা স্থলে আসে এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। প্রাথমিকভাবে যেটা জানা যাচ্ছে, ওই কারখানার ভেতরে ইলেকট্রিক স্কুটি তৈরি অনেক সরঞ্জাম যেগুলি দাহ্য পদার্থ হওয়ায় আগুন ভয়ানক আকার ধারণ করে। তিনটি গোডাউনের মধ্যে দুটি গোডাউন সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ কত! এবং কি কারনে আগুন লেগেছে তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

কাটিহার ডিভিশনে সিসিটিভি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-১৭, তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং, কিষাণগঞ্জ এবং কাটিহার স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,১৪,২৩,৪০১.১৪ টাকা, বায়নার ধনঃ ৩,৫৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নাকপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং-০৭ তারিখ- ২৮. ০৪. ১৯৫৩
গ্রাম- চড়কডাঙ্গি, পোঃ বাহাদুর, থানাঃ কোতোয়ালী, জলপাইগুড়ি

এতদ্বারা সমিতির সকল / সদস্য সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ২০.০৭. ২০২৫ সকাল ১১টায় সমিতির অফিসে, গ্রাম- চড়কডাঙ্গি, পোঃ বাহাদুর, থানাঃ কোতোয়ালী, জলপাইগুড়ি-তে সমিতির বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচন হবে। এই উপলক্ষ্যে সময়সূচি প্রকাশ হয়, ইং ১৩. ০৬. ২০২৫ তারিখে এবং মনোনয়ন পত্র বিলি ও গ্রহনের তারিখ ও সময় ১৮.০৬. ২০২৫ থেকে ২০.০৬. ২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত, সমিতির কার্যালয়ে। বিশদভাবে জানার জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে।

পক্ষে,
HDE,
নাকপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

উত্তর পূর্ব রেলপথ

ওয়েবসাইটঃwww.ner.indianrailways.gov.in
http://www.ireps.gov.in
ইমেইলঃ dieseldepotizn@gmail.com
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০১, তারিখ ১১-০৬-২০২৫
ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ইজ্জতনগরের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নিম্নলিখিত জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। জিনিসপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং অন্যান্য শর্তাবলী https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আইটেম নং-১, টেন্ডার নংঃ ৪৪২৪৫২২৪, খোলার তারিখ ২৮-০৭-২০২৫, দোকানের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ইউনিভার্সাল মাল্টিপারপাস আর্মেচার মেশিন (সংযোজন-১ এবং ২ অনুসারে বিশদ এবং স্পেসিফিকেশন নং IR/ UAM /2023) পরিমাণ। প্রয়োজনীয়ঃ ০১ নং, EMD (টাকা): ২,৯৯,২০০-,

সহকারী উপাদান ব্যবস্থাপক (ডিএসএল)
CPRO/ S-17 ইজ্জতনগর

কখনও ছাদ এবং পায়ের তক্তার উপর ভ্রমণ করবেন না।

আলিপুরদুয়ার জংশনে টিআরআর (পি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৪১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১১-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ১৩-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ নিউ মাল জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)- টিআরআর (পি)-৬.১০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ৯৯,৫৫,১৫১.০১/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৯৯,১০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

খাবার-দাবার

দেশের পাঁচ জগন্নাথ মন্দির

হিন্দুদের ঘুরতে যাওয়ার প্রচুর জায়গ রয়েছে। সেই ঘুরতে যাবার কথা মুখে এলেই মনে পড়ে জগন্নাথদেবের কথা। মাথায় আসে পুরীর র নাম। যুগ-যুগ ধরে বিস্ময়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দির। প্রভুর আর্শীবাদ নিতে যেখানে প্রতিদিন লখ লাখ বছর ভক্তের ভীড় হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোই মন্দির করা হয়েছে। তবে জানেন কি জগন্নাথ মন্দির মানেই শুধু পুরী নয়! বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে জগন্নাথের মন্দির।

শ্রী জগন্নাথ মন্দির হায়দরাবাদ-পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে হায়দরাবাদের বানজারা হিল রোডের ধারে গড়ে উঠেছে এই জগন্নাথ মঃিদর। ২০০৯ সালে তৈরি হয় এই মন্দির। পুরীর মন্দিরের অনুকরণেই মন্দির তৈরি করেন হায়দরাবাদের বসবাসকারী ওড়িয়া কমিউনিটি। প্রতিবছর নিয়ম মেনেই রথযাত্রা হয়। সেক্ষেত্রে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিয়ম মানা হয়। নিত্যপুজোর ক্ষেত্রেও পুরীর মন্দিরেই নিয়ম মানা হয় এখানে। মন্দিরে জগন্নাথদেবের সঙ্গে লক্ষ্মী, শিব, গণেশ, হনুমানের মূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরের জন্য কলিঙ্গ কালচার ট্রাস্ট নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তারাই মন্দির পরিচালনা করে।

জগন্নাথ মন্দির আহমেদাবাদ ঃ আহমেদাবাদে জগন্নাথদেবের মন্দির গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে অলৌলিক ইতিহাস। কথিত, হনুমান দাসজি নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ আহমেদাবাদে আসেন। স্থানীয় এক জঙ্গলে তিনি আশ্রয় নেন। পরে তিনি রামভক্ত হনুমানের পুজো শুরু করেন। হনুমান দাসজি ওই অঞ্চলে থাকাকালীন নানান অলৌলিক কাণ্ড ঘটে বলে দাবি করেন স্থানীয়রা। গড়ে ওঠে মন্দির। তবে তা জগন্নাথ মন্দির নয়। হনুমান দাসজির পরে ওই মন্দিরের দায়িত্ব নেন সাধু সারঙ্গ দাসজি। তিনি আবার জগন্নাথদেবের ভক্ত ছিলেন। কথিত, ওই মন্দিরের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পান। তারপরই জগন্নাথ দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয়। এইভাবেই হনুমান মন্দির জগন্নাথ মন্দিরের রূপ পায়।

জগন্নাথ মন্দির বেঙ্গালুরু ঃ এই জগন্নাথ মঃিদরটি বেঙ্গালুরুর আগারার সারজাপুর রোডে তৈরি হয়েছে। এখানে পুরীর মন্দিরের নিয়মানুযায়ী জগন্নাথদেবের পুজো করা হয়। রথযাত্রার সময় এখানে পনেরো হাজারেরও বেশি ভক্তের সমাগম হয়। মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেঙ্গালুরুর শ্রী জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। তারাই দেখভাল করে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার সঙ্গে প্রায় চার মিটার নৃসিংহ এবং তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদের একটি মূর্তিও রয়েছে।

শ্রী জগন্নাথ মন্দির দিল্লি- দিল্লির জগন্নাথ মন্দির নয়া দিল্লির অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান। মন্দিরটি ওড়িশার পুরীর বিশ্বখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিরূপ। এই উপাসনালয়ে ওড়িশার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। দিল্লিতে বসবাসকারী ওড়িয়া সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত।

জগন্নাথ মন্দির রাঁচি -বরকগড়ের রাজা আনি নাথ শাহদেও ১৬৯১ সালে এই জগন্নাথ মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দিরটির কারুকার্য চোখ টানার মতো। উচ্চতাও অনেক। যা সবার চোখ টানে। জগন্নাথ মন্দির রাঁচির অন্যতম বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরে যাওয়ার জন্য দু'টি রাস্তা রয়েছে একটি পথ দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। অন্য পথ দিয়ে গাড়ি করেও যাওয়া যায়।

বর্ষার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চলে আসুন সেরা গন্তব্য ঝাড়খণ্ড-ওড়িশায়

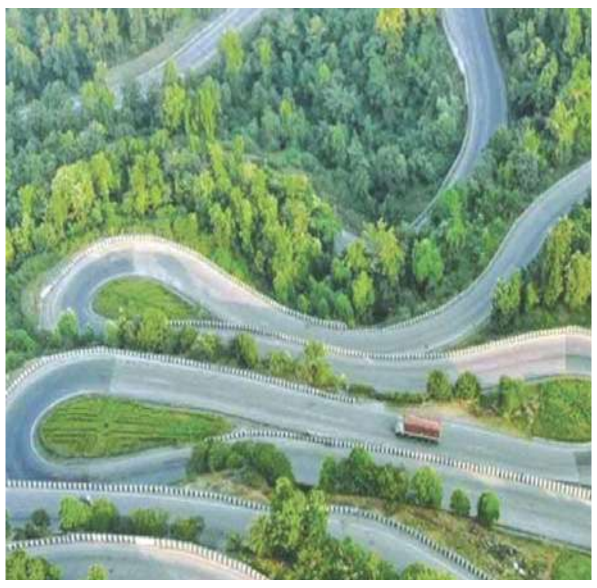

বর্ষায় রূপ বদলায় নেচারের! শহরের প্যাচপ্যাচে কাদা, জমা জল, ভেজা বর্ষাতি আর রোজকার একঘেয়ে রুটিন ছেড়ে মন টানে জলে ভেজা সবুজে ঘেরা প্রকৃতির দিকে। মন চায় প্রকৃতির মাঝে কয়েকটা দিন ঘুরে আসতে। বর্ষার উত্তরবঙ্গ, দিঘা, মন্দারমণি এখন প্রায় বাদ, তার বদলে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের একাধিক এলাকা। দেওয়া হল কিছু বেড়ানোর জায়গার খোঁজ খবর-

গালুডি, ঝাড়খণ্ডঃ সুবর্ণরেখার পাশে ছোট্ট শহর। তাকে জড়িয়ে রেখেছে সাতগুরুম নদী ও তার শাখারা। ঘাটশিলা থেকে ৯ কিলোমিটার এবং জামশেদপুর থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরের শহরের বর্ষাভেজা জঙ্গলে মোড়া পথে হাঁটলে মন শান্ত হতে বাধ্য। জঙ্গলের রাস্তায় দেখা মিলতেই পারে হাতি বা হরিণের। চাইলে নেকড়া ডুঙরি, ফুলডুঙরি কিংবা রুক্মিনী পাহাড়ে ট্রেকও করে আসতে পারেন। সুবর্ণরেখার পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখতেও মন্দ লাগবে না। সঙ্গে গাড়ি থাকলে বা লোকাল গাড়ি ভাড়া নিয়ে ৪ কিলোমিটার দূরের বুরুডি লেক কিংবা ধারাগিরি জলপ্রপাত থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেন। হাতে ২-৩ দিনের ছুটি থাকলে চলে যেতেই পাড়েন গালুডি।

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ঃ বর্ষায় সৌন্দর্য বাড়ে জলপ্রপাতগুলির। মরশুমি বারিধারায় পুষ্ট হয় জলপ্রপাতের উৎসরা। ফলে জলপ্রপাতের দামাল রূপ দেখে মুগ্ধ হন পর্যটকরা। সেই রূপ দেখতে হলে হাতেগোনা কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন পড়শি রাজ্যের ধানবাদ থেকে। সেখানে রয়েছে ভাতিন্ডা এবং বামনগোড়া জলপ্রপাত। শুধু ঝরনা নয়, দেখে নিতে পারেন পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধার। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু মন্দিরও। চাইলে রোড ট্রিপে ঘুরে আসতে পারেন এই শহর থেকে।

পাত্রাতু ভ্যালি, ঝাড়খণ্ড ঃ পর্যটনের মানচিত্রে নবীন রাঁচির এই পাত্রাতু ভ্যালি। রাঁচি শহর থেকে এর দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। পত্রাতুর সৌন্দর্য শুরু হয় শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে খানিক এগোলেই। চড়াই শুরু হওয়ার আগেই শুরু হয়ে যায় প্রকৃতির উজাড় করা রূপ। বর্ষার দিনে পত্রাতু ঘন সবুজ। অনুচ্চ পাহাড়ের বুকে এঁকেবেঁকে উঠেছে কালো পিচের মসৃণ রাস্তা। এখানে রয়েছে নানা ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা। পাত্রাতু থেকে পালানি জলপ্রপাতের দূরত্ব মাত্র ৯ কিলোমিটার। বর্ষায় রাস্তাটি বেশ উপভোগ করার মতো।

সন ঘাগরা জলপ্রপাত, ওড়িশা ঃ ওড়িশার কেন্দুঝার শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ' অর্থ ছোট এবং ঘাগরা অর্থ জলপ্রপাত। জলপ্রপাতটি মাছ কান্দানা নদীর উপর অবস্থিত। সবুজে মোড়া। চারিদিকে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের জন্য বেশ আকর্ষণীয়। জলের আওয়াজ শুনতে শুনতে কীভাবে সময়টা কেটে যাবে, তা বোঝাও যাবে না।

কানহাকুণ্ড, ওড়িশা ঃ পড়শি রাজ্যের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কানহাকুণ্ড। ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে ওড়িশার কালাহান্ডি জেলায় অবস্থিত। হাইকিংয়ের জন্য আদর্শ। বর্ষায় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে এই গিরিখাত। তাহলে আরও দেরি করবেন না, অফিস ছুটি নিয়ে প্রিয়জন আর পরিবারকে নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন, প্রকৃতির বর্ষায় রূপ উপবোগ করে নিন।

প্রত্যন্ত বানিবন রামরাজাতলার কম্পিউটার সেন্টারে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে করা হলো গাছ বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ১৪ জুন ঃ শ্যামপুর ১ ব্লকের ধান্দালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিবন রামরাজাতলায় সুরাধা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিচালিত যুব কম্পিউটার সেন্টারে রবীন্দ্র-নজরুল জযন্তী উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গাছ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে দেশের শহিদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কম্পিউটার সেন্টারটি প্রয়াত রাধারানী গের ও সুধীর চন্দ্র গেরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত, বক্তৃতা, নৃত্য, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শান্তি গের, ডা. রামকৃষ্ণ গের, রঘুনাথ গের, সেন্টারের প্রশিক্ষিকা শম্পা আদক, ইনচার্জ বৃষ্টি দাস, রাজা গের, সেক্রেটারি শক্তি গের সহ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ।অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়, যা পরিবেশ সচেতনতার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সকলের উৎসাহপূর্ণ অংশগ্রহণ এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা ও সমাজসেবার প্রতি যুব কম্পিউটার সেন্টারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে। সুরাধা ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ স্থানীয় সম্প্রদায়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শান্তি গের বলেন-সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এবং তরুণ প্রজন্মের মাঝে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সচেতনতা ছড়িয়ে দিতেই সংস্থার পক্ষে এই সাংস্কৃতিক আয়োজন।

বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়ে রেকর্ড গড়ল ভারত

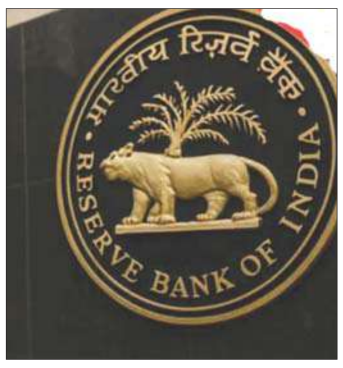

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হযেছে। রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯৬.৬৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। রিজার্ভের এই পরিমাণ

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হযেছে। রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িযেছে ৬৯৬.৬৫৬ বিলিযন্ মার্কিন ডলারে, যা ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। রিজার্ভের এই পরিমাণ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত সর্বোচ্চ ৭০৪.৮৯ বিলিযন্ ডলারের মাত্র ১.২ নিচে। এই তথ্য প্রকাশ করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

এর আগের সপ্তাহে, ৩০ মে শেষ হওয়া সপ্তাহে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ১.২৩ বিলিয়ন ডলারের পতন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জুনের প্রথম সপ্তাহে অর্থা ৬ জুন শেষ হওয়া সপ্তাহে রিজার্ভে রেকর্ড ৫.১৭ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়েছে। RBI-এর তথ্য অনুযায়ী, এই বৃদ্ধির মূল উৎস হলো ফরেন কারেন্সি অ্যাসেটস বা বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ, যা বেড়েছে ৩.৪৭২ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে ফরেন কারেন্সি অ্যাসেটসের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮৭.৬৮৭ বিলিয়ন ডলার। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে সোনার রিজার্ভে। ৩০ মে থেকে ৬ জুনের মধ্যে ভারতের সোনার রিজার্ভ বেড়েছে ১.৫৮৩ বিলিয়ন ডলার এবং বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৮৫.৮৮৮ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালের তুলনায় বর্তমানে RBI-এর সোনা সংরক্ষণ দ্বিগুণ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছে, আর সেই প্রেক্ষিতেই ভারতও তার রিজার্ভে সোনার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। ২০২২ সালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ৭১ বিলিয়ন ডলারের পতন ঘটেছিল, কিন্তু ২০২৩ সালে তা আবার ঘুরে দাঁড়ায় এবং ৫৮ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়। ২০২৪ সালে মোট রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় ২০ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ RBI বাজারে হস্তক্ষেপ করে থাকে, বিশেষত যখন টাকা অতিমাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে বা হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি হয়। রুপি শক্তিশালী থাকলে RBI ডলার কিনে রিজার্ভ বাড়ায় এবং দুর্বল হলে বিক্রি করে রুপি রক্ষা করে। সম্প্রতি গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার দেশের প্রায় ১১ মাসের আমদানি খরচ মেটাতে সক্ষম এবং ৯৬ শতাংশ বহির্বিশ্ব ঋণ মেটানোর মতো যথেষ্ট।

চিকিৎসায় জালিয়াতিতে আমেরিকায় দোষী সাব্যস্ত বাঙালি চিকিৎসক!

ওয়াশিংটন, ১৪ জুন ঃ চিকিৎসা জালিয়াতির অপরাধে দশ বছরের জেল হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মার্কিন মহিলার। বাঙালিনী এই মহিলার নাম মণা ঘোষ। বয়স ৫২ বছর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এমন পরিষেবার জন্য 'রিইম্বার্সমেন্ট ক্লেম' করেন, যা হয় সরবরাহ করা হয়নি অথবা চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় ছিল না। আদালতে আইনজীবীরা অভিযোগ করেন, এই ধরনের জালিয়াতি রোগীদের স্বাস্থ্য এবং প্রজনন ক্ষমতাকে বিপন্ন করেছে। এবার সেই অপরাধেই জেলেযেতে হল মণাকে।

২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে 'মেডিকেইড' ও 'ট্রাইকেয়ার' মতো সংস্থার কাছে বহু ক্লেম জমা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির কাছেও তিনি ক্লেম করেন। পাশাপাশি নিজের সংস্থার কর্মীদেরও তিনি একই নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'প্রোগ্রেসিভ উওমেনস হেলথকেয়ার' নামের একটি প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ কেন্দ্র চালাতেন মণা।এন্ডোমেট্রিয়াল অ্যাবলেশন এবং বায়োপসি, আলট্রা সাউন্ড, টিকা, রক্ত পরীক্ষা এবং যৌনবাহিত রোগের পরীক্ষার ভুয়ো বিল বানাতেন তিনি। সব মিলিয়ে তাঁর জালিয়াতির জাল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গত বছরের ২৭ জুন দোষী সাব্য হয়েছিলেন মণা। এবার তাঁকে সাজা শোনানো হল। দশ বছরের কারাবাসের পাশাপাশি ১৫ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১২.৫ কোটি টাকা) দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে।

Name Change

I, Saddam Mollik (Old Name) S/O–Abdul Rashid Mallick resident of Vill-Barafkhana , Po-Roshnabagh , PS- Murshidabad , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742164 do hereby decrale that I have changed my name from Saddam Mollik to Saddam Mallick and hencefort I shall be known as Saddam Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Saddam Mallick & Saddam Mollik both are same and one identical person.

Name Change

I, Badnoor (Old Name) W/O–Late Md Omar Qasmi resident of Vill- Shirishbona, Po- Talbangrua , PS-Harishchandrapur, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732125 do hereby decrale that I have changed my name from Badnoor to Badnur Bibi and hencefort I shall be known as Badnur Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Badnur Bibi & Badnoor both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Yusuf, My faher's (Old Name) (Late) Mohammed Umar S/O–Late Abu Bakar resident of Vill- Shirishbona , Po- Talbangrua, PS-Harishchandrapur, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732125 do hereby decrale that I have changed my faher's name from (Late) Mohammed Umar to (late) Md Omar Qasmi and henceforth my faher's name shall be known as (Late) Md Omar Qasmi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My faher's name (Late) Md Omar Qasmi & (Late) Mohammed Umar both are same and one identical person.

Name Change

I, Masood Zafar Alauddin (Old Name) S/O–Alauddin Bilal Husain resident of Vill-Bishanpur , Po-Dhangara , PS-Chanchal , Dist-Malda, West Bengal, Pin-732125 do hereby decrale that I have changed my name from Masood Zafar Alauddin to Masood Zafar and hencefort I shall be known as Masood Zafar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Masood Zafar & Masood Zafar Alauddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Liakot Ali (Old Name) S/O–Alahi Box resident of Vill- Jugore , Po- Harhari , PS-Sagardighi , Dist-Jangipur, West Bengal, Pin- 742226 do hereby decrale that I have changed my name from Liakot Ali to Liakat Ali and hencefort I shall be known as Liakat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Liakat Ali & Liakot Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Laku Buddin Sk (Old Name) S/O–Ainal Sk resident of Vill & Po-Muniadihi, PS-Burwan , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161 do hereby decrale that I have changed my name from Laku Buddin Sk to Laku Baddin Sk and hencefort I shall be known as Laku Baddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Laku Baddin Sk & Laku Buddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Gamesd Sekh (Old Name) S/O– Fakir Shekh resident of Vill- Paharpur , Po-Baligokulpur , PS-Murshidabad , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby decrale that I have changed my name from Gamesd Sekh to Jamsed Sk and hencefort I shall be known as Jamsed Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/06/2025 . My name Jamsed Sk & Gamesd Sekh both are same and one identical person.

চুক্তি না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে', ইরানকে হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৪ জুন ঃ আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি নিয়ে ডামাডোলের মাঝেই ইরানে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এই ঘটনার জন্য এবার ইরানকেই দায়ী করলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। কার্যত তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আমেরিকার দাবি না মানার জন্যই এমন হামলার মুখে পড়তে হয়েছে তেহরানকে। শুরু তাই নয়, আগামী দিনে ইরানের মাটিতে আরও বড় হামলা হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এই হামলার পর সোশাল মিডিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'এর মধ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। তবে এই হত্যা ও হামলা রোখার সময় এখনও রয়েছে ইরানের হাতে। সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগে এবং একসময় পরিচিত ইরান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে ইরানকে অবশ্যই চুক্তি করতে হবে।' শুধু তাই নয় ট্রাম্প আগেই জানিয়ে ছিলেন, ইজরায়েল যে ইরানে হামলা চালাবে সে তথ্য আগে থেকেই ছিল তাদের কাছে। সেই সূত্র ধরেই সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ' মনে হয় অসাধারণ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। আমরা ইরানকে অনেক সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এরপর যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে। তবে এটা কেবল শুরু, আরও অনেক কিছু হতে বাকি।' তবে হামলায় যে আমেরিকার কোনও যোগ নেই সে কথাও স্পষ্ট করে দেন ট্রাম্প।

উল্লেখ্য, ইরান পরমাণু শক্তিধর হোক, তা কোনওভাবেই চায় না পশ্চিমী বিশ্ব। আপত্তিকে ফুঁকারে উড়িয়ে ইরানের পরমাণু হওয়ার প্রচেষ্টার জেরে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ক্ষুব্ধ আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালে একটি পরমাণু চুক্তি করে ইরান। ওই চুক্তি অনুযায়ী ইরান নিজেদের পরমাণু প্রকল্প সীমিত করবে। এর বিনিময়ে তেহরানের ওপর থেকে তুলে নেওয়া হবে নিষেধাজ্ঞা। ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আসার পরই সেই চুক্তি থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নেন ট্রাম্প। গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় বসার পর তেহরানের সঙ্গে এ-সংক্রান্ত চুক্তি নতুন করে করতে আবার তৎপর হয়েছেন তিনি। তবে নয়া চুক্তিতে একাধিক মার্কিন শর্তে আপত্তি জানিয়েছে ইরান। যার জন্যই ক্ষুব্দ হয় হোয়াইট হাউস।

এই পরিস্থিতির মাঝেই শুক্রবার সকালে অপারেশন রাইজিং লায়ন শুরু করে তেল আভিভ। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডারের। প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছা।াও পারমাণবিক গবেষণাকারী অন্তত ৬ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। বহু সেনাকর্মী এবং আধিকারিকেরও মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলি হামলায়।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ট্রেনগুলির রুট নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ

গোরখপুর, ১৪ জুন ঃ উত্তর রেলওয়ের লখনউ বিভাগের অধীনে উত্তরেটিয়া-রায়বরেলি রেলওয়ে সেকশনের মধ্যে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং নম্বর-১৯০ এবং ১৭১-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ট্র্যাফিক এবং বিদ্যুৎ অবরোধের কারণে, ট্রেনগুলির রুট নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করা হবে। রুট পরিবর্তন-- ১৫ জুন, ২০২৫ তারিখে বেনারস থেকে ছেড়ে যাওয়া ১৫১১৯ বেনারস-দেরাদুন জনতা এক্সপ্রেসটি মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জংশন-সুলতানপুর-উত্রেটিয়া রুটে ডাইভার্ট করা হবে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি চিলবিলা, মা চণ্ডিকা দেবী ধাম অন্তু, মিসরৌলি, আমেথি, গৌরীগঞ্জ, জয়স, ফুরসাতগঞ্জ, রায়বরেলি, হরচাঁদপুর, বাছরাওয়ান স্টেশনে থামবে না।- ১৩০০৬ অমৃতসর-হাওড়া এক্সপ্রেস ১৪ জুন, ২০২৫ তারিখে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়া উত্তরেতিয়া-সুলতানপুর-মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং এর মধ্য দিয়ে চালিত হবে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি বাছরাওয়ান, রায়বেরেলি, জাইস, গৌরিগঞ্জ, আমেঠি স্টেশনে থামবে না।- ১৩০০৫ হাওড়া-অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৪ জুন, ২০২৫-এ হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং-সুলতানপুর-উত্রেটিয়া রুট দিয়ে চালানো হবে। রুট পরিবর্তনের ফলে এই ট্রেন আমেঠি, গৌরিগঞ্জ, জাইস, রায়বেরেলি, বাছরাওয়ান স্টেশনে থামবে না।- ০৪৫২০ বাঠিন্ডা জং.-বারাণসী স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ জুন, ২০২৫ তারিখে বাটিন্ডা থেকে ছেড়ে যাওয়া রুট উত্তরেটিয়া-সুলতানপুর-মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং দিয়ে চালানো হবে। নিয়ন্ত্রণ-- ১৫ জুন ২০২৫ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে চলাচলকারী ১২৮৭৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-পুরী এক্সপ্রেস ৯০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ জুন ২০২৫ তারিখে তনকপুর থেকে চলাচলকারী ১৫০৭৬ তনকপুর-শক্তিনগর এক্সপ্রেস ৩৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট শক্তিশালী করতে ফ্যালকন ৯ উৎক্ষেপণ সফল

বর্তমানে ১২১টি দেশ, অঞ্চল এবং বাজারে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে

১৪ জুন ঃ স্পেসএক্স তার ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে ২৩টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট সফলভাবে নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথে (লো আর্থ অরবিট) উৎক্ষেপণ করেছে। এই স্যাটেলাইটগুলির মধ্যে ১৩টিতে সরাসরি সেলফোন সংযোগ (ডিরেক্ট টু সেল) ক্ষমতা রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। উক্ষেপণটি ১০ জুন ২০২৫ সকাল ১১১ৃ৯ মিনিটে স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪০ থেকে সম্পন্ন হয়। এটি ছিল ২০২৫ সালে স্পেসএক্সের ৪৬তম স্টারলিংক মিশন।

উক্ষেপণের বিবরণ-ফ্যালকন ৯ রকেটটি স্টারলিংক ১২-২৪ মিশনের অংশ হিসেবে উক্ষেপিত হয। এই মিশনে ২৩টি স্টারলিংক ভি২ মিনি অপটিমাইজড স্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠানো হয়, যার মধ্যে ১৩টি সরাসরি সেলফোন সংযোগ প্রদানের ক্ষমতা রাখে। উক্ষেপণের প্রায় আট মিনিট পর রকেটের প্রথম স্তরটি আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত স্পেসএক্সের ড্রোনশিপ ' রিড দ্য ইন্সট্রাকশনস'-এ সফলভাবে অবতরণ করে। এটি ছিল ফ্যালকন ৯-এর প্রথম স্তরের (বুস্টার) ২১তম উড্ডয়ন, যার মধ্যে ১৩টি ছিল স্টারলিংক মিশন। এই অবতরণটি স্পেসএক্সের ৪৫৫তম বুস্টার অবতরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ষেপণের প্রায় এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পর স্যাটেলাইটগুলি নির্ধারিত কক্ষপথে মোতায়েন করা হয়। স্পেসএক্স এক্স-এ একটি পোস্টে নিশ্চিত করেছে যে স্টারলিংক স্যাটেলাইটগুলির মোতায়েন সফল হয়েছে। এই মিশনের আগে স্পেসএক্স ২০২৫ সালে ২৬০টি ডিরেক্ট টু সেল (ডিটিসি) সক্ষম স্টারলিংক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। স্টারলিংক হল স্পেসএক্সের উচ্চ গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক, যা বর্তমানে ৭,৬০০টিরও বেশি স্যাটেলাইট নিয়ে গঠিত। এই নেটওয়ার্ক বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সরবরাহ করে। ডিরেক্ট টু সেল প্রযুক্তি এই নেটওয়ার্কের একটি উদ্ভাবনী অংশ, যা সাধারণ সেলফোনে সরাসরি ইন্টারনেট এবং টেক্সট সেবা প্রদান করতে পারে। স্পেসএক্স জানিয়েছে, এই স্যাটেলাইটগুলি উন্নত ফেজড অ্যারে অ্যান্টেনা এবং সফটওয়্যার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ফোন থেকে মহাকাশে সংযোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। মে ২০২৫-এ স্পেসএক্সের স্টারলিংক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল নিকোলস জানান, জাপানে কেডিডিআই-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে ডিটিসি সেবা চালু হযেছে। স্পেসএক্স ২০২৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ডিটিসি স্যাটেলাইটের সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছে। এই প্রযুক্তি মোবাইল ফোনের ' জোন' দূর করতে সহায়ক হবে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেট তার পুনঃব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির জন্য বিখ্যাত। এই মিশনে ব্যবহৃত বুস্টারটি (বি১০৭৭) ২০তম উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে ১২টি স্টারলিংক মিশন, তিনটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন মিশন এবং জিপিএস ৩ স্পেস ভেহিকল ০৬ মিশন রয়েছে। বুস্টারটির সফল অবতরণ স্পেসএক্সের রকেট পুনঃ ব্যবহার প্রযুক্তির দক্ষতা প্রমাণ করে, যা মহাকাশ ভ্রমণের খরচ কমাতে সহায়ক। উৎক্ষেপণের আগে ৪৫তম ওয়েদার স্কোয়াড্রন ৭৫ শতাংশ সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছিল যে আবহাওয়া উৎক্ষেপণের জন্য অনুকূল থাকবে। তবে, সোমবার (২ জুন) প্রথম উক্ষেপণ প্রচেষ্টা বাতিল করা হয়েছিল, যদিও স্পেসএক্স এর কারণ প্রকাশ করেনি। মঙ্গলবার সফল উৎক্ষেপণের আগে আবহাওয়ার উন্নতি হয়, যা মিশনের সাফল্য নিশ্চিত করে।

স্টারলিংক নেটওয়ার্ক বর্তমানে ১২১টি দেশ, অঞ্চল এবং বাজারে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে। এই মিশনের মাধ্যমে স্পেসএক্স তার স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনকে আরও শক্তিশালী করেছে, যা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ উন্নত করছে। ডিরেক্ট টু সেল প্রযুক্তি টি-মোবাইলের সঙ্গে অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্রে বিটা টেস্টিং শুরু করেছে, যা যেকোনো সেল ক্যারিয়ারের গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত। স্পেসএক্সের এই সফল উৎক্ষেপণ মহাকাশ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট সংযোগে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ফ্যালকন ৯-এর পুনঃ ব্যবহারযোগ্যতা এবং স্টারলিংকের ডিরেক্ট টু সেল প্রযুক্তি মহাকাশ শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। এই মিশন বিশ্বব্যাপী সংযোগ বাড়াতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে স্পেসএক্সের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে।

হাওড়া জুটমিলে ফের 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ হাওড়া জুটমিলে ফের 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' এর নোটিশ, মিলে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। কাজ হারালেন প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক। 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' এর নোটিশ দিয়ে ফের বন্ধ হয়ে গেল হাওড়ার ওই জুটমিল। শনিবার সকালে শ্রমিকরা গেটে মিল বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। এরপরই তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মিলের সামনে বিক্ষোভ দেখান কর্মহীন শ্রমিকরা। ইউনিয়নের অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই মালিকপক্ষ মিল বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রমিকদের গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। মালিকপক্ষ গ্রাচুইটির বহু টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবিলম্বে মিল খোলার দাবি তুলেছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে কাজে যোগ দিতে এসে মিলের গেটে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' এর নোটিশ দেখতে পান শ্রমিকরা। মিল কর্তৃপক্ষের এমন আচরণে মিল গেটে শুরু হয় শ্রমিক বিক্ষোভ। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির আন্দোলনের জেরেই মিল বন্ধের নোটিস মিল কর্তৃপক্ষের এমনই অভিযোগ। এদিন মিল গেটে উপস্থিত আইএনটিটিইউসি'র হাওড়া মিল কোম্পানির সেক্রেটারি সর্বর আজিজ বলেন, সকালে শ্রমিকরা এসে দেখেন কারখানা বন্ধ।

রবিবারও হাওড়া ডিভিশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ হাওড়া ডিভিশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দু'দিন ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ! হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল স্টেশন লিমিটে রিভার্স লাইনে পয়েন্ট ও ক্রসিং এবং আপ মেন লাইনের ডায়মন্ড পয়েন্ট ও ক্রসিং নতুন করার কাজ চলবে ১৪ ও ১৫ জুন শনি ও রবিবার। যে কারণে রাতে ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে বলে রেলের তরফে জানান হয় বিজ্ঞপ্তিতে। এর ফলে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ১৪ জুন শনিবার যে সমস্ত ট্রেন বাতিল তা হল ৩৭২৮১, ৩৭২৮৩, ৩৭২৮৫ হাওড়া - ব্যান্ডেল লোকাল। অন্যদিকে ৩৭২৮২, ৩৭২৮৬ ৩৭৩৯০ ব্যান্ডেল - হাওড়া লোকাল। ১৫ জুন রবিবার যে সমস্ত ট্রেন পথ পরিবর্তন করা হয়েছে তা হল ৬৩৫০১ হাওড়া - বর্ধমান এ এম ইউ পথ পরিবর্তন করে হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন হয়ে চলবে। ১৪ ও ১৫ জুন শনি ও রবিবার ৩৭২৮৭ হাওড়া - ব্যান্ডেল লোকাল চুঁচুড়াতে যাত্রা শেষ করবে। ৩৭২৯১ হাওড়া- ব্যান্ডেল লোকাল চুঁচুড়াতে যাত্রা শেষ করবে। ব্যান্ডেল এর পরিবর্তে চুঁচুড়া থেকে যাত্রা শুরু করে ৩৭২১২ ব্যান্ডেল - হাওড়া লোকালের পথে চলবে। রেলের তরফে আরও জানান হয়, ব্লক চলাকালীন সময়ে কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলার ট্রেন অথবা নতুন চালু হওয়া ট্রেন, পার্সেল ট্রেন বা টি ও ডি মাঝে থাকলে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পাশাপাশি রেল যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেসড সিস্টেম মেনে চলার নির্দেশিকা রেলের।

মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে এখন ঘরছাড়া দুটি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুন ঃ স্বামীকে ঘরবন্দি করে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর। ভাঙচুর করা হল বাড়ি ঘর,লুঠ নগদ টাকা এবং সোনা। মালদার কালিয়াচকে প্রকাশ্য দিবালোকে থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মাটি মাফিয়াদের এই দৌরাত্ম্যে এখন ঘরছাড়া দুটি পরিবার। পুলিসের উপর আস্থা হারিয়ে মালদা জেলা আদালতের দ্বারস্থ আক্রান্ত দুই পরিবার। মালদার কালিয়াচক থানার মাস্টারপাড়া এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা পেশায় মুদি ব্যবসায়ী নাজিমুল ইসলাম তার দুর সম্পর্কের তিনজন ভাই মিলে ২০১৯ সালে মাস্টার পাড়া এলাকায় ৮ কাঠা জায়গা কিনেছিল। কিন্তু এখন সেই জায়গার দখল নিতে চাইছে স্থানীয় জমি মাফিয়া আলিম শেখ, নাসিম শেখ, ফারুক শেখ-সহ বেশ কয়েকজন। এরই প্রতিবাদ করেছিলেন ওই মুদি ব্যবসায়ী। প্রতিবাদ করায় এই সমস্ত মাটি মাফিয়া দুষ্কৃতীরা সেই জায়গায় হামলা চালায়। সেই জায়গায় থাকা এক ভাড়াটিয়াকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ভাড়াটিয়ার স্বামীকে ঘর বন্দী করে তার স্ত্রীকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে তাদেরকেও মারধর করা হয়। প্রাণভয়ে এখন ঘর ছাড়া তারা। প্রাণনাশের আতঙ্কে নিজের দোকানেও যেতে পারছেন না এই ব্যবসায়ী। এই ব্যাপারে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিস কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় অবশেষে মালদা জেলা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আক্রান্ত ওই ভাড়াটিয়া এবং জমির মালিক। তবে যদিও এই ঘটনায় কালিয়াচক থানার পুলিস দুজনকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গেছে। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের ছত্রছায়ায় এই সমস্ত মাটি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জানে পুলিস তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না। পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্যের সহ- সভাপতি শুভঙ্কর সিংহের যীশু উদ্যোগে 'বিশ্ব রক্তদাতা দিবস' উপলক্ষে রক্তদান শিবির ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মোধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় চাকদা সম্প্রীতি মঞ্চে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জালনের মধ্য দিয়ে সূচনা করেন রানাঘাট সাংগঠনিক চেয়ারম্যান শংকর সিং। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান জয় দত্ত বনগাঁ সাংগঠনিক সভাপতি বিশ্বজিত দাস নদীয়া জেলার সভাধিপতি তারানূর সুলতানা, রানাঘাট সাংগঠনিক সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী, নদীয়া জেলার সহ-সভাধিপতি সজল বিশ্বাস, সহ তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি ও উচ্চতর নেতৃত্ববৃন্দ। এই রক্তদান শিবিরে প্রায়ই ১০০০ ওপর রক্তদাতা রক্ত দান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

বাহিরচড়া গ্রামে বিকল একাধিক সজল ধারা প্রকল্প, সমস্যায় অসংখ্য গ্রামবাসী

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৪ জুন ঃ গ্রীষ্মের তীব্র গরমে চরম জল সঙ্কটে চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ ব্লকের ফকিরডাঙা ঘোলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের

একাধিক গ্রাম। একের পর এক আর্সেনিকমুক্ত সজল ধারা প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ায় চরম সমস্যায় একাধিক গ্রামের কয়েকশো পরিবার। দ্রুত মেরামতের আশ্বাস নবদ্বীপ পঞ্চায়েত্ সমিতির। নবদ্বীপ ব্লকের ফকিরডাঙ্গা ঘোলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাহিরচড়া গ্রাম। সেই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে একাধিক আর্সেনিকমুক্ত সজল ধারা প্রকল্প। যার জেরে গ্রীষ্মের তীব্র গরমে জল সংঙ্কটে ভুগছেন বাহিরচড়া উত্তরপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকার বহু মানুষ। অপরদিকে আর্সেনিকমুক্ত সজল ধারা প্রকল্পগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদ। কেউ কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর। বাহিরচড়া উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন শেখ জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে সজল ধারা প্রকল্পটি চালু হলেও এক বছরের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে। কারণ স্থানীয় ফকিরডাঙ্গা ঘোলাপাড়া পঞ্চায়েত বিদ্যুতের বিলের দায়িত্ব না নেওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ চালিত সজল ধারা প্রকল্পটি। অন্যদিকে বাহিরচড়া এলাকায় আরও দুটি সজল ধারা প্রকল্প দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় গ্রীষ্মের গরমে তীব্র জল সংঙ্কটে পড়ে ওই গ্রামে বসবাসকারী শতাধিক পরিবার। অপরদিকে গ্রীষ্মের তীব্র গরমে একাধিক সজল ধারা প্রকল্প বিকল হয়ে পড়ার বিষয়ে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ জানান, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি কোথায় এবং কতগুলি সজল ধারা প্রকল্প বন্ধ রয়েছে। যে সব সজল ধারা প্রকল্প অকেজো হয়ে রয়েছে সেগুলোকে দ্রুত মেরামত করে পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানান নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে কেষ্ট-কাজলকে এক হয়ে চলার বার্তা

দুরন্ত বার্তা, ১৪ জুন ঃ ভাইরাল অডিও কাণ্ডের পরে প্রথমবার। শনিবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বর মুখোমুখি হন অনুব্রত মণ্ডল। বৈঠকে বীরভূমের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা কোর কমিটিকে ডাকা হয়েছিল ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে। সুব্রত বক্সির ভবানীপুরের বাড়িতে আয়োজিত ওই বৈঠকে বীরভূমের কোর কমিটির সদস্য হিসাবে হাজির ছিলেন অনুব্রত। ছাবিবশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূমে সংগঠন আরও মজবুত করতে তৎপর তৃণমূল। মতানৈক্য, ব্যক্তিস্বার্থ দূরে সরিয়ে এক হয়ে দলের জন্য কাজ করতে হবে বলে শনিবার অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে বার্তা তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের। দুজনকে এক হয়ে চলার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সংঘাত কমানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। তাঁদের সংঘাতের প্রভাব দলের ফলাফলে পড়লে দলের রোষানলের পড়তে হবে দুজনকেই। স্পষ্ট করে দিয়েছে দল। শনিবার ২১ জুলাই নিয়ে বৈঠকে বসছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। দলের সমস্ত জেলার সভাপতি, জেলা চেয়ারম্যান ও বীরভূম এবং উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। ডাকা হয়েছে দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রীকেও। মূল বৈঠকের আগে বীরভূমের দুই দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে নিয়ে বৈঠক করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলে সেই বৈঠক। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে জেলার দুই নেতাকেই কড়া বার্তা দেয় দলের হাই কমান্ড।

এটিএম লুঠ করে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে দামি গাড়িতে করে চম্পট ডাকাত দলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন ঃ সাত সকালে নাটকীয় ঘটনা। রাস্তায় গার্ডরেল বসিয়ে অপেক্ষা করছে পুলিশ। অন্যদিকে জঙ্গলে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। থলিতে ভরা টাকা নিয়েই উধাও তারা। গতকাল, শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়িতে দুটি এটিএম থেকে ৫৪ লক্ষ টাকা লুঠ করে পালাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সন্দেহ করেও আটকাতে পারেনি। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দেয় তারা। শনিবার সকালে পুলিশ এটিএম এর গাড়ি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যেতে দেখে জলেশ মোড় এলাকায়। এরপর পিছনে ধাওয়া করে পুলিশ। এরই মধ্যে এটিএম লুঠের খবর যায় পুলিশের কাছে। কিন্তু পুলিশ গাড়িটি আটকাতে পারেনি। গাড়িটি ফিল্মি কায়দায় শিলিগুড়ি অভিমুখে যেতে থাকে। সমস্ত রাস্তায় রাতেই দ্রুত গার্ডরেল বসায় পুলিশ। এদিকে, গাড়িটি চলে যায় গজলডোবায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দুষ্কৃতীরা চারটি ব্যাগে টাকা নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। গাড়িটি আটক করে পুলিশ, কিন্তু কাউকে ধরা সম্ভব হয়নি। জঙ্গলে পুলিশ ও বন বিভাগ তল্লাশি শুরু করেছে। জানা গেছে, ময়নাগুড়ি থানার বৌল বাড়ি এলাকায় একই ঘরে রয়েছে দুটি এটিএম। সেই দুটি এটিএম ভেঙে লুঠ করে ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে খবর। খবর পেয়ে পিছু ধাওয়া করে পুলিশ। গাড়ি ফেলে দুষ্কৃতীরা আশ্রয় নেয় বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। গাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ। গাড়িতে রয়েছে নম্বর প্লেট ও প্রচুর হ্যান্ড গ্লাভস। এরপর বনদফতরের সহযোগিতায় ঘিরে ফেলা হয় জঙ্গল। শিলিগুড়ি পুলিশের সহযোগিতায় যৌথভাবে সার্চ অপারেশন চালানো হয়। ড্রোন নিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ডাকাত দলের গাড়িতে দিল্লি পুলিশের টুপি পাওয়া গেছে। পুলিশকে ফাঁকি দিতেই এই টুপি রাখা হয়েছিল বলে অনুমান।

আর্টিগা গাড়ি চেপে এসে ছাগল চুরি! গ্রেফতার অভিযুক্ত হলদিবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জুন ঃ সম্প্রতি মণীন্দ্র বর্মন নামে এক ব্যাক্তি হলদিবাড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান তাঁর ছাগল চুরি গিয়েছে। তবে ' আদব-কায়দার কথা শুনে চমকে যায় পুলিশ। অভিযোগপত্রে লেখার পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজও দেন ওই ব্যক্তি। অভিযোগপত্রে লেখা, ' আসে দামি গাড়িতে চেপে। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ছাগল। একটি আর্টিগা গাড়িতে চেপে অভিযুক্তরা ছাগল চুরি করে বলেই অভিযোগে জানান ওই ব্যক্তি। তদন্ত করতে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বিষয়টা সত্যি। একটি জায়গায় নয়, ঘুরে ঘুরে জলপাইগুড়ির একাধিক জায়গায় ছাগল চুরি করে সে। মক্সেদুল রহমান নামে জলপাইগুড়ির এক যুবকের বিরুদ্ধে ওই ছাগল চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। ছাগল চুরি নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করে ফেসবুকে একটি পোস্টও করেন অভিযোগকারী। অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। ছাগল চুরির তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে মক্সেদুল ইসলাম ইতিমধ্যে ছাগল চুরির অভিযোগে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় রয়েছে। পুলিশ আরও জানতে পারে রাকেশ রহমান নামে আরও এক যুবকও ছাগল চুরির অভিযোগে জেলে রয়েছে। এরপর এদের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই জেল গেটের সামনে থেকে ওই দুজনকে ফের গ্রেফতার করে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। এরপর মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানালে বিচারক ২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। উঠে আসে আরও এক অভিযুক্তের নাম। জলপাইগুড়িতে তার বা।তিতেও অভিযান চালায় হলদিবাড়ি থানার পুলিশ । এদিকে তদন্তে নেমে চুরিতে ব্যাবহৃত বিলাসবহুল আর্টিগা গাড়িটি উদ্ধার করে পুলিশ। শুক্রবার আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে মক্সেদুল বলে যে সে নির্দোষ। তাকে সরিফুল ফাঁসিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করে। তারা গাড়িটি ভাড়া করেছিল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন জেরার মুখে ধৃতেরা স্বীকার করেছে যে একাধিক জায়গা থেকে ছাগল চুরি করা হয়েছে। এর পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবার বেহাল দশায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জুন ঃ কোচবিহার জেলার দিনহাটা ২ নং ব্লকের শুকারুর কুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত থরাইখানা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একসময় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু আজ তা নামমাত্র একটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দিন দিন পরিষেবার মান কেবল খারাপই হচ্ছে, তা উন্নতির কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। স্থানীয়দের মতে, আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অপারেশন থিয়েটার, পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স এবং সার্বক্ষণিক পরিষেবা পাওয়া যেত। গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব থেকে শুরু করে জটিল রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত সবই এখানে সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে ডাক্তারদের অনিয়মিত উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে এলাকার মানুষ সাধারণ অসুস্থতার জন্যও ২৫ কিলোমিটার দূরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন। এই দূরত্ব অতিক্রম করা প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। এলাকাবাসী আরও জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশ কিছু ভবন বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই ভবনগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, যা স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোর দুর্বলতার প্রমাণ। এছাড়াও, জরুরি অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া একটি বড় সমস্যা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছানোর আগেই অনেক সময় রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। কখনও কখনও রোগী প্রাণ হারান। এলাকার মানুষের আরেকটি গুরুতর অভিযোগ হলো, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়ে গেছে। পরিত্যক্ত ভবনগুলি এখন অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, যা এলাকার নিরাপত্তার জন্যও হুমকি। স্থানীয় বাসিন্দারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী উদয়ন গুহর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা মনে করেন, মন্ত্রীর উদ্যোগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুনরায় আগের মতো উন্নত পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। আর একজন বাসিন্দা বলেন, আমরা চাই আমাদের এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র আবার আগের মতো সক্রিয় হয়ে উঠুক। আমাদের আর দূরে হাসপাতালে ছুটতে হোক না। এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও আধিকারিকের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এলাকাবাসী আশা করছেন, তাদের সমস্যার কথা প্রশাসনের কানে পৌঁছাবে এবং দ্রুত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থার উন্নতি হবে।

মালদায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, আহত কমপক্ষে ১২ জন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুন ঃ মালদায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় আহত কমপক্ষে ১২ জন। আহতরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার গাজোল থানার গোলঘর এলাকায়। আহতদের প্রত্যেকের বাড়ি গাজোল থানার অন্তর্গত পারুলের কানহোট এলাকায়। আহতরা হলো অজয় কোল। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর, নিতাই সরকার বয়স আনুমানিক ২৫ বছর, প্রশান্ত কল বয়স আনুমানিক ৩৫, দীপক সরেন, দ্বীপ কর্মকার, রাজেশ কিসকু, জিতেন্দ্র মাহাতো সহ মোট ১২ জন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় আজ একটি ভুটভুটি গাড়িতে করে মোট ২৫ জন আসছিলেন শ্রমিকের কাজ করতে আম ভাঙতে মালদার দিকে। আসার পথেই উল্টো দিক থেকে একটি ম্যাজিক গাড়ি ওই ভুটভুটি কে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। তার জেরে ভুটভুটি পাল্টি খেয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। তাতে গুরুতর আহত হয় মোট ১২ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জাতীয় সড়কের প্যারামেডিকেল এর একটি টিম। তাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন সকলেই মালদায়। এই দুর্ঘটনার ফলে কিছুক্ষণের জন্য ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে বলে জানা যায়।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে টানাপোড়েনে চরম সিদ্ধান্ত দেওর ও বউদির, তদন্তে পুলিস

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ জুন ঃ বয়সের ব্যবধান মোটে বছর পাঁচেকের। বিয়ের পর থেকে দেওর ও বউদির সম্পর্ক বেশ মধুরই ছিল। কারও কারও দাবি, দু'জনেই একে অপরের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই তা জানাজানি হওয়ার পর থেকে পরিবারে অশান্তি তৈরি হয়। সম্ভবত সেই টানাপোড়েনে চরম সিদ্ধান্ত দেওর ও বউদির। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের নিমতলি এলাকায় জোর শোরগোল। নিহতেরা হলেন বছর তেইশের গদাধর বর্মন এবং ১৮ বছর বয়সি সঙ্গীতা বর্মন। দু'জনে সম্পর্কে দেওর-বউদি। পরিবার সূত্রে খবর, বছর তিনেক আগে গদাধরের দাদা দেবপ্রসাদ বর্মনের সঙ্গে বিয়ে হয় সঙ্গীতার। বছর দেড়েকের একটি সন্তানও রয়েছে তাঁদের। বাড়ির পৃথক দু'টি ঘর থেকে দেওর ও বউদির দেহ উদ্ধার করা হয়। দু'জনকেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তপন থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁরা। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কিছু রয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি দেওর ও বউদি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার ফলে সংসারে অশান্তি তৈরি হয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তেজনা আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। প্রায় দিনভর ঝগড়াঝাটির আওয়াজ পাওয়া যায়। সম্ভবত সেই টানাপোড়েনের জেরে দু'জনে আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেয় বলেই মনে করা হচ্ছে। মৃত মহিলার স্বামী দেবপ্রসাদ বর্মন অবশ্য এই বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না বলে জানান। তবে পুলিশ তাঁর সঙ্গে কথা বলছে।

শামসেরগঞ্জের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অপসারিত

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুন ঃ শামসেরগঞ্জে কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ইমাম হোসেনকে। নতুন ব্লক সভাপতি হলেন সফিকুল ইসলাম। গত পঞ্চায়েতে জেলা পরিষদের পাঁচ নম্বর আসন থেকে প্রার্থী ছিলেন তিনি। জানা গেছে, শনিবার তাঁকে দল নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছে। অপসারিত ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইমাম বলেন, দল যা ভাল বুঝেছে করেছে। এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।

স্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ জুন ঃ হুগলি জেলার সারদা কেদারপুর গ্রামের সারদা যুব গোষ্ঠী ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন - এর পক্ষ

থেকে বিনামূল্যে স্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্পের স্থাপনা অনুষ্ঠান। যেখানে সহযোগিতায় ছিল ধন্বন্তরি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। মুন্ডেশ্বরীর শাখা নদী বেষ্ঠিত সারদা, কাবিলপুর, অমরপুর, কেদারপুর সহ পার্শ্ববর্তী বন্যাকবলিত বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অভিজ্ঞ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখযোগ্য উপস্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন ডা. সৌকত সামন্ত, ডাঃ দেবাশীষ বসু, ডা. দিব্যেন্দু মন্ডল, ডা. সঞ্জীব বসাক প্রমুখ। গ্রামবাসীরা এই চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন- এর তরফে পরিবেশ শিক্ষক রাজদূত সামন্ত, শিক্ষক সবুজ ধাড়া, ধন্বন্তরি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিমান দাস, এবং জাঁকরি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মন্ডল। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ। তিনি জানান, এই প্রতিকূল ভৌগলিক অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছাতে বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মানুষজন। তাদের অনুরোধে আমরা আজ সারদা যুব গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ক্লাব প্রাঙ্গণে এই স্থায়ী ও নিয়মিত মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করলাম। মাসের বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে ১৩ টি গ্রাম ও ৫ টি পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪৫,০০০ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারি ও বেসরকারি স্তরে সহযোগিতা পেলে আমরা এই উদ্যোগকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে পারব। পোগ্রাম এর আয়োজক সুমন পাল বলেন গ্রামের মানুষজনের উসাহ চোখে পড়ার মতো, বিনামূল্যে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আপ্লুত।

e-Tender Notice

Notice inviting e-tender by the pradhan CHORPAHARI GP, Raghunathpur-I P.S, PURULIA **e-NIT NO.01/ CGP/2025-26** and **eNIT NO. 02/CGP/2025-26 Dt.13-06-2025**

Sd/- Pradhan CHORPAHARI GP

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office Tender No- **06/IGP/2025-26, Memo no-1677/IGP, Dated-09.06.2025,** Last Date of application of bid for above NITs is **17.06.2025 upto 2.00 pm**. Date and time of purchase of tender paper is **18.06.2025 upto 2.00 pm.** Date of receiving of tender is **19.06.2025 upto 2.00pm** and opening of tender is **19.06.2025 at 2.30 pm.** For details please visit GP Office on and **from 09.06.2025.**

Soma Halder
Pradhan
IndraniGram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬; তারিখ: ১১-০৬-২০২৫; টেন্ডার নং. : ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম ঃ** "নিউ জলপাইগুড়ি-আমবাড়ী ফালাকাটার মধ্যে ২/২-৩ কিলোমিটার দূরে লেভেল ক্রসিং নং এনএন-১ (মানবচালিত)- এ ৪ লেন রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণে"র সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৪,৮৭,৩৩২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,১২,৪০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং **খোলার** সময় ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেলিকম গিয়ারের উন্নতি/উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-০৭-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১১-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনে এসএসই/টেলি/আইসি/আগরতলার অধীনে টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/উন্নতিকরণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৪,৩২,৫৪২.১২/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,০৮,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং **খোলা** ০৪-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT

POST: Banipur : P.S.: Sankrail, Dist.: Howrah

TENDER NOTICE

Banupur-1 Gram Panchayat has invited One (01) No of eNit on for 5th SFC Tied, Four(4) No eNit on for 15th Tied & one(1) No eNit for 15th Untied Vide NIT No: **Banu-1/eNit/423-425 on dt-12/06/2025** for year **2025-2026**, Scheduled to be open on **23/06/2025** (at 10 AM) and last date of bid Submission is on **21/06/2025.** For more details please visit on :-**https://wbetenders.gov.in**

Sd/-Prodhan, Banupur-1 Gram Panchayat

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') ঋণগ্রহীতাদের ঋণ / ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (অ-কার্যকর সম্পদ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যার মাধ্যমে, ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **২১ জুন** ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে তারা এটিকে ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৭৬ অনুসারে বিক্রয়ের নোটিশ হিসেবে বিবেচনা করবেন। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে ঋণগ্রহীতাগণ অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx2092	অভিজিত রায়	৯,৯৯,৭৫৫.৯৭	১১-০৬- ২০২৫
২	xxxx6822	অনির্বান চ্যাটার্জ্জী	১,৮৪, ৪৫৩.২১	১১-০৬- ২০২৫
৩	xxxx9739	লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জ্জী	৪,১৪,১২১.০০	১১-০৬- ২০২৫

তারিখ- ১৩।০৬।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড
gtt DATA Shaping Dual Intelligence
(পূর্বে সিনার্যাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০ বুরতোলা স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
টেলিফোনঃ ৭৭১৯৯১৩৩৫১ যোগাযোগ ব্যক্তিঃ মিঃ ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা, কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
ইমেলঃ info@gttdata.ai, ওয়েবসাইটঃ www.gttdata.ai, **CIN: L62099WB1986PLC218825**

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত, সংশোধিত (নিয়ম), SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪৪, সংশোধিত (তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (SS-২) দ্বারা জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস - ২ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা সময়ে সময়ে তাদের সার্কুলার এবং আইন, নিয়ম, প্রবিধান, সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, GTT ডেটা সলিউশনস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে (ই-ভোটিং) সিদ্ধান্তের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে (ডাক ব্যালট নোটিশ) যা ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে শুক্রবার, ৬ জুন, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট) তারিখে উপস্থিত রয়েছে এবং যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানি শুক্রবার, ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।
প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি শুধুমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে উক্ত পোস্টাল ব্যালট নোটিশে প্রস্তাবিত প্রস্তাব(গুলি) তে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই হবে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসেবে সিডিএসএল-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।
যে ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র সদস্য নিবন্ধনে অথবা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনিই ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। ই-ভোটিং এর জন্য সদস্য / উপভোগী মালিকদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখের পরে সদস্য হলে, এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের জন্য প্রযোজ্য বলে গণ্য করা উচিত। সদস্যদের একবার ভোট দেওয়ার পরে তা পরিবর্তন করা যাবে না। ই-ভোটিং সময়কাল নিম্নরূপঃ

ই-ভোটিং শুরু	রবিবার, ১৫ জুন, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টায়
ই-ভোটিং এর উপসংহার	সোমবার, ১৪ জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টায়

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ১৪ জুলাই, ২০২৫, সোমবার বিকেল ৫.০০ টার পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, যার মধ্যে রয়েছে ভৌতভাবে শেয়ারধারী সদস্যরা বা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা কীভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন তা পোস্টাল ব্যালট নোটিশের অংশ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।
ঘোষিত ফলাফল, যাচাইকারীর রিপোর্ট সহ, কোম্পানি এবং CDSL-এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে এবং ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ (দুই) দিনের মধ্যে অর্থা বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখের আগে BSE লিমিটেডকে জানানো হবে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা মিঃ রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com- এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ কল করতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেডের জন্য
স্বা / -
ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ পুনে
তারিখঃ ১৩ জুন, ২০২৫

ফের মোহনবাগানের সচিব সৃঞ্জয় বোস, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নির্বাচন কমিটির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ অবশেষে প্রতীক্ষিত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। আবার মোহনবাগানের সচিব হলেন সৃঞ্জয় বোস। শনিবার সন্ধ্যায় মোহনবাগান নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় সচিব হিসেবে সৃঞ্জয় বোসের নাম ঘোষণা করেন। এছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় মোহনবাগানের কমিটির ২১ সদস্যের নাম। গত ৯ জুন মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে সৃঞ্জয় বোসরা মনোনয়ন পেশ করেছিলেন। তিনি মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় দেবাশিস দত্ত, কুণাল ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল শুক্রবার। আগেই ঠিক ছিল, বিনা বাধায় মোহনবাগান সচিব নির্বাচিত হতে চলেছেন সৃঞ্জয় বোস। কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ সচিব পদে মনোনয়ন দেননি। প্রথম দিকে দূরত্ব থাকলেও মোহনবাগানের উন্নতির স্বার্থে সৃঞ্জয় বোস-দেবাশিস দত্তরা একজোট হয়ে সমঝোতায় এসে প্যানেল জমা দিয়েছিলেন। মোহনবাগানের নতুন সভাপতি হবেন দেবাশিস দত্ত। সৃঞ্জয় বোস সচিব হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বে কার্যকরী কমিটি সভাপতি হিসাবে মনোনীত করবে দেবাশিস দত্তকে। প্রতিপক্ষ না থাকায় তাঁদের পুরো প্যানেলই জয়ী হিসাবে ক্ষমতায় এসেছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দেবাশিস দত্তকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সৃঞ্জয় বোস। সেখানে তিনি বলেছিলেন, আমরা মোহনবাগানের সেরা একাদশ হয়ে সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করব। এই দুটো কমিটি আগেও একসঙ্গে কাজ করেছে। এটা আমাদের কাছেও চ্যালেঞ্জ। আমাদের লক্ষ্য মোহনবাগান ক্লাবের ভালো। সেই জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের নতুন যে কমিটি হবে, তা শ্রেষ্ঠ মোহনবাগান একাদশ হবে। অবশেষে শুরু হল মোহনবাগানে সৃঞ্জয় বোসের নতুন সফর।

প্রথমবারের মতো আল্টিমেট খো খো তে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করা হবে

গুরুগ্রাম, ১৩ জুন ঃ খো খো-এর বিশ্বায়নের একটি বড় উন্নয়নে, খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (কেকেএফআই) ঘোষণা করেছে যে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা আসন্ন তৃতীয় মরসুমের আল্টিমেট খো খো (ইউকেকে) খেলোয়াড়দের নিলামে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য হবেন। ২০২৫ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে আল্টিমেট খো খো সিজন ৩ শুরু হবে বলে খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (কেকেএফআই) ঘোষণা করেছে। এই মরসুমে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই ঘোষণাটি এসজিটি ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে কেকেএফআই সভাপতি শ্রী সুধাংশু মিত্তল করেছেন। হরিয়ানা সরকারের মন্ত্রী শ্রী গৌরব গৌতম, এসজিটি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ হেমন্ত বর্মা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয. যে, এসজিটি ইউনিভার্সিটিতে কোচ এবং টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের জন্য একটি অ্যাডভান্সড লেভেল III প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। এছাড়াও, খো খো-সহ দেশীয় ক্রীড়ার উন্নয়নে কেকেএফআই এবং এসজিটি ইউনিভার্সিটি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ইউকেকে ২০২২ সালে সূচনার পর থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং ভারতে তৃতীয় সর্বোচ্চ দেখা নন-ক্রিকেট ক্রীড়া টুর্নামেন্ট হয়েছে। চলমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শ্রীলঙ্কা, ইরান, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশের কোচ এবং টেকনিক্যাল কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করছেন।

বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগে চুক্তির মেয়াদ বাড়ল ইগর টুডর

তুরিন, ১৪ জুন ঃ যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে কোচ ইগর টুডরের চুক্তির মেয়াদ বাড়াল ইউভেন্তাস। ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত ইতালিয়ান ক্লাবটিতে থাকবেন এই ক্রোয়াট কোচ। সেরি আর দলটি শুক্রবার এক বিবৃতিতে ক্রোয়াট কোচের চুক্তির মেয়াদ দুই বছর বাড়ানোর কথা জানায়। সঙ্গে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে চুক্তিতে। আগের কোচ থিয়াগো মোত্তাকে ইউভেন্তাস বরখাস্ত করে গত মার্চে। এরপর ক্লাবের প্রাক্তন ডিফেন্ডার টুডরকে দায়িত্ব দেয় ইউভেন্তাস। ততদিনে অবশ্য চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ঘরোয়া সকল কাপ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল দলটি। সেরি আ তে দলটি ছিল ৫ নম্বরে। টুডরের কোচিংয়ে লিগে একটি ম্যাচ হেরে চারে থেকে আসর শেষ করে আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছে ইউভেন্তাস।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্টে বিশ্বজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা

১৪ জুন ঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ আফ্রিকা। একদিকে যেমন ছিল প্রোটিয়া পেসারদের দাপট, তেমনই প্রায় শেষ পর্যন্ত লড়ে গেলেন আইডেন মার্করাম। ১৩৬ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করে দেন। দীর্ঘদিন ধরে যে ব্যর্থতা, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাচের রাশ আলগা করার যে 'কলঙ্ক' প্রোটিয়াদের তাড়া করেছে, লর্ডসে তার থেকে শাপমুক্তি ঘটল। ৫ উইকেটে জিতে ২০২৩-২৫ চক্রের বিশ্বসেরার খেতাব এখন টেম্বা বাভুমার হাতে।

লর্ডসে প্রথম দুদিন দাপট ছিল পেসারদের। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। লর্ডসের মেঘলা আকাশ ও পিচের সুইংয়ের সুযোগ নিতে ভুল করেননি দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা। অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ২১২ রানে বন্দি করে ফেলেছিলেন তাঁরা। বিউ ওয়েবস্টার ৭২ রান জুড়ে যান, স্টিভ স্মিথ করেন ৬৬ রান। কাগিসো রাবাডা নেন পাঁচটি উইকেট, তিনটি মার্ক জানসেনের। ব্যাট করতে নেমে একই পরিস্থিতি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের বলের বাউন্স, পেস, সুইং বুঝতে সমস্যায় প।ছিলেন ত্রিস্তান স্টাবসরা। তার মধ্যেই বাভুমা ৩৬ ও বেডিংহাম ৪৫ রান করেন। কামিন্সের ধাক্কা সামলাতে পারেনি লোয়ার অর্ডার। ১৩৮ রানে সব উইকেট হারায় তারা। একাই ৬ উইকেট নেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার হাতে তখন ৭৪ রানের বিরাট লিড। ফের যেন সত্যি হতে চলেছে, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া অবধ্য। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ফের চোকার্স। কিন্তু এর মাঝেও বোঝা যাচ্ছিল, আকাশ পরিষ্কার হলে বা একটু বেলা গড়ালে ব্যাট করা কঠিন কিছু নয়। আর সেভাবে সুইংও হচ্ছে না। বাভুমা সেটা করে দেখালেনও। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে অজিরাও বেকায়দায় প।ছিল। স্মিথ, ওয়েবস্টাররা রান পাননি। অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৪৩ রান। দ্বিতীয় দিনের শেষবেলায় মিচেল স্টার্কের সহজ ক্যাচ ফেলেন মার্কো জানসেন। ম্যাচও বোধহয় প্রায় ফেলেই দিচ্ছিলেন। কারণ স্টার্ক একাই ৫৮ রান করে ল্যাজেগোবরে করে দিয়েছিলেন প্রোটিয়াদের। রাবাডার ৪ উইকেট ও এনগিডির ৩ উইকেট সত্ত্বেও ২৮২ রানের বিরাট লক্ষ্য খাঁড়া করে অস্ট্রেলিয়া। সেই অসাধ্যসাধন করে দেখালেন মার্করাম-বাভুমারা। শুরুতে রিকেলটনের উইকেট তুলে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন স্টার্ক। কিন্তু মার্করাম-বাভুমাদের টপকাতে পারলে তো? কাঁধে-কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করলেন। তৃতীয় দিনের শেষে জয়ের জন্য দরকার ছিল ৬৯ রান। হাতে ছিল আট উইকেট। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়েও হাফসেঞ্চুরি করেন অধিনায়ক বাভুমা। পায়ে চোট, দৌড়তে পারছেন না। কিন্তু স্টার্কের বাউন্সারগুলো আলতো হাতে পুল করলেন। কখনও বা কামিন্সের সুইংকে ব্যাটের মাঝখান দিয়ে নামিয়ে নিলেন মাটিতে। তৃতীয় দিনের শুরুতে অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না তিনি। কামিন্সের বলে তিনি আউট হন ৬৬ রানে। তখন জয়ের থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র ৪১ রান দূরে। ত্রিস্তান স্টাবসও মাত্র ৮ রান করে আউট হন। কিন্তু একা কুম্ভের মতো লড়ে যান মার্করাম। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সফল এক ব্যাটার দেখিয়ে দিলেন কীভাবে প্রবল চাপ মাথায় নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে হয়। তাঁর সামনে কার্যত হার মানল অজি পেস ত্রিফলা। মার্করাম ১৩৬ রানে আউট হয়ে ফিরলেন। গোটা লর্ডস উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। টেস্টে একজন ক্রিকেটারের কাছে এরচেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? বাকি ৬ রান তুলতে অসুবিধা হল না ভেরেনি-বেডিংহাম। ২১ রান করলেন বেডিংহাম। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

অস্ট্রেলিয়াঃ ২১২ / ১০ (ওয়েবস্টার ৭২, রাবাডা ৫১৫)

দক্ষিণ আফ্রিকা- ১৩৮ / ১০ (বেডিংহাম ৪৫, কামিন্স ২৮৬)

দ্বিতীয় ইনিংস-

অস্ট্রেলিয়াঃ ২০৭ / ১০ (স্টার্ক ৫৮, রাবাডা ৫৯৪)

দক্ষিণ আফ্রিকা ২৮২ / ৫ (মার্করাম ১৩৬, বাভুমা ৬৬, স্টার্ক ৬৬৩)

গোলরক্ষকের সময় নষ্ট, অফসাইডে কড়াকড়ি! ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে একাধিক নয়া নিয়ম ফুটবলে

১৪ জুন ঃ রবিবার ভোরে শুরু হচ্ছে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচে আল আহলির মুখোমুখি হচ্ছে মেসির ইন্টার মিয়ামি। ওই ম্যাচেই একাধিক নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে ফিফা। উন্নতি হচ্ছে প্রযুক্তিরও।

অহেতুক সময় নষ্ট বা টাইম ওয়েস্টিং রুখতে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়মে বড়সড় বদল আসছে। এবার থেকে গোলরক্ষকরা ৮ সেকেন্ডের বেশি সময় বল হাতে রাখলেই শাস্তি পেতে হবে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড নতুন নিয়মে অনুমোদন দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দল এগিয়ে থাকলে বা ড্র করার প্রয়োজন হলে অনেক গোলরক্ষক অহেতুক বল ধরে রেখে সময় নষ্ট করেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্য শাস্তির বিধান আছে ফিফার নিয়মে। এতদিন যে নিয়ম ছিল সেই অনুযায়ী, গোলরক্ষকেরা ৬ সেকেন্ড হাতে বল রাখতে পারেন। নিয়ম ভাঙলে রেফারি 'ইনডিরেক্ট ফ্রিকিক' দিতে পারেন। কিন্তু বিশ্ব ফুটবলের কোনও স্তরেই এই নিয়ম বিশেষ মানা হয় না। তবে কোনও গোলরক্ষক ঘনঘন এভাবে বল ধরে রাখলে তাঁকে সতর্ক করেন রেফারি। এমনকী কার্ডও দেখানো যায়। এবার নতুন যে নিয়ম আসতে চলেছে, তাতে গোলরক্ষকরা দীর্ঘক্ষণ বল ধরে রাখলে কড়া শাস্তির বিধান রয়েছে। সরাসরি খেলার উপরই সেটার প্রভাব প।বে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গোলরক্ষকরা ৮ সেকেন্ডের বেশি বল ধরে রাখলে সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ দলকে কর্নার বা থ্রো ইন দেওয়া হবে।

পেনাল্টির নিয়মেও কড়াকড়ি করা হচ্ছে। আগে পেনাল্টি কিকের সময় ডবল টাচ হলেই সেই কিক বাতিল করে নতুন করে কিক মারার সুযোগ দেওয়া হত। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যদি রেফারি মনে করেন ইচ্ছাকৃতভাবে ডবল টাচ করেছেন স্ট্রাইকার তাহলে সেই গোল বাতিল করা হবে। আর যদি মনে করেন ওই ডবল টাচ অনিচ্ছাকৃত তাহলে পুনরায় পেনাল্টি কিক মারা হবে। খেলার সময় মাঠের বাইরে থেকে অর্থা টাচলাইন থেকে অনেক সময় খেলায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেক্ষেত্রেও কড়া নিয়ম আসছে। যদি রেফারি মনে করেন অনিচ্ছাকৃতভাবে ডাগআউট থেকে কোচ বা ফুটবলাররা খেলায় বাধা দিচ্ছেন তাহলে রেফারি ফ্রিকিক দিয়ে ছো দেবেন। কিন্তু যদি রেফারি মনে করেন ওই বাধা ইচ্ছাকৃত তাহলে হলুদ বা লালকার্ড দেখানো হতে পারে। রেফারির সঙ্গে বার্তা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেও এবার থেকে কড়া নিয়ম আসছে। রেফারি আর সাধারণ ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলবেন না। যা অভিযোগ জানানোর বা যা বলার সব বলতে পারবেন শুধু অধিনায়কই। রেফারিও কথা বলবেন শুধু রেফারির সঙ্গে।এর বাইরে প্রযুক্তিতেও একাধিক বদল আসছে। এবার থেকে আরও কড়াকড়ি করা হবে অফসাইডের ক্ষেত্রে। বলে সেন্সর, একাধিক ক্যামেরার পাশাপাশি অফসাইড নির্ধারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর সাহায্যও নেওয়া হবে। এবার থেকে রেফারিদের শরীরেও লাগানো হবে ক্যামেরা। যা সম্প্রচারেও আধুনিকতা আনবে।

গিলকে বিপদের মুখে ঠেলেছেন রোহিত-বিরাট! তোপ যুবির বাবার

১৪ জুন ঃ আবার তোপ দাগলেন যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিং। এবার তাঁর আক্রমণের মুখে ভারতের দুই তারকা ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। দুজনেই কিছুদিন আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আর তাঁদের এই আচমকা অবসর নিয়েই ক্ষুব্ধ যুবির বাবা। এদের দুজনের এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন শুভমান গিল। যিনি কি না যুবরাজের ছাত্রও। যুবরাজের বাবার বক্তব্য, বিরাট আর রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া ঠিক হয়নি। আমি রোহিতকে বলেছিলাম ভোর পাঁচটায় ওঠো, নিজেকে ফিট রাখতে ২০ কিলোমিটার দৌড়োও। বিরাট আর রোহিত আরও পাঁচবছর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারত। ওদের খেলা উচিত ছিল। রোহিত-বিরাটের টেস্ট অবসর নিয়ে একাধিক বিতর্ক হয়েছে। পরে ফের নতুন বিতর্ক শুরু হয় শুভমান গিলকে টেস্ট অধিনায়ক করায়। সেই নিয়ে যোগরাজ বলেন, ওদের দুজনের উচিত ছিল নতুন প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়া। ঠিক যেভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় করেছিলেন। কিন্তু ওরা ব্যাটনটা হাতে তুলে দেয়নি। বরং গিলের দিকে ছুড়ে দিয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজে অগ্নিপরীক্ষা গিলের। যেখানে সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। গম্ভীরের কোচিংয়ে গিল কতটা সফল হবেন, সেটা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন আছে দেশের ক্রিকেটভক্তদের মধ্যেই। এমনকী যুবরাজ সিংয়ের অবসর নিয়েও মুখ খুলেছেন যোগরাজ। ২০১৯ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান। সেই বিষয়ে যোগরাজ বলেন, যুবরাজ যখন অবসর নেয়, তখন আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, ভারতের অধিনায়ক বানিয়ে ছাড়ব। অন্য সবাইকে তানিয়ে দেব। কিন্তু ও অবসর নিয়ে নেয়।

রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিতে ডন ব্র্যাডম্যানের পাশে বসল মার্করামের নাম

১৪ জুন ঃ একেই বলে টেস্ট ক্রিকেট! WTC ফাইনালকে বলা হচ্ছে 'আলটিমেট টেস্ট'। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জয়ের দোরগোড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা। আর দরকার ৬৯ রান। সেঞ্চুরিতে অপরাজিত আইডেন মার্করাম, অন্যদিকে চোট নিয়েও হাফসেঞ্চুরি অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার। প্রোটিয়াদের পেস আক্রমণ সামলে ২৮২ রানের বিরাট লক্ষ্য খাঁড়া করে অস্ট্রেলিয়া। শুরুতে রিকেলটনের উইকেট তুলে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন স্টার্ক। কিন্তু মার্করাম-বাভুমাদের টপকাতে পারলে তো? মার্করাম ১০২ রানে অপরাজিত। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সফল এক ব্যাটার দেখিয়ে দিলেন কীভাবে প্রবল চাপ মাথায় নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে হয়। এর সঙ্গে রয়েছেন টেম্বা বাভুমা। গ্ল্যামারের দুনিয়ায় নামডাক নেই, ট্রোলডও হন। আশা করাই যায়, ফাইনাল জিতলে সেটা থামবে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট, দৌ।তে পারছেন না। কার্যত এক পায়েই খেললেন পুরো ইনিংসটা। মাঝে ফিজিও এসে শুশ্রূষা করলেন। কিন্তু স্টার্কের বাউন্সারগুলো আলতো হাতে পুল দেখে কে বলবে সেটা? কখনও বা কামিন্সের সুইংকে ব্যাটের মাঝখান দিয়ে নামিয়ে নিলেন মাটিতে। তিনি অপরাজিত আছেন ৬৫ রানে। WTC ফাইনালে এটাই কোনও অধিনায়কের সর্বোচ্চ রান। প্রোটিয়া অধিনায়ক হাফসেঞ্চুরিতে পৌঁছতেই তুমুল উচ্ছ্বাস লর্ডসে। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালিতে বরণ করে নিলেন তাঁর লড়াকু ইনিংসকে। ইতিমধ্যেই ভাইরাল সেই ভিডিও। আবার লর্ডসে চতুর্থ ইনিংসে সেঞ্চুরি করার সুবাদে ডন ব্র্যাডম্যানের পাশে বসল মার্করামের নাম। এই তালিকায় আরও আছে গর্ডন গ্রিনিচ, মাইকেল ক্লার্ক ও অজিত আগরকরের নাম। দুজনের জুটিতে ওঠে ১৪৩ রান। WTC ফাইনালের কোনও দলের সেকেন্ড ইনিংসে এই প্রথম একশো রানের পার্টনারশিপ হল। সেই সঙ্গে ভাইরাল মার্করামকে নিয়ে কোহলির সাত বছর পুরনো টুইট। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, ' মার্করামকে ব্যাট করতে দেখা চোখের আনন্দ।'

৩৭ পেরোনো মেসি এবার ৪৭তম ট্রফির খোঁজে

১৪ জুন ঃ সম্ভাব্য প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, ঘরোয়া লিগসহ সব মিলিয়ে তাঁর ট্রফির সংখ্যা ৪৬। ইতিহাসে আর কারও এত বেশি ট্রফি জয়ের রেকর্ড নেই। কিন্তু এত অর্জনের পরও থামছে না মেসির ট্রফি জয়ের অভিযান। এবার মেসির সামনে ইন্টার মায়ামিকে ক্লাব বিশ্বকাপ জেতানোর নতুন চ্যালেঞ্জ। জিততে পারলে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মুকুটে যুক্ত হবে নতুন পালক। এর আগেও তিনবার ক্লাব বিশ্বকাপের ট্রফি জিতেছেন মেসি। কিন্তু সেসব টুর্নামেন্টের সঙ্গে এবারের প্রতিযোগিতার মৌলিক পার্থক্য আছে। এবারের ক্লাব বিশ্বকাপকে ঢেলে সাজানো হয়েছে নতুনভাবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাও আর আগের মতো থাকবে না। তবে চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক, মেসি চান এই টুর্নামেন্টও নিজের করে নিতে। ক্লাব বিশ্বকাপ সামনে রেখে দলের সঙ্গে প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছেন

মেসি। আগামীকাল রোববার সকাল ৬টায় আল আহলির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মেসিদের বিশ্বকাপ অভিযান। নতুন এই অভিযান শুরুর আগে নিজের প্রত্যাশার কথাও জানিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী মেসি। বলেছেন, মাঠে নামার জন্য তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। ক্লাব বিশ্বকাপ নিয়ে নিজের ভাবনায় মেসি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ' একটি সুন্দর টুর্নামেন্ট। এখানে থাকতে পারাটা এবং খেলার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই রোমাঞ্চকর। এর আগে অন্য দলের সঙ্গে এখানে খেলেছি, কিন্তু সেটা একেবারেই ভিন্ন মানসিক অবস্থায় খেলেছিলাম। তারপরও আমার মধ্যে উদ্দীপনা ও আশা অটুট রয়েছে। পাশাপাশি সামনে রয়েছে সেরাদের সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ। ভালো খেলার আশা করছি।' এ সময় আর্জেন্টাইন মহাতারকা এবারের টুর্নামেন্টটির গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন। এবারই প্রথম নতুন বিন্যাসে ৩২টি দল অংশ নিচ্ছে, যেখানে রয়েছে গ্রুপ পর্ব ও নকআউট রাউন্ড। যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতা নিয়ে মেসি বলেছেন, ' আমেরিকার দলগুলো ও বিশ্বের বিভিন্ন ক্লাবের জন্য এটা একটা দারুণ সুযোগ, কারণ তারা ইউরোপের বড় বড় ক্লাবের মুখোমুখি হতে পারবে আর এই বড় ক্লাবগুলো বিশ্ব ফুটবলে মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে রয়েছে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা। খেলোয়াড় ও সমর্থক উভয়কে ঘিরে এটি হতে যাচ্ছে বিশেষ এক অভিজ্ঞতা।'

আউট' হয়েও বেঁচে গেলেন প্রোটিয়া ক্রিকেটার, কিন্তু কেন, প্রশ্ন সেখানেই

১৪ জুন ঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আলোচনায় দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান ডেভিড বেডিংহাম। দ্বিতীয় দিনের একটি ঘটনাই তাঁকে শিরোনামে নিয়ে এসেছে। ' দ্য বল' করেও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের বেঁচে যান তিনি। আর এতেই বেডিংহাম তো বটেই, গোটা ঘটনাই চর্চায়। ঠিক কী ঘটেছিল? তখন বল করছিলেন বিউ ওয়েবস্টার। তাঁর বল বেডিংহামের ব্যাটে লেগে প্যাডে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত দিয়ে বল মাটিতে ফেলে দেন ক্যাচ আউট হওয়ার আশঙ্কায়। ছাড়বার পাত্র ছিলেন না অজি উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি। চকিতে আউট এর আবেদন করেন তিনি। সেই সময় ৩১ রানে ব্যাট করছিলেন প্রোটিয়া তারকা। অনেকেই মনে করছেন, বেডিংহাম এভাবে আউট হয়ে গেলে ফাইনালের মতো মঞ্চে ক্রিকেটীয় স্পিরিট নষ্ট হত। কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটালেন ৩১ বছরের এই দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার? বেডিংহাম বলছেন, কিছুটা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ক্যারি আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। আর একটু হলে বলটা মাটিতে পড়ে যেতে পারত। তাই চটজলদি বলটা প্যাডের মধ্যে থেকে হাত দিয়ে সরিয়ে মাটিতে ফেলে দিই। পরে আমার মনে হয়, কাজটা হয়তো

ঠিক করিনি। যদিও আম্পায়াররা ডেড বল দেওয়ায় বিপদ হয়নি। তবে ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানান, আম্পায়াররা যাই সিদ্ধান্ত দিক না কেন, তাঁরা আবেদন ফিরিয়ে নিতেন। কামিন্সের কথায়, আম্পায়াররা ডেড বল ঘোষণা করেন। সেই কারণে আমাদের বিশেষ কিছু করতে হয়নি। যদি সেটা না হত, তাহলে আউটের আবেদন আমরা ফিরিয়ে নিতাম। প্রসঙ্গত, দু'বছর আগে অ্যাশেজে হ্যান্ডেলিং দ্য বলের আবেদন ফিরিয়ে নেননি তিনি। সেই কারণেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার এই সৌজন্য ' যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ার এই সিদ্ধান্তে মুগ্ধ বেডিংহ্যাম। তিনি বলেছেন, আমি খুশি যে ওরা আবেদন ফিরিয়ে নিয়েছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে যে কোনও বিতর্ক হয়নি, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময় স্লিপের ফিল্ডাররাই তো বলছিল বলটাকে ছেড়ে দিতে। আমি খামকাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ২৮২ রানের লক্ষ্য রেখেছে অস্ট্রেলিয়া।

টি-২০ তেও উজ্জ্বল চিরতরুণ ইংলিশ পেসার অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ১৪ জুন ঃ প্রায় ১১ বছর পর টি-২০ ক্রিকেটে ফেরার পর থেকে দারুণ উজ্জ্বল ইংলিশ পেসার অ্যান্ডারসন। ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে আসরে এখনও পর্যন্ত চার ম্যাচে ১৫ ওভার বোলিং করে ১০ উইকেট নিয়েছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার অ্যান্ডারসন। ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন কেবল ৬.৮৬ করে। চার ম্যাচের তিনটিতে নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট। প্রতিটি ম্যাচেই পাওয়ার প্লেতে বোলিং করেছেন তিন ওভার। উস্টারশায়ারের বিপক্ষে শুক্রবার ল্যাঙ্কাশায়ারের ৭ উইকেটে জয়ের ম্যাচে চার ওভারে অ্যান্ডারসনের শিকার ৩২ রানে ৩ উইকেট। উস্টারশায়ারকে ১৪৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৫ বল বাকি থাকতে সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে ল্যাঙ্কাশায়ার। খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করে কোচিংয়ের পাশাপাশি টিভিতে ধারাভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু গত জানুয়ারিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে আবার বল হাতে ছুটছেন ৪৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন।

লর্ডসে বিরাট কীর্তি রাবাডার

১৪ জুন ঃ লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অনন্য এক নজির গড়লেন প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাডা। ১৪১ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই বিরল রেকর্ড স্পর্শ করলেন তিনি। কী সেই নজির? হোম এবং অ্যাওয়ে ড্রেসিংরুমের বোর্ডে নাম উঠেছে ৩০ বছর বয়সি এই গতি তারকার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন রাবাডা। লর্ডসের নিয়ম হল, টেস্টে কেউ সেঞ্চুরি বা পাঁচ উইকেট নিলে সেই স্বীকৃতি বোর্ডে লেখা থাকে। সেই মতো ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিকেটার গর্ডন গ্রিনিজের পাশে নাম লেখালেন রাবাডাও। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৮ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রিনিজের রান ছিল যথাক্রমে ২১৪ এবং ১০৩।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com